পরমানন্দ সরস্বতী

নিরুক্ত

এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ভূমিকা

সে আজ অনেক দিনের কথা। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে পর পর কয়েকটি কবিতা পড়িলাম। অনেক কবির মধ্যে কবি মৃণালকান্তির নাম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কিছু কোমল মধুর স্বপ্নালু কবিতা—কিছু অকৃত্রিম প্রকৃতির ছায়ামায়া আশ্রিত রচনা পড়িয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম। শব্দের পর শব্দে গাঁথা পংক্তিগুলি কি সুন্দর, শব্দ চয়নে কবি বিশেষ দক্ষ, ছন্দেও বৈচিত্র রহিয়াছে। অনেক কবিতার ছন্দ যেন বিলম্বিত কোমল গান্ধারে বাঁধা। কল্পলোকের সঙ্গে ঘটিয়াছে বাস্তবের ভাবময় মিলন, অলৌকিকের বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়াছে লৌকিক জগৎ। বহু দ্বন্দ্বে ও দুঃখে পীড়িত সমাজ ও বিপর্যস্ত স্বদেশকে উপলক্ষ করিয়া যে কবিতাগুলি রচিত, তাহার রচনাশৈলী স্বতন্ত্র, তাহা ধ্রুপদী গাম্ভীর্যে গরিষ্ঠ। কিন্তু প্রেমের কবিতাগুলি সহজ, সরল এবং বাউল হৃদয়ের রোদন-বেদনা মিশ্রিত, ললিত, মধুর। আবার তাহার মধ্যে কোথাও আছে তান্ত্রিক তীব্রতা, প্রচণ্ড তাপ। আধুনিক কবি, অথচ এক অন্তঃশীল আস্তিক্যবুদ্ধির ধারা তাহার মধ্যে প্রবাহিত। আধুনিক মনন-কল্পনা ও ভাষাশিল্প সমৃদ্ধ এই কবিতাগুলি আমাকে কম বিস্মিত করে নাই।

আবার অনেকদিন পরে উল্লেখিত কবির সঙ্গে নতুন নামে পরিচয় ঘটিল। পরমানন্দ সরস্বতীর রচনা প্রকাশিত হইতে দেখিলাম। কয়েক বৎসর ধরিয়াই বিভিন্ন সাময়িক পত্রে তাঁহার কবিতা এবং কয়েকখানি কবিতার বইও পড়িলাম। একেবারে অতি আধুনিক কবি—শিল্পময় ভাষায়, কারুকর্মে, ছন্দে ও চিন্তায়—সমগ্রভাবে কাব্যধারার চিন্ময় ঐশ্বর্যে

সম্পূর্ণ নতুন। মনে হইল দেবী বীণাপাণির সপ্ত-তন্ত্রীতে এ যেন একটা নতুন সুরের ঝঙ্কার; কিন্তু আশ্চর্য, পরমানন্দ সরস্বতীর কবিতার মধ্যে বর্তমান যুগের দ্রোহ ও দাহ, যন্ত্রণা ও জটিলতার অভিব্যক্তি যেমন অনিবার্যভাবে আবির্ভূত হইয়াছে তেমনি পাশাপাশি রহিয়াছে ঈশ্বর-বিশ্বাসের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। বিপুলা পৃথিবী আর নিরবধি কালে প্রসারিত জীবন লইয়াই তাঁহার কাব্য। বর্তমানের সমস্যাগুলিকেও এড়াইয়া যান নাই তিনি। নীতিহীন রাজনীতি, আদর্শহীন শিক্ষা, আধুনিক মনের অসূয়া, অনুদারতা, সততাবর্জিত সমাজ ও দয়াহীন প্রভুদের প্রতি কবি নির্মমভাবে আঘাত করিয়াছেন।

উপনিষদের ঋষিরা যাঁহাকে অনাদির আদি ও অন্তরূপে জানিয়াছেন, যে বিরাট পুরুষ বিশ্বাতীত, অথচ বিশ্বময়, দিব্য দৃষ্টিতে যাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন, মহাজনরা যুগ যুগ ধরিয়া যাঁহাকে বহুভাবে লাভ করিয়াছেন, যাঁহার জ্ঞানময় প্রেমময় রূপকে অচিন্ত্য অনুভূতির আলোকে অধ্যয়ন করিয়াছেন, কবি যেন সেই সারাৎসার সত্য দেবতাকে জানিয়াছেন, চিনিয়াছেন—মনে হইল বুঝিবা দেখিয়াছেনও। সেই প্রত্যয়দীপ্ত পরা বিভূতির প্রাণময় স্পর্শ রহিয়াছে তাঁহার রচনায়। এই কবি মনে করেন, জগতের একজন স্রষ্টা আছেন, জীবনের একজন নিয়ন্তা আছেন—জগৎ ও জীবন তাঁহারই ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতেছে। সেই অধিকর্তা অদ্বয় পুরুষের আলোকে এই সৃষ্টিকে কবি দেখিয়াছেন। অনুভূতির এই বৈশিষ্ট্যই তাঁহাকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করিয়াছে। একদিন যে কবির কবিতা ছিল মধুর, স্বপ্নালু প্রেমের বেদনায় করুণ, অনুরাগে রসঘন, প্রকৃতির প্রসাদে স্নিগ্ধ,—সেই মৃণালকান্তিই পরমানন্দ সরস্বতী। একদিন ছিলেন সংসারে, অধুনা সংসারের বাহিরে নতুন নামে, নতুন রূপে তাঁহার পরিচয় পাইলাম। কবি স্বভাব-কবি, জাত কবি—বর্তমান যুগের

একজন চিহ্নিত নতুন কবি—অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। কবির প্রতিটি কবিতাতেই শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন স্বপ্রকাশ। শাক্ত ও বৈষ্ণব ধারার সংমিশ্রণে এক অনাস্বাদিত সম্পদ আমরা তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি। তাঁহার কবিতা শক্তিবাদের গরিমাময় ঐশ্বর্য ও বৈষ্ণব ভাবমাধুর্যের লীলালাবণ্যে সমৃদ্ধ—আমাদের মনকে যেন মন্ত্রময় কোন নতুন মায়ায় করে আকৃষ্ট।

একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। সে তখন প্রথম যৌবন। কলিকাতার খবরের কাগজের মন্তব্য পড়িয়া এবং রবীন্দ্রনাথের কোন লেখা না পড়িয়াই রবীন্দ্রনাথকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিতাম। এমনই যখন মনের অবস্থা, আমার এক বন্ধুর বিবাহে তাহার কোন বন্ধু নববধূকে 'চয়নিকা' উপহার দেন। বন্ধুটি আমাকে সেই চয়নিকা দান করিয়াছিলেন। অজিত চক্রবর্তীর সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের কবিতা সঙ্কলন চয়নিকা পড়িয়া কিছুদিন যেন একটা আবেশের মধ্যে রহিলাম। মনে হইত এমন কবিতা বহুদিন পড়ি নাই। এ-এক নতুন ধরণের কবিতা। ভাব, ভাষা, ছন্দ সমস্ত নতুন—যেন এক বিপুল ভাবসমুদ্র মন্থিত অমৃত। কিন্তু কেমন আস্বাদ বুঝাইতে পারিব না। সেদিনের সেই বিস্ময়, সেই মুগ্ধতা আমার আজিও অন্তর্হিত হয় নাই। তুলনা করিতেছি না—তুলনা অবান্তর। তুলনার কোন প্রশ্ন নাই। আমি অকপটে স্বীকার করিতেছি, আজিকার কবিতার এই প্লাবনের মধ্যে পরমানন্দের কবিতা পড়িয়া আমার অনেকটা সেই দশা হইয়াছিল—যেমন হইয়াছিল রবীন্দ্র-নাথের কবিতা পাঠে। পরমানন্দের কবিতা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। কবির অনুভূতি, তাঁহার প্রকাশভঙ্গী যেন একটা নতুন আস্বাদ বহন করিয়া আনিয়াছে। দিনের পর দিন তাঁহার রচনা আমার মনকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

প্রাচীন ভারতের ঋষিগণই কবি নামে অভিহিত হইতেন। কবিরা দ্রষ্টা। প্রত্যেক ঋষিরই দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য পৃথক। ইঁহারা সাধক—সৃষ্টির গভীরে যে পরম সত্য রহিয়াছে, যাহা জগত ও জীবনকে নিরন্তর নিয়ন্ত্রণ করিতেছে, তাঁহারা সেই তত্ত্ববেত্তা, অখিল রহস্যের ব্যাখ্যাতা। সেই সনাতন ঈশ্বরবিশ্বাস, পরাপিপাসা, প্রজ্ঞাঘন ভাববাদ পরমানন্দের রচনায় সঞ্চারিত, এই নশ্বর জগৎ ও ক্ষণভঙ্গুর জীবনের মর্মমূলে যে শাশ্বত সত্য চিরস্থির রহিয়াছে, কবি তাঁহার কবিতায় সেই মহাসত্যকেই করিয়াছেন সুপ্রতিষ্ঠিত।

পরমানন্দের কবিতা পড়িয়া মনে হইয়াছে—ইনি সাধক। ইঁহার কবিতায় স্বতঃস্ফূর্ত সত্যের স্বাক্ষর আছে। তুলনা করিয়া পরমানন্দ সরস্বতীকে আমার নবযুগের রামপ্রসাদ বলিয়া মনে হইয়াছে। সেই সত্যলব্ধ অপরোক্ষানুভূতি, প্রকাশের সেই সারল্য, সেই সৌন্দর্যমণ্ডিত মাধুর্যসিঞ্চিত তাঁহার রচনা—আমার দৃঢ় বিশ্বাস অদূর ভবিষ্যতে পরমানন্দের কবিতা প্রবচনের মত নরনারীর কণ্ঠে-কণ্ঠে ফিরিবে। এ কবিতা জনসাধারণের নিকট বিশেষরূপে সমাদৃত হইবে এবং বাঙলা সাহিত্যে স্মরণীয় হইয়া রহিবে।

স্রষ্টা চিরমধুর, চিরসুন্দর—তাই নব নব ঐশ্বর্যে ও অফুরন্ত মাধুর্যে তাঁহার সৃষ্টি এত সুন্দর, এত মধুর। তিনি অমৃত—অমর ঐশ্বর্যের, অশেষ আনন্দের আকর—সৃষ্টি তাঁহার রূপ, প্রতিরূপ—তাই তাহা এমন নয়নশোভন, হৃদয়হরণ। কবি শিল্পীকেও আমরা স্রষ্টা বলি। ইঁহাদের সার্থক সৃষ্টি অভিভূত করে আমাদের।

এই সৃষ্টির প্রকারভেদ আছে। এক ধরণের সৃষ্টি আছে, যাহা দেখিয়া আজ আর স্রষ্টার কথা স্মরণ হয় না—মনে হয় স্বপ্নলোক। অজন্তার গুহাচিত্র যখন নির্নিমেষ বিস্ময়ে চাহিয়া দেখি, সেই শিল্পীদের

কথা মনেই হয় না। খাজুরাহোর প্রস্তর মূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া বীরের পৌরুষ, যুবতীর তনুদেহের কমনীয় লীলাছন্দ, স্মিত হাসি, বিলোল কটাক্ষ, সেই ভাস্করের কথা আর স্মরণ করাইয়া দেয় না। অবাক হইয়া আমরা শুধু তাহা দেখিয়া যাই। কিন্তু রামায়ণের প্রাণবন্ত রচনা আমাদিগকে রচয়িতা সম্বন্ধে করে কৌতূহলী। কেননা, কবিতা জীবনেরই ভাবময়, রসময় শিল্পরূপ, অনন্ত আনন্দবেদনার অবিভাজ্য অভিব্যক্তি। স্রষ্টাকে মুছিয়া দিলে সাহিত্য অনেকখানি স্বাদ ও সৌরভহীন হইয়া পড়ে। বাল্মীকি-জীবনকে বাদ দিয়া রামায়ণ নিষ্প্রভ হইয়া যায়। সেইজন্য আমরা অতীতের অন্ধকার হইতে দস্যু রত্নাকরকে খুঁজিয়া বাহির করি। তাঁহার আড়ষ্ট রসনায় 'মরা' 'মরা' জপ, তাঁহার তপস্যা সমাহিত বল্মীকাবৃত দেহের কথা ভাবিয়া তাঁহাকে বাল্মীকি বলিয়া করি সম্বোধন। বাল্মীকি ঋষি, তাই রামায়ণ আমাদের কাছে যুগের বিশ্বস্ত ইতিহাস। তাহার উপদেশগুলি পাইয়াছে স্মৃতির মর্যাদা। মহাভারতের বিপুলায়ত মহিমায় অভিভূত হইয়া আমরা কৈবর্তকন্যার গর্ভজাত ঋষিপুত্র মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বিরাট বিস্ময়কর প্রতিভাকে বরণ করি অপরিসীম শ্রদ্ধায়। দ্বৈপায়নের তপস্যা--তপস্যাপূত জীবন— তাঁহার ধৃতি, মেধা, প্রজ্ঞা মহাভারতকে আরও বিরাটত্ব ও অমরত্ব দান করিয়াছে। একের মধ্যে এমন অনন্ত শক্তির প্রকাশ দেখিয়া অভিভূত হই আমরা। রচয়িতা হিসাবে মহাভারতের সঙ্গে আরো বহু ঋষির নাম যদি যুক্ত থাকিত, তাহা কি আমাদের নিকট এতখানি বিস্ময়কর হইত? 'সত্যই পরমেশ্বর'—এই কথা যখন কোন পুত্রকলত্রপরিবৃত গৃহস্থ ব্যক্তির মুখে শুনি, তাহা আমাদের অন্তরকে তেমন স্পর্শ করে না, কিন্তু সিদ্ধসাধকের মুখে যখন ঐ কথা শুনি, তখন তাহা হয় 'বাণী'— আমাদের সমগ্র সত্তাকে গভীরভাবে করে আলোড়িত।

মহৎ জীবনের আরো কত বীজ অতি সাধারণ ভূমিকে আশ্রয় করিয়া তীব্র তপস্যার প্রভাবে অচিন্ত্য গৌরবময় রূপলাভ করিয়াছে। মহৎ কবি,—ব্যক্তি-সাধনার স্ব-মহিমা তাঁহার সৃষ্টিকে তাৎপর্যপূর্ণ ও মহিমামণ্ডিত করিয়াছেন এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মূর্খ কালিদাসের সারস্বত সাধনার সিদ্ধি তাঁহার রচনাকে আরো গভীর শ্রদ্ধা ও শাশ্বতের গৌরব দিয়াছে। *সেকালের অখ্যাত কেন্দুবিল্ব গ্রামের সামান্য ব্রাহ্মণ* জয়দেবের কাব্যকে ভগবৎ প্রসাদ অমরতা দান করিয়াছে—অনবদ্য শ্রী সম্পন্ন করিয়াছে। সেই অমর কাব্যসম্পদ চিরকালের রসপিপাসুকে আজিও পরিতৃপ্ত করিতেছে। সেইজন্য আমি শুধু বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের কাব্যগুণ বিচার না করিয়া সূচনায় মৃণালকান্তি ও পরমানন্দ সরস্বতীর নাম উল্লেখ করিয়াছি এবং ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে দুই একটি কথা বলিয়াছি। ইহাতে কবির কাব্যকে—কাব্যের অন্তর্নিহিত সত্যকে বুঝিবার সুবিধা হইতে পারে।

পরমানন্দ সরস্বতীর খণ্ড কবিতা এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নিটোল মুক্তা। এই কবিতাগুলি যেমন ভাবসমৃদ্ধ তেমনি রচনা পারিপাট্যে অনবদ্য। কবিতাগুলি যেমন সহজবোধ্য, তেমনি তাহার ব্যঞ্জনার চমৎকারিতা হৃদয়সংবেদ্য, আপন ভাবে ও লক্ষ্যে তন্ময়, অব্যর্থ। কবিতাগুলির ভাষায় দুর্বোধ্য জটিলতা নাই, ছন্দের প্রাধান্য তাহার আত্মার প্রকাশকে লঘু করে নাই। কবিতার মধ্যে ভাবের প্রহেলিকা নাই—আপন বৈশিষ্ট্যে আপনি ভাস্বর। মর্মের গভীরে মূল বিস্তার করে। কবিতা পাঠে অন্তর অভিভূত হয়, আলোকিত হয়, রসাপ্লুত হয়। প্রতিটি কবিতা ভগবৎকণ্ঠের মণিমালার মত মূল্যবান।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

কাব্য-পরিচিতি

১

সাধক কবি শ্রীপরমানন্দ সরস্বতীর চারখানি কাব্যগ্রন্থ থেকে প্রায় আটশো কবিতা বাছাই করে 'নিরুক্ত' নামে এই কাব্য-সংকলনখানি প্রকাশ করা হলো। চারখানি কাব্যগ্রন্থ হলো—'নির্জন স্বাক্ষর', 'আহিতাগ্নি', 'অনুধ্যান' ও 'অক্ষর' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)। অনুধ্যান অংশটি মূল বইয়ে যদিও আহিতাগ্নি কাব্যের সঙ্গে গ্রথিত, তা হলেও এতে সংকলিত কবিতাগুলির প্রকৃতি কিছু আলাদা রকমের। সেই কারণে একে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের মর্যাদা দেওয়া হলো। 'অক্ষর কাব্যগ্রন্থটি দুটি খণ্ডে একনামবাহী হলেও আসলে এখানি দুটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের সমষ্টি—অক্ষর প্রথম খণ্ড ও অক্ষর দ্বিতীয় খণ্ড। সেই দিক থেকে বর্তমান গ্রন্থকে পাঁচখানি গ্রন্থের নির্বাচিত কবিতার সংগ্রহ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য হলো এগুলির প্রত্যেকটিই সংক্ষিপ্ত ও স্বল্পাক্ষর। পাঁচ ছয় লাইনের বেশী প্রায় কোনো কবিতারই দৈর্ঘ্য নয়। কিছু ব্যতিক্রম-দৃষ্টান্ত আছে অবশ্য, তবে সেগুলি অধিকাংশই গদ্যছন্দে গ্রথিত—মিলের কবিতা নয়। অনুধ্যানের প্রায় সবটাই আর অক্ষর কাব্যগ্রন্থের উপসংহার ভাগ এই শ্রেণীর অমিল গদ্য কবিতার নমুনায় পূর্ণ। রচনাগুলি অমিল হলেও গদ্যছন্দের নিয়ম অনুযায়ী তাদের ভিতর আভ্যন্তর ছন্দের দোলা স্পষ্ট। রচনাগুলির এই শিল্পবৈশিষ্ট্য মনোযোগী পাঠকের নিশ্চয় দৃষ্টি এড়াবে না।

প্রশ্ন উঠতে পারে ছোট ছোট কবিতার এত বড় একটি সংকলন প্রকাশের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, তার উপযোগিতা ও যৌক্তিকতা কোথায়? এই কবিতাগুলি তো আলাদা আলাদা মুদ্রিত

বইয়ে পূর্ব থেকেই বিধৃত আছে, তবে আর তাদের এখানে একত্রিত করে নতুন করে প্রচারের চেষ্টা কেন? এটা কি বাহুল্য-উদ্যমের পরিচায়ক নয়?

তার উত্তর এই যে, এই বীজমন্ত্রের মতো স্বল্পাক্ষর শ্লোকগুলিতে এমন কিছু অমূল্য সম্পদ নিহিত আছে, বার বার প্রচারেও যে মূল্যের অপহ্নব ঘটবার আশঙ্কা নেই, বরং বৃদ্ধির সম্ভাবনা। তার কারণ রচনাগুলিকে আমরা এখানে একই আধারে পাচ্ছি সুশৃঙ্খল ও সংহত আকারে এবং একটি ধারাবাহিক ভাবপরম্পরায় গ্রথিত মালিকা রূপে। এতে কবিতাগুলির সৌন্দর্য আরও বেড়ে গিয়েছে।

তাছাড়া সমাজের কল্যাণের দিক থেকে এই রচনাগুলির পুনঃসম্প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। শিল্পসৃষ্টির বিচারে কবিতাগুলির যে উৎকর্ষ সে তো আছেই, তাদের নান্দনিক সৌন্দর্যের আবেদন তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবার মতো; তা ভিন্ন তাদের একটা অর্থসম্পদ্‌গত উৎকর্ষও আছে। এই কবিতাগুলি পড়লে মানুষ নানাভাবে উপকৃত হবে। সে জীবন সংগ্রামের বিমূঢ়তায় বিহ্বল হবে না, সংকটের অন্ধকারে আলোর দিশা খুঁজে পাবে, নানা পরস্পরবিরুদ্ধ মত ও আদর্শের ভাবদ্বন্দ্বে বিভ্রান্তি বোধ না করে তারই মধ্য থেকে যথার্থ পথচলার সংকেতটি বার করে নিতে পারবে, শোকে পাবে সান্ত্বনা, আর সর্বোপরি ঈশ্বরে আত্মনিবেদনের পাবে গভীর প্রেরণা। এ কবিতা শুধু বয়স্ক পাঠকদের জন্যই উদ্দিষ্ট নয়, কিশোর ও তরুণ পাঠক-পাঠিকারাও এর থেকে যথেষ্ট অনুপ্রাণনা লাভ করতে পারবে। বস্তুতঃ এই সংগ্রহ গ্রন্থখানি যদি স্কুলে ও কলেজে পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হয়, তাহলে তদ্দ্বারা ছাত্রছাত্রীদের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হবে, এ কথা অসংশয়ে বলতে পারি। সত্তার সংহতি ছিন্নভিন্নকারী নৈরাজ্য ও উৎকেন্দ্রিকতা

মূলক চিন্তার কুপ্রভাব কাটিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সুস্থ আদর্শের খাতে চালিত করতে, তাদের গঠনমূলক ভাবনায় দীক্ষিত করতে, এই বইটির তুল্য হিতকারী বন্ধু খুব অল্পই মিলবে। আশা করি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ামকেরা গ্রন্থের এই বৈশিষ্ট্যের দিকটা একটু বিবেচনা করে দেখবেন।

'নিরুক্ত' নামটি বেদ থেকে নেওয়া। ছয়টি বেদাঙ্গের অন্যতম হলো নিরুক্ত, যাতে শব্দের উৎপত্তি নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে বিবিধ 'সূত্র' অর্থাৎ স্মৃতির সহায়ক সংক্ষিপ্ত নিয়মের আকারে। বর্তমান গ্রন্থের অনুষঙ্গে এই সূত্র কথাটির সমূহ তাৎপর্য। নিরুক্ত শব্দটির আক্ষরিক অর্থই নেওয়া হোক আর ব্যঞ্জনাগত অর্থই নেওয়া হোক, দুইয়েরই মূলকথা হলো ভাবের সূত্রাকার প্রকাশ। সেই কাজটি এই গ্রন্থের রচনাগুলির মাধ্যমে বিধিমতেই সাধিত হয়েছে। এর ছোট ছোট স্বয়ংসম্পূর্ণ স্তবকগুলি বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন করায়, শঙ্খধ্বনিতে সমুদ্রগর্জন শোনায়, গোষ্পদে গোটা আকাশমণ্ডলকে প্রতিভাত করে, ভোরের শিশিরকণাতে বালার্কের বিস্তৃত রক্তিম ছটাকে ঝিকমিকিয়ে তোলে। নিরুক্ত কথাটি এই সংকলনের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবিকই সার্থকনামা। কবিতাগুলির সীমিত আয়তন এবং শব্দব্যয়কুণ্ঠ চরণ সমূহ বেশ কিছু কথা অনুক্ত রেখেছে ঠিকই কিন্তু অনুক্ত রেখেও প্রকাশ করেছে তার চেয়ে অনেক গুণ বেশী কাব্যের দ্যোতনা। উক্ত এই ক্ষেত্রে অনুক্তেরই বিচ্ছুরণ মাত্র।

ভারতীয় সাহিত্যে স্বল্পাক্ষর কবিতার ঐতিহ্য অতিশয় প্রাচীন। বেদের মন্ত্রসমূহ, উপনিষদের শ্লোকরাশি, বেদাঙ্গের সূত্র, সংস্কৃত কাব্যে শ্রীহর্ষ, ভর্তৃহরি ও অমরুর রচনা, হালের গাথাসপ্তশতী; মধ্যযুগের সন্ত-সাহিত্যের পদ, দোঁহা, অভঙ্গ ইত্যাদি এবং মঙ্গলকাব্যের যুগের

কবিদের, বিশেষ করে ভারতচন্দ্রের, একাধিক রচনাংশ এ কথার প্রমাণ। আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও এই ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ উদাহরণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা' কাব্যগ্রন্থের ছোট ছোট কবিতাকণিকাগুলি। এ ছাড়াও আছে কবি ঈশ্বর গুপ্ত, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের ক্ষুদ্র কবিতা সমূহ, নীতিভাবুক কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাবশতকে'র একাধিক নমুনা, কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের 'অমৃত' এর কবিতাগুচ্ছ, ইত্যাদি। এই কালেও কবিশেখর কালিদাস রায় 'বেতালভট্ট' ছদ্মনামে এই ধারার একাধিক কবিতা লিখেছেন। তবে তাঁর এই বর্গের কবিতায় নীতি অপেক্ষা বিদ্রূপের ভঙ্গিটাই প্রধান। 'বনফুল', অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ ছড়ার কবিদের রচনায় পাই তির্যক্ দৃষ্টির শাণিত প্রক্ষেপ। তাঁদের রচনাও বিদ্রূপরসপ্রধান।

এই জাতীয় রচনার উদাহরণ বিদেশী সাহিত্যেও ভূরি ভূরি। ইংরেজী ও ফরাসী কাব্যে এর অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে। প্রেম, নীতি, বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ সব রসেরই ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়েছে এই সমস্ত রচনায়। বিশেষতঃ ইংরেজ কবি পোপের Aphorism এর ধরনে লেখা এই শ্রেণীর কবিতায় তো তিক্ত বিদ্রূপ আর কটু সমালোচনার ছড়াছড়ি। ফরাসী কাব্যের মেজাজও মূলতঃ বক্রোক্তিপ্রধান। তবে তাতে প্রেমের অভিব্যঞ্জনারও অভাব নেই। যেমন, রবীন্দ্রনাথ অনূদিত এই স্বল্পাক্ষর ফরাসী কবিতাটির প্রেমানুভূতির কোনো তুলনা হয় না—

প্রেমের আনন্দ থাকে শুধু স্বল্পক্ষণ,
প্রেমের বেদনা থাকে সমস্ত জীবন।

এটি একটি অনবদ্য রচনা। শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতার চয়নিকায় এটি অক্লেশে স্থান পাবার যোগ্য।

কিন্তু স্বল্পাক্ষর কবিতার উজ্জ্বল, মনোহর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে

জাপানের 'হোক্কু' কবিতায়। বস্তুতঃ হোক্কু স্বল্পাক্ষর শব্দের সাহায্যে একটা পরিপূর্ণ নিটোল ভাবচিত্র উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও শিল্পোৎকর্ষের শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছে বলা যায়। মাত্র সতেরোটি সিলেব্‌লে এই কবিতার কলেবর সম্পূর্ণ। প্রায়ই দুটি বিরুদ্ধ ভাব এই কবিতার স্বল্পায়তনের ভিতর আপাত-সংগতিতে বিধৃত থেকে প্যারাডক্সের রস সৃষ্টি করে। হোক্কু কবিতায় পরিবেশিত চিত্র কখনও নিসর্গমূলক, কখনও প্রেমমূলক। নীতির পরিবেশনা এই কবিতায় কমই দেখতে পাওয়া যায়।

কিন্তু এই শ্রেণীর ভারতীয় কবিতায় গভীর ঈশ্বরানুভূতি, সৃষ্টিরহস্যের তন্ময়তা ও অস্তিত্বের বিস্ময়, তত্ত্বদার্শনিকতা, প্রেম, প্রকৃতিপ্রীতি, পরিহাসরসরসিকতা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রভৃতি বিচিত্র ভাবের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। বেদ আর উপনিষদের মন্ত্রগুলিতে একদিকে প্রকাশ পেয়েছে নিসর্গচেতনা সঞ্জাত রহস্য ও বিস্ময়ের বোধ, অন্যদিকে সুগভীর তত্ত্বের ব্যঞ্জনা ও দার্শনিক জিজ্ঞাসা; ভর্তৃহরি আর অমরুর রচনা মূলতঃ শৃঙ্গার-রসাত্মক; কবীর দাদ্ তুকারাম সুরদাস তুলসীদাস প্রমুখ মধ্যযুগের সহজিয়া সন্ত-কবিদের পদ, দোঁহা আর অভঙ্গগুলি ঈশ্বরপ্রেম আর মানবীয় রসে পরিপূর্ণ; আধুনিক (ইংরেজ অভ্যুদয়ের পরবর্তী) বাংলা কাব্যের প্রাথমিক পর্যায়ের রচনায় পাই নীতিবোধের আধিক্য; কবিগুরু রবীন্দ্রনাথে এসে দেখি কণিকার ছোট ছোট কবিতাগুলিতে, দ্বিপদী অথবা চরণচতুষ্টয়ের মধ্যে, চিরন্তন সত্যের দ্যুতি যেন জলজল করছে। যেমন "ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে,/ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।" অথবা "উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে,/তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।" কিংবা "কে লইবে মোর কার্য, কহে সন্ধ্যারবি ;/শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি। মাটির প্রদীপ ছিল ; সে

কহিল, স্বামী,/আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।" এইগুলি কিংবা অনুরূপ সবকটি রচনারই প্রতিটির মূলে আছে একটি অকাট্য বাস্তব সত্যের প্রণোদনা, যা সংসারের মানবীয় ব্যবহারের রূপটিকে নিখুঁত রেখায় প্রতিফলিত করেছে। জগৎ যে নিয়মে চলে এবং মানুষে মানুষে সম্পর্ক যে ধারায় আবর্তিত হয়, তারই ছবি প্রতিভাসিত হয়েছে এই ভূয়োদর্শনজাত অমোঘ প্রজ্ঞাময় অথচ অনির্বচনীয় কাব্যসৌন্দর্যযুক্ত স্বল্পাক্ষর কবিতাগুলিতে।

২

ধর্মজীবনের পথিক তথা অধ্যাত্ম কাব্যরসের রসিক সাধক কবি শ্রীপরমানন্দ সরস্বতীর নিরুক্তের কবিতাগুলিতে পূর্বোক্ত সমস্ত বৈশিষ্ট্যেরই সমাহার ঘটেছে দেখতে পাই। এই রচনাগুলিতে একাধারে ঈশ্বরপ্রেম, ভক্তির আকৃতি, প্রেমের মহিমা, নৈতিক জীবনের পবিত্রতা, ভোগের বিকার ও অহংকারের অসারতা, শাশ্বত মূল্যবোধ সমূহকে অবহেলা করে তুচ্ছ পার্থিব সুখভোগের পশ্চাদ্ধাবনের মূঢ়তা, অহৈতুকী সেবার মহত্ত্ব, সৃষ্টির বৈচিত্র্যে উল্লাস, নামের আশ্রয়ে জীবনের রূপান্তর, সত্যশুদ্ধ জীবনের অমোঘ শক্তিমত্তা, আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণের শূন্যগর্ভতা, প্রকৃত ধর্মভাবের উজ্জীবনে দয়া ক্ষমা উদারতা করুণা প্রভৃতি আন্তর সদ্‌গুণ সমূহের অনুশীলনের সার্থকতা—ইত্যাদি বিচিত্র ও বহুমুখী ভাবকে ছোট ছোট শ্লোকের আধারে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে নিপুণভাবে। শুধু ঐশী অভীপ্সা নয়, শুধু প্রেমানুভূতি নয়, শুধু নীতির মন্ত্রণা নয়—সব মিলিয়ে এই সব ভাবের একটি অখণ্ড মূর্তি এই সংগ্রহের শ্লোকপরম্পরার মধ্য দিয়ে হয়ে উঠেছে ভাস্বর। যাঁরা ভক্তিরস চান তাঁরা ভক্তির কবিতা পাবেন, যাঁরা প্রেমের আস্বাদলোভী তাঁরা প্রেমের কবিতা পাবেন; যাঁরা নীতির অনুসন্ধানী তাঁরা নীতি পাবেন; অথবা যাঁরা

একসঙ্গে এর সবই চান তাঁরা এগুলির সম্মিলিত রূপটিকেই পাবেন। মোটকথা, স্বল্পাক্ষর কবিতার এমন একটি সর্বার্থসাধক সমগ্র সংকলন এর আগে আর বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়নি। বিন্দুতে সিন্ধুদর্শনের ব্যাপক বিস্তৃত অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হলে এ কাব্যগ্রন্থ পড়তেই হবে।

সাধারণতঃ কাব্যামোদী পাঠকের মধ্যে একটি ধারণা আছে যে, যে কবি ধর্মজীবনের সাধক, তিনি তাঁর সেই ধর্মীয়তার কারণেই বিশুদ্ধ কাব্যের জগতে প্রবেশের অনধিকারী। ধর্ম হলো ত্যাগের পথ, আত্মনিগ্রহের পথ, জীবনোপভোগ থেকে নিবৃত্ত থাকার পথ। পক্ষান্তরে কবিতার জগৎ হলো রসবৈচিত্র্যের জগৎ—তার পরতে পরতে সৌন্দর্যের তৃষ্ণা, রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শের মাধুর্য ও লাবণ্য। এই দুই জগতের পারস্পরিক অহি-নকুল সম্পর্ক সুবিদিত।

কিন্তু এই ধারণা কবি পরমানন্দ সরস্বতীর বেলায় প্রযুক্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। তিনি ধর্মজ্ঞানী সাধক নিশ্চয়ই, অধ্যাত্মতত্ত্বের অভিসারীও বটেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি গভীরজীবনরসিকও। তিনি তাঁর ধর্মসাধনার বিস্তৃত পর্বে নানামুখী ধ্যানচর্চার অবসরে জীবনের কত বিচিত্র অনুভবকে যে তাঁর চেতনায় স্পর্শ করে গেছেন, এই কবিতা-গুলিতে তার প্রমাণ রয়েছে। মানুষের অস্তিত্বের ও সত্তার সঙ্গে জড়িত কতকগুলি অলঙ্ঘনীয় মৌলিক সমস্যার কাব্যরূপায়ণ এই সংগ্রহের রচনাসমষ্টি। রূপগুলি বিবিধ কবিতায়, নদীজলে বিম্বিত আকাশের চাঁদের মতো টুকরো টুকরো ভাবে ছড়িয়ে আছে সত্য কিন্তু একটু ভালো করে পরখ করলেই তার মধ্য দিয়ে আকাশের বিস্তার আর চন্দ্রের অখণ্ডত্ব ঠাহর করা যেতে পারে।

আসলে পরমানন্দ সরস্বতী একজন খাঁটী জাতের কবি। তাঁর কাব্যের উচ্চস্তরের বিশুদ্ধ অনুভব মনকে শুধু অনুপ্রাণিত করে না,

উন্নীত করে। এঁর কবিপ্রতিভা সম্পর্কে এই কাব্যের ভূমিকায় বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন মহাশয় যেসব প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করেছেন তার কোনোটিই অতিরঞ্জন নয়, প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। বস্তুতঃ, আমি তো মনে করি, কবি পরমানন্দ সরস্বতীর কাব্যশক্তির যথোচিত স্বীকৃতি ও সম্যক্ আদর এখনও আমাদের দেশে হয়নি। হলে দেখা যেত, এই কবির মাথা অনেক লোকপ্রিয় কবির মাথা ছাড়িয়ে উচ্চে শোভমান, এমন কি কোনো কোনো রাষ্ট্রের সম্মানধন্য কবিও সত্যিকার কাব্যপ্রতিভার বিচারে তাঁর কোমরের উপরে নন। সন্ন্যাসী হলেই কেউ কবিপ্রতিভা থেকে বঞ্চিত হন না। সন্ন্যাসীত্বই বলুন আর গার্হস্থ্য রসের রসিকতাই বলুন, প্রব্রজ্যাপন্থাই বলুন আর জীবনোপভোগের অনুগামিতাই বলুন,—সবই জীবিকার এক একটি রকমফের মাত্র। তার দ্বারা কবিতার বিশুদ্ধ অনুভবের তারতম্য কিংবা ভালোমন্দের বিচার হওয়া উচিত নয়। কবিতার পরিশুদ্ধ ক্ষেত্রে গৃহী-অগৃহীর, অধিকারী-অনধিকারীর কোনো প্রশ্ন ওঠে না। তা যদি হতো তো বৈদিক যুগের ঋষিরা, উপনিষদের মন্ত্রকাররা, শ্রেষ্ঠ কবির গৌরবে ভূষিত হতেন না; মধ্যযুগের সাধকসুজনরাও কবি অভিধার শিরোপা পেতেন না; দীর্ঘদিন লোক-লোচনের অন্তরালে থেকে যোগসাধনায় নিমগ্ন ধ্যানী তপস্বী শ্রীঅরবিন্দ এযুগের একজন সেরা কবির মর্যাদা লাভ করতেন না। পরমানন্দ সরস্বতী এঁদের গোত্রেরই একজন কবি। এই গোত্র-সাযুজ্যের বোধটি বাংলার কাব্যামোদী মহলের চেতনায় প্রতিভাত হওয়া দরকার। এমন দিন শীঘ্রই আসা উচিত, যে কালে তাঁর কবিপ্রতিভার যথাযোগ্য সমাদর একটা সর্বস্বীকৃত সত্যের মর্যাদা পেয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হয়ে উঠবে।

৩

নিরুক্ত সংগ্রহ থেকে পূর্বোল্লিখিত ভাবসমূহের সমর্থনে বহু রচনার উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। সাহিত্যরত্ন মহাশয় (ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়) পরমানন্দ সরস্বতীর কাব্যক্ষমতার সাধারণ লক্ষণগুলির নির্দেশ করেছেন,—তাঁরই বক্তব্যের সম্প্রসারণে বহু প্রমাণ উপস্থিত করা চলে। তবে তার প্রয়োজন নেই, এই গ্রন্থখানা একটু মনোনিবেশ সহকারে পড়লেই নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করবেন কবির কাব্যশক্তি।

সংগ্রহ থেকে কবির ঐশী উপলব্ধি, প্রজ্ঞা ও বোধি, সত্যদৃষ্টি, সংসারজ্ঞান, মানবীয় মনস্তত্বের বোধ, সমালোচনার ক্ষমতা, সর্বোপরি এই সব বৈশিষ্ট্যের অনবদ্য প্রকাশকুশলতার একটা মোটামুটি ধারণা করা যেতে পারে। উদ্ধৃতি দেওয়া বাহুল্য। বইখানাই তো হাতের কাছে রয়েছে। বইয়ের কবিতাগুলি পড়াই বইখানির মূল্যায়নের আসল নিশানা। ওই পাঠ কবিকে বোঝবারও চাবিকাঠি স্বরূপ।

এত অধিক সংখ্যক কবিতার সমাবেশ যে গ্রন্থে ঘটানো হয়েছে তাতে কিছু পুনরুক্তি থাকবেই। কিন্তু সেটা দোষের কোঠায় অবনীত হয়নি। এই কারণে যে, পুনরুক্তি এস্থলে পুনরুক্তিমাত্রে পর্যবসিত হয়নি। একটি ভাবকে যত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা ও প্রকাশ করা সম্ভব, কবি এখানে তাই করেছেন। যেমন, ঈশ্বরভক্তি ও নামের মাহাত্ম্য, দানের হিতকারিতা, নম্রতার সার্থকতা, ঔদ্ধত্যের পরাভব, স্বার্থপরতার অনিষ্টকারিতা, নিন্দার কুপ্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে একাধিক রচনা আছে। কিন্তু ওই রচনা বা শ্লোকগুলি ঠিক একই কথার পুনর্কথন নয়—তার আত্মা এক কিন্তু বেশ আলাদা। এই সজ্জাবৈচিত্র্যে রচনার আকর্ষণ আরও বেড়ে গিয়েছে। এবং কবির কল্পনা যে কত বিচিত্র-পথগামী তার প্রমাণ মিলেছে।

৪

কবি পরমানন্দ সরস্বতী তাঁর দীর্ঘ কাব্যজীবনে নানা রস ও নানা ভঙ্গীর কবিতা লিখেছেন। সেসব কবিতা তাঁর 'উত্তর বসন্ত', 'আকাশ', 'পুনর্বসু', 'নির্জন প্রহর', 'আনন্দ জাতক', 'কালমৃগয়া', 'বসন্তবহ্নি' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে। যাকে আধুনিক মনোভঙ্গির কবিতা বলে, এইসব গ্রন্থের রচনা সেই পর্যায়ের। কবিতাগুলির ব্যঞ্জনাধর্মিতা, প্রতীকীচারিত্র, সূক্ষ্মরূপকল্পের ঐশ্বর্য, উপমা ও উৎপ্রেক্ষার প্রাচুর্য নিঃসন্দেহে সমকালীন বাংলা কবিতার প্রথম সারিতে তাদের স্থান নির্দিষ্ট করার দাবী রাখে। তবু সেইসব কবিতাকে ফেলে কেবলমাত্র নির্জন স্বাক্ষর, আহিতাগ্নি, অনুধ্যান আর অক্ষরের কবিতাগুলিকেই কেন এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করা হলো এটা একটা প্রশ্ন হতে পারে। তার উত্তর এই যে, বেশ ভেবেচিন্তেই এই কবিতাগুলির উপর পক্ষপাত ন্যস্ত করা হয়েছে। আমার স্থির বিশ্বাস, শাশ্বত সত্যের বাণীবাহক এই রচনাগুলি বাংলা কাব্য সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদরূপে গণ্য হবার উপযুক্ত এবং তার ভিতর এমন কিছু কিছু শ্লোক আছে যা কালক্রমে প্রবচন বা প্রবাদের মর্যাদা পাবে। সাহিত্যরত্ন মহাশয়ও তাঁর ভূমিকায় সেই দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। প্রবাদ প্রবচন ছড়া জাতীয় শ্লোকগুলি আজ শুধুই কেবলমাত্র বিগতকালীন রচনার নিদর্শনরূপে বাংলা সাহিত্যে টিকে নেই, সেগুলির প্রভাব ফুলের অন্তর্লীন সুবাসের মতো বাঙালীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে দীর্ঘদিন অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গেছে এবং একটু স্মৃতির হাওয়া দিলেই সেগুলির সৌরভ আমরা অনুভব করি। সেসব, রচনার বাহ্য আবরণ ভেদ করে জাতীয় চেতনা ও জাতীয় সংস্কারে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

এই কবিতাগুলিরও ভাগ্যে তাই ঘটতে পারে। অন্ততঃ দ্বিপদী ও

চতুষ্পদী শ্লোকগুলির ভাগ্যে যে ঘটবে, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। "বিদ্যা আছে, ধন আছে, নেই ধর্মভয়,/সদর্পে ঘোরেন যেন ব্যাঘ্রমহাশয়॥" (আহিতাগ্নি, ১৭) এই লাইন কটি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের বহুবিদিত সদুক্তিগুলির সঙ্গে একাসনে পংক্তিভুক্ত হবার যোগ্য। এরকম অজস্র লাইন এ বইয়ে আছে। পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে বলা যায়। সংকলনটি প্রকাশের অন্য অনেক কারণ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু কেবলমাত্র এই একটি কারণই এই গ্রন্থ সম্প্রচারের অনুকূলে যথেষ্ট যুক্তি বলে মনে করি।

এ মন্তব্যের ন্যায্যতার বিচারের ভার পাঠক সাধারণের উপর ছেড়ে দিয়ে কাব্যসংকলনখানি তাঁদের কাছে উপস্থিত করা হলো।

নারায়ণ চৌধুরী

নির্জন স্বাক্ষর

১

অগ্নিময় প্রেমমন্ত্রে
ক্লান্তিহীন ফোটে কথাকলি
অন্তর অম্বরে—
কবিতার জ্বলে শিল্পশিখা
অন্ধকার ব্যথার প্রহরে

২

অমৃত আলোর শিখা
প্রেমের দহন,
ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রধনু
মায়াময় মরীচিকা
ক্ষণিক স্বপন ॥

৩

বাহুবল করে কিছু দিক্‌দেশ জয়।
শুদ্ধমুক্তপ্রেমে হয় অনন্ত বিজয় ॥

৪

সুখ যেন জলের লিখন মুছে যায়
ক্ষণকাল পরে,
দুঃখের মহৎ-শিক্ষা রয় চিরদিন
অগ্নির অক্ষরে ॥

৫

প্রেম যেন রজনীর তারা
বেদনার অন্ধকারে
অনির্বাণ জ্বলে,
সুখের প্রহর এলে
মায়াবী আলোয় হয় হারা ॥

৬

অশ্রু-যূথি হার
ধূলায় হয় না কভু
অসম্মান তার—
অগোচরে গলে দোলে
আপন পূজার দেবতার ॥

৭

মরণের খেলাঘর মাটির শরীর,
মোহমুগ্ধ অন্ধ ভাবে পূজার মন্দির

৮

মাটির পুতুল নিয়ে
শিশুরা দু'দণ্ড করে খেলা।
মায়াবদ্ধ ছা-পোষা মানুষ—
সংসারে পুতুলখেলা
করে সারাবেলা॥

৯

অমাবস্যার রতিতে নিরত
আনন্দ যার পাপে,
ডাকিনী মরণ-মায়া তারে গ্রাসে
রুদ্রের অভিশাপে॥

১০

বাসনা অস্থির পায়ে তৃপ্তি খোঁজে
এখানে-ওখানে,
প্রেম প্রতীক্ষার দ্বারে বসে
শান্তি চাহে একখানে॥

১১

প্রেমের মুকুল ফোটে
বেদনার রসে,
সুখের দহনে পড়ে
বোঁটা হতে খসে॥

১২

বন্দী যারা অতি ক্ষুদ্র মাটির শরীরে,
ইতস্তত সুখের সন্ধানে তারা ফিরে,
তৃপ্তিহীন ভোগে ভুঞ্জে বিষয় বিপুল,
কালের খেলনা এরা রঙের পুতুল ॥

১৩

হৃদয়ে যাদের আঁধার পর্দা অন্ধ তাদের বলি,
অখিল ক্ষুধায় তারা শুধু চায় কামনার অঞ্জলি ॥

১৪

ইন্দ্রিয়ের মায়ারাজ্য
আত্মার আলোয়
যত হবে পার,
দেবত্বের তত পাবে
দুর্লভ অমর অধিকার ॥

১৫

সংসারের চাকা ঘোরে
অক্লান্ত চেষ্টায়
জীবনের তেলে,
বহন করেন বিধি
বিপুল সৃষ্টির ভার
একা অবহেলে ॥

নির্জ্জন স্বাক্ষর

১৬

দেহহীন প্রাণের মন্দিরে
প্রেম চির পূজার প্রদীপ হয়ে জ্বলে,
অনঙ্গ অঙ্গার তাপে
ঢলে পড়ে অন্ধকার মরণের কোলে ॥

১৭

কাম রূপ চায় আপন পূজায়
ষোড়শ ভোগের বলি।
নির্হেতু প্রেম নিঃশেষে দেয়
আপনারে অঞ্জলি ॥

১৮

দেহ হয় দিব্যধাম,
চেতনা মঙ্গল আলো,
প্রাণ আনত প্রণাম
নিরন্তর যখন অন্তরে
অমর অক্ষরে ফোটে
নাম, শুধু নাম ॥

১৯

নির্জন এ রাত্রির মন্দিরে
তোমার বন্দনা গান
করে গ্রহতারা,—
মিলুক তাহার সুরে
আমার প্রাণের
একতারা ॥

২০

তোমার অভাবে যত অশ্রু পড়ে গলে
ব্যথার আঁধার পাত্রে মণি হয়ে জ্বলে
বিদ্যুৎকিরণে তার
দেখা যায় মুখ অজানার ॥

২১

যেখানে পাওয়ার দাবী
ওঠে বারে বারে—
প্রেম থাকে সেইখানে
পরম কুণ্ঠায়
বাহির দুয়ারে ॥

২২

সত্যের আলোক যবে অসত্যের রাহু করে গ্রাস,
ঈর্ষা দ্বেষ ঘৃণা লোভ বাড়ে অবিশ্বাস,
অন্তরে ঘনায় গাঢ় অঘোর রাত্রির অন্ধকার—
কাপালিক কাল মহানিশার পূজায়
রক্তজবা, লক্ষবলি চায়—
শবভুক শিবা করে অমঙ্গল উল্লাসে চিৎকার,
লালা ঝরে প্রাণপায়ী তৃপ্তিহীন ডাকিনী জিহ্বার

২৩

ধৈর্যের মহিমা
অন্তরের ক্ষমা
পুণ্যরাশি হয়ে
সঞ্চয়ের অঙ্কে হয় জমা ॥

২৪

মায়ামূর্তি যত বড় হোক,
যত ছড়াক কুহক—
মুহূর্তে তাহারে করে গ্রাস
সত্যের আলোক ॥

২৫

বহুবর্ণে হোক আঁকা মধুর মিথ্যার রূপ
তবু মূল্যহীন,
মৃত্যু তার মায়া-মূর্তি গ্রাসে।
এক শুভ্র বর্ণে হোক আঁকা
সত্যের আলোক মূর্তি—
তবু মূল্যবান,
ঈশ্বর রহেন তার পাশে ॥

২৬

প্রেমে যবে হই যুক্ত
পরস্পর করি কোলাকুলি,
আশীর্বাদ করেন ঈশ্বর
স্নেহ-হাত তুলি।
ঈর্ষা ঘৃণা বিদ্বেষে যখন
পরস্পর করি হানাহানি,
কালি মাখি দেই গালাগালি—
শয়তান দাঁড়ায়ে দূরে দেয় করতালি ॥

২৭

সর্বদা যে গর্বে থাকে
উঁচু করে মাথা,
চরম লজ্জায় তার
করেন যে মাথা নত
আপনি বিধাতা ॥

২৮

আদর্শ চরম মূল্য চায়,
কালজয়ী তার মহিমায়
ধন্য হয় তখন জীবন—
সুখের পতঙ্গ করে
বারবার হীনমৃত্যু
নিঃশব্দে বরণ ॥

২৯

ঈশ্বরের আলো করে
অমঙ্গল অন্ধকার গ্রাস,
মাটির মায়ার ঘটে
জ্যোতির্ময় রূপে ফোটে
আত্মার প্রকাশ ॥

৩০

মায়ামেঘ সরে গেলে
চিত্তে হয় জ্ঞানের উদয়,
অদেখার চেনামুখ
দেখা দেয় উদার আলোয় ॥

৩১

উটের পিঠের কুঁজ
অভিমানী ধনীর আদর।
উদ্ধত দন্তের খোঁচা
তার মাঝে রহে নিরন্তর ॥

৩২

ঈশ্বরের আলো জ্বলে যখন অন্তরে,
সে আলোর নিমন্ত্রণে
স্বর্গ নামে এ মাটির ঘরে।
সেই আলো নিভে গেলে—
মায়ার ফুৎকারে
ব্যথা বিষন্নতা ভয়
অন্ধকার ঘোরে চারিধারে ॥

৩৩

অন্তরে যখন করে বাস
অহঙ্কার মদদর্পে
আদিম অসুর,
ঈশ্বর থাকেন বহুদূর ॥

৩৪

মৃত্যুর মতন রাত্রি রহে স্তব্ধ
বাহির দুয়ারে,
প্রদীপের ক্ষুদ্র এক আলো-শিখা
যত ভয় তারে ॥

৩৫

নিরঞ্জন নামের আলো
জ্বালো আপন প্রাণে,
পরমধন পাবে খুঁজে
ক্ষণিক সন্ধানে ॥

৩৬

শতদুঃখে সত্যের যে করে যায় স্তব,
সত্য তারে দেয় চির জয়ের গৌরব।

৩৭

দৈন্যভারে চিত্ত যবে
ধূলিসম হয় অবনত,
ঈশ্বর তাহার পাশে
পরম মঙ্গলরূপে
রহেন সতত ॥

৩৮

নিন্দুকের মন যেন কালিমাখা
আকাশ ঘোরালো,
জ্বলে না অমৃত-সূর্য সেইখানে
ঈশ্বরের আলো ॥

৩৯

সত্যের পতাকা হাতে
কল্যাণের পথে
যাত্রা হলে স্থরু,
অন্তরীক্ষে দেবতা বাজান—
জয়ের ডমরু ॥

৪০

কঠিন বন্ধন দিয়ে মায়া যত বাঁধে,
নিভৃত অন্তরে বসে মুক্তি তত কাঁদে ॥

নির্জন স্বাক্ষর

৪১

তোমার আমার মাঝে কাঁদে এক
সমুদ্রের সাধ,
সকল সুখের মাঝে তাই, পাই
দুঃখের আস্বাদ ॥

৪২

বাসনার মাটি ছেনে মানুষ হাজার
মায়া-মূর্তি গড়ে,
সেই মূর্তি জীর্ণ হয় কালের প্রহারে
ধূলো হয়ে ঝরে ॥

৪৩

বহুরূপে আপনারে রাখ তুমি ঢেকে,
রৌদ্র মেঘ ঘাস ফুল তুচ্ছ ধূলি-রেণু
অবিরল তাঁরি ছায়া-মায়া যায় এঁকে ॥

৪৪

প্রেমের অমৃতস্পর্শে দূর হয়
আত্মার অসুখ।
মায়ার অনলে পোড়ে অহরহ
সুখের নির্মোক ॥

৪৫

যারা ধন দিয়ে পেতে চায় মন
তারা থাকে দূরে,
সুউচ্চ প্রাচীরে ঘেরা আপনার
অভিমান পুরে ॥

৪৬

নক্ষত্রেরা ফিরে আসে
রাত্রির আঁধারে,
হারানো মুহূর্তগুলি
মণি হয়ে জ্বলে
স্মরণের পারে ॥

৪৭

অমোঘ সত্যের শক্তি —কালজয়ী তাহার প্রভাব,
সত্যের অনলে হয় শুদ্ধ মুক্ত সুন্দর স্বভাব।
মিথ্যার মন্ত্রণা যত নিরস্ত সে মানে পরাভব,
অনপেক্ষ সত্য কভু হারায় না শাশ্বত গৌরব ॥

৪৮

আকাশ মাখে না ধূলো-বালি তার গায়,
এরা ঠাঁই লভে তাই বিরাটের পায় ॥

৪৯

আপন অন্তরে যবে
পেতে রাখি কান,
নিঃসঙ্গের সুরে শুনি
অসীমের গান।
অসীমের পানে যবে
দৃষ্টি মেলে চাই,
তোমার মোহনরূপ
মর্মে নেয় ঠাঁই॥

৫০

অসীম আলোর তৃষ্ণা কাঁদে
মৃত্তিকার ঘটে,
মায়ার কঠিন পদতলে
মুক্তি মাথা কোটে॥

৫১

শিশুরা আনন্দে মেতে করে কলরব।
বিজ্ঞেরা স্বার্থের দ্বন্দ্বে করেন তাণ্ডব॥

৫২

নিদ্রামগ্ন থাকে যাহা
স্থষ্টির গভীরে,
আলোর মঙ্গলধ্বনি
ডেকে আনে তাঁরে
দিনের মন্দিরে ॥

৫৩

কোটিকল্প কেটে যায়
স্মৃতি সেতু রচে
বিরহ বিজনে,
বাঞ্ছিতের প্রতীক্ষায়
শান্ত ধ্যানাসনে ॥

৫৪

সরমে সংকোচে রবে সরে
ভয়ে রবে দূরে
তিনি নাহি চান,
ভালবেসে রবে কাছে কাছে
তিনি চান সখার সম্মান

৫৫

বিচারের আলো হাতে
যে চলে সংসারে,
হারায় না তার পথ
মায়া অন্ধকারে ॥

৫৬

অনিত্যের মোহ টুটে
যখন অন্তর পায় ছুটি,
একটি ধ্যানের মাঝে
অসীমের দিব্যরূপ
অমর আলোয় ওঠে ফুটি ॥

৫৭

সত্যের আলোক যদি রহে অনির্বাণ,
মানুষ ধূলায় তার হারায় না মান ॥

৫৮

নিরন্তর চাটুবাক্যে তোষামোদ
চাহে ধনবান,
তিনি চান—অভিমানশূন্য নম্র
একখানি প্রাণ ॥

৫৯

দুঃখেরে ধিক্কার দেই
বৃথা অশ্রুজলে,
কর্মফল সাথে সাথে
ছায়া হয়ে চলে ॥

৬০

সুখের স্ফুলিঙ্গ শিখা
নিভে পলে পলে,
বেদনা-বৈদূর্য মণি
অনির্বাণ জ্বলে—
মালা হয় দেবতার
নিভৃত পূজার ॥

৬১

অতন্দ্র যে অসীমের দিকে খুলে রাখে
মনের দুয়ার,
ঈশ্বরের আশীর্বাদ পৌঁছে তার কাছে
—আলোক আত্মার ॥

৬২

লতার গভীরে থাকে
যে রঙ ও রসের সঞ্চয়,
পুষ্প বহে তারি পরিচয়।
ছোট ছোট কাজ আর কথার ভিতর
আমরাও আপন অজ্ঞাতে
গোপন প্রাণের রাখি নির্ভুল স্বাক্ষর।

৬৩

মৃত্তিকার কোলে বাস
পুষ্ট প্রাণ তারি স্নেহরসে,
তারি মায়া থেকে তবু
মন মুক্তি খোঁজে
একা একা বসে।
অসীমের অন্তহীন রহস্য ও রস,
অবন্ধন মন তার বশ ॥

৬৪

বাহির ভুবন যবে করেছে ছলনা,
অন্তরে করেছো তুমি আনন্দ রচনা ॥

৬৫

দম্ভের চূড়ায় ঝরে
নষ্ট মৃত
সময়ের শোক।
উদার অন্তরে জ্বলে
ঈশ্বরের
অমৃত আলোক ॥

৬৬

অনন্ত নামের শক্তি একবিন্দু আলোকণা তার
নিঃশেষে মুছিয়া নেয় জীবনসিন্ধুর অন্ধকার ॥

৬৭

ইঁদুরের মত ধার
শ্রান্তিহীন তীক্ষ্ণ দাঁতে তার—
নির্মম সময় দ্রুত
শূন্য করে প্রাণের ভাঁড়ার ॥

৬৮

নির্বাণহীন নামের শিখা অমর আলোর মন্ত্র পড়ে,
সেই আলোকের অক্ষমালায় লক্ষ তারার দ্যুতি হরে,
আনন্দের বসায় হাট, ভয়কে বাঁধে অভয় ডোরে ॥

৬৯

তোমার সৃষ্টির যত খড়কুটো
ধূলোমুষ্টি কুড়াবার তরে
সারাক্ষণ যারা ব্যস্ত থাকে,
অস্বীকার করে শুধু তারাই তোমাকে ;
বিপুল সম্পদ রাশি যারা তৃণ সম
তুচ্ছ মনে করে
দূরে থাকে সরে—
তোমারে পরম মূল্যে তারা পেতে চায়
আপন অন্তরে ॥

৭০

শক্তিমদে অন্যেরে যে করে অসম্মান,
ধূলায় লুণ্ঠিত হয় তার গর্ব-মান ॥

৭১

মনের বাসায় ভাবের পাখির বাস,
তবু রহে মন তার কাছে অপ্রকাশ ॥

৭২

অনিত্য সুখের মোহে
সত্যেরে যে করে পরিহার,
সুখের ছলনা রচে তার তরে
দুঃখের দ্বিগুণ অন্ধকার ॥

৭৩

রূপে ও অরূপে তুমি
ব্যাপ্ত চরাচর,
অনাদৃত ঘাসে ফুলে
ফোটে তারি
অমর স্বাক্ষর ॥

৭৪

সৃষ্টি রচে অনলস
আলো-ছায়া তাঁর,
বহুরূপে মূর্তি নেয় মায়া—
সময়ের তাঁতে বোনে
গাঢ় অন্ধকার ॥

৭৫

যদি সখা বলে করি শুধু তোমারে স্মরণ,
আমার সকল ভার কর তুমি আনন্দে বরণ ॥

৭৬

মোহমুগ্ধ বাস করে মণ্ডুকের মত
কামনার কূপে।
প্রেম মহা-মুক্তিতীর্থে শাশ্বত গৌরবে
ফোটে শত রূপে ॥

৭৭

প্রবল হাতে ভাঙে যারা
পাঁজর পৃথিবীর,
মহাকাল তাদের হাড়ে
আবার গড়ে
আলোর মন্দির ॥

৭৮

উদ্ধত দৈত্যের মূর্তি
অহংকার ঘেরা অন্ধ মনে
ঘোরে অতি দম্ভভরে
মূঢ় আস্ফালনে ॥

৭৯

ঈশ্বরবিমুখ যারা
জানে শুধু ইন্দ্রিয় তর্পণ,
শয়তান তাদের মনে
পায় মুগ্ধ পূজার আসন ॥

৮০

ধূলিকণা সম লঘু
দীন হলে প্রাণ,
দেবতার পদস্পর্শ
দেয় তারে
গৌরব মহান্ ॥

৮১

আকাশকে ভাবি আমরা অনেক দূরে,
আকাশ আছে আমাদের ঘিরে।
ঈশ্বর আছেন অন্তরের গোপন পুরে,
আমরা তাঁকে খুঁজি বাহিরে ॥

৮২

নিঃশেষে বাসনা হলে শেষ
আনন্দ হৃদয়-পাত্রে
রহে অবশেষ ॥

৮৩

মায়ার রঙিন আলো
নিভে যায়
মুহূর্তের ঝড়ে,
সত্যের আলোক শুধু
শাশ্বত অভয়
জাগায় অন্তরে ॥

৮৪

নির্জনের ভাব-মূর্তি
খোলে স্তব্ধ মনের দুয়ার,
নিরঞ্জন রসলোকে
চিত্ত করে আনন্দ-বিহার ॥

৮৫

প্রেমে মুক্ত হয় প্রাণ,
সব ভেদ ঘোচে।
মায়া যত শক্ত করে বাঁধে
তত ভেদ রচে॥

৮৬

সত্য হলে জীবনের নিত্য পুরোহিত
অকল্যাণ দূরে যায় সরে,
আকাশে অলক্ষ্যে বাজে
মঙ্গল সঙ্গীত—
ঈশ্বরের আশীর্বাদ ঝরে॥

৮৭

মাটির মায়ার বাঁধ
গলে অশ্রুজলে।
অনাদি আত্মার তৃষ্ণা
প্রেম হয়ে ফলে॥

৮৮

সুলভ সম্পদ রচে
দুঃখের আঁধার।
কষ্টার্জিত ধন হয়
সম্পদ সেবার॥

৮৯

অকৃতজ্ঞ অতীতকে
করে অস্বীকার,
ইতস্তত করে শুধু
সুখের শিকার॥

৯০

মোহরাত্রি আনে যবে
অন্ধকার ভয়,
জ্ঞানের আলোক প্রাণে
জাগায় অভয়॥

৯১

বিস্তীর্ণ আকাশ জুড়ে
অপার শূন্যের অবকাশ,
মাটির পৃথিবী বাঁচে তাই
ফেলিয়া নিঃশ্বাস ॥

৯২

বাহিরের রূপগুণ নাহি চায়
প্রেমিকের মন,
আত্মার অমৃত-তীর্থে
শুধু চায় শাশ্বত শরণ ॥

৯৩

সুখ সে ছলনাময়, তার মাঝে আনন্দ কোথায় ?
আনন্দের অগ্নি জ্বলে সুগভীর দুঃখের গুহায় ॥

৯৪

প্রদীপের ক্ষুদ্র শিখা ব্যর্থ করে
অন্ধকার রাত্রির মন্ত্রণা,
প্রেমের অমৃত-স্পর্শে মুহূর্তে জুড়ায়
দুর্বিষহ জীবন-যন্ত্রণা ॥

৯৫

দেখা দেন কখন অজানা
লগ্ন নাহি জানা,
অতন্দ্র যে মঙ্গলপ্রদীপ জ্বেলে
রহে স্থির ধ্যানে,
সে পায় পরম প্রসাদ তাঁর
আশাবদ্ধ প্রাণে ॥

৯৬

দিনের আলোয় পড়ি
অনাদি সৃষ্টির অনুবাদ,
রাত্রির স্তব্ধতা দেয়
অনাবিল শান্তির প্রসাদ ॥

৯৭

দৃষ্টির যা অগোচর
তাই মিথ্যা নয়,
অদৃশ্য আনন্দ-ব্যথা
নিত্য পাই
তার পরিচয় ॥

৯৮

অলস মুহূর্তগুলি সময়ের জলে
অতি তুচ্ছ খড়কুটা সম ভেসে চলে।
কর্মের কল্যাণময় মুহূর্ত যেগুলি
গোপন অন্তরে তারা মণি হয়ে জ্বলে ॥

৯৯

মহতের ভাবভঙ্গি
ধার করা ধনে
খল স্থান করে নেয়
মূর্খদের মনে ॥

১০০

পথিক দিনের আলো
নিয়েছে বিদায়,
চাঁদ তার ছায়া নিয়ে
কী মায়া ছড়ায় ॥

নির্জন স্বাক্ষর

১০১

ত্ব'দিন যেতে না যেতে
সুখের ছলনা
মুছে যায় ত্বঃখের তিমিরে,
বেদনা মঙ্গল মূর্তি ধরে
অনাগত কালের মন্দিরে।

১০২

আলোর অনন্তরূপ পাতা ফুলে ঝরে,
মাটির স্নেহের মধু ফল বুকে ধরে—
সৃষ্টি তার নিত্য পূর্ণ নব রূপান্তরে।

১০৩

আমরা হারাই চিরমরণের
স্তব্ধ অন্ধকারে।
কীর্তির সঞ্চয়টুকু রহে শুধু
স্মরণের পারে॥

১০৪

অন্ধকার সমুদ্রের অধীর ক্রন্দন,
নিখিল আত্মার যেন চাহে জাগরণ॥

১০৫

মানুষ অমৃত চাহে
দেবতার কাছে,
শয়তানের মন্ত্রণা-প্রসাদ
অসুরেরা যাচে ॥

১০৬

অসীম ক্ষমায় গ্রহণ
করেছ আমারে,
আমি যেন শিখি অন্যে
ক্ষমা করিবারে ॥

১০৭

দেখা যায় যাহা
কতটুকু দেখি তার,
মন করে তাই
সন্ধান অজানার ॥

১০৮

পাপ বাসা বাঁধে যার মনে,
সে থাকে বিষণ্ণ ম্লান
অন্তরের নীরব দহনে ॥

১০৯

একা একা যত অশ্রু
নীরবে গোপনে
ফেলি তাঁর তরে,
আনন্দের মণি হয়ে
জ্বলে তা অন্তরে

১১০

আমরা অক্লান্ত চেষ্টায় গড়ি যদি
রঙ করা মাটির পুতুল,
এই নিয়ে কত গর্ব করি মনে মনে।
হেলাভরে খেলাছলে
বিধাতা করেন সৃষ্টি বিচিত্র বিপুল,
সৃষ্টির আড়ালে তিনি থাকেন গোপনে

১১১

মানুষ মাটির ক্ষুদ্র ঘরে করে বাস,
আকাশ তাহারে দেয় মুক্তির আশ্বাস॥

১১২

তোমার সৃষ্টির রথ
চলে অবহেলে,
পুরাতন কীর্তি যত
ভেঙে-ভেঙে ফেলে ॥

১১৩

অন্ধকারে ফেলে যেতে হয় যত
জীবনের ধন,
স্মরণের আলো শুধু মুছে নিতে
পারে না মরণ ॥

১১৪

শীত যবে জীর্ণ পাতা
খসায় যতনে,
বসন্ত তখন আসে
পুষ্পের সম্ভার নিয়ে
বনে উপবনে ॥

১১৫

উমার মতন ব্যথা
তপস্বিনী বেশে
আনন্দের মূর্তি গড়ে
ধ্যানাসনে বসে ॥

১১৬

ভোরের পাখীরা বলে,
জাগো ত্বরা করে,
ঈশ্বরের আশীর্বাদ
বর্ষে চরাচরে ॥

১১৭

মানব জীবন অন্তহীন
চলে দূর
কাল থেকে কালে,
বার বার জীবনকে
ফিরে পায়
মরণ পোহালে ॥

১১৮

দুরন্ত কালের ক্ষুধা
করে যত প্রাণরস পান,
মৃত্তিকা মায়ের স্নেহ
অফুরন্ত প্রাণ করে দান ॥

১১৯

আলো সরে গেলে হয়
ছায়ার মরণ,
ঈশ্বর বিমুখ হলে হয় ব্যর্থ
সমস্ত জীবন ॥

১২০

সত্য জ্বলে জ্যোতির্ময় রূপে
প্রাণের গভীরে,
দেখায় তা শান্তির নির্ভুল পথ
দুঃখের তিমিরে ॥

১২১

একা একা ছায়াচ্ছন্ন নির্জন প্রহরে
অতীতের কথা কাঁদে সঙ্গহীন ঘরে ॥

১২২

কর্মফল ছায়া সম পিছু পিছু ঘোরে,
এড়াইতে গেলে আরো শক্ত করে ধরে।
শুভকর্ম পথে চলে নিত্য যেই জন,
সৌভাগ্য তাহারে করে আনন্দে বরণ ॥

১২৩

ঈশ্বরের করুণার
আলো এককণা,
দূর করে সব ভয়,
মায়ার ছলনা ॥

১২৪

সেবার মঙ্গল মূর্তি
নারীর হৃদয়,
কর্মক্লান্ত পুরুষের
শান্তির আশ্রয় ॥

১২৫

প্রেম যেন পরিপূর্ণ আনন্দের ফল,
রমণীর জীবনের পরম সম্বল ॥

১২৬

করাল হিংসার পূজা
রক্তাক্ত প্রহরে,
দেবতা ব্যথায় হন ম্লান
আপন মন্দিরে।
অবলের আর্তনাদ শুনি
মহাভয়ে স্তব্ধ হয়
সৃষ্টির ধমনী,
অন্ধেরা উল্লাসে মাতে
করে জয়ধ্বনি ॥

১২৭

যৌবনের শুভশক্তি
দুঃখের সংগ্রামে
জীবনকে করে নিত্য জয়
যৌবনের মায়া রচে
নানা ছলনার ব্যূহ,
মানে তবু হীন পরাজয় ॥

নির্জন স্বাক্ষর

১২৮

রৌদ্রতাপে ফুল ফোটে
তরুর শাখায়,
বেদনার তাপ
মনের শাখায় ফুল
গোপনে ফোটায় ॥

১২৯

ফুল ঝরে রেখে যায়
বৃন্তে তার ফল,
মহৎ সর্বস্ব করে দান
রেখে যান
সকলের তরে
পরম সম্বল ॥

১৩০

রূপমুগ্ধ চায় শুধু অভিশপ্ত
দেহের বন্ধন,
প্রেম দেয় অমর আনন্দলোকে
মুক্তি চিরন্তন ॥

১৩১

মায়াময় মূর্তি নিয়ে
আসে মনসিজ,
গোপনে ছড়ায় ভরা
মরণের বীজ ॥

১৩২

মায়ার বন্ধন হয়
মৃত্যুর কারণ,
অমর আনন্দলোকে
মুক্তি দেয়
সত্যের বন্ধন ॥

১৩৩

অসীম আকাশ বহে
অনন্তের ক্ষুদ্র পরিচয়,
অনন্তের আনন্দের
লীলাভূমি ভক্তের হৃদয় ॥

১৩৪

যখন অন্তর থাকে
তোমার সকাশে,
পূর্ণ থাকে তুরীয় হর্ষের ছন্দে
আলোকে আশ্বাসে।
আরবার যখন অন্তর মজে
মায়ার সংসারে—
নিরানন্দ অন্ধকার ভয়
ঘোরে চারধারে॥

১৩৫

ঈশ্বরের আলো
গোপন অন্তরে রহি
জাগায় অভয়।
অনিশ্চিত অদৃষ্টের
অন্ধকার ভয়,
দুঃখের কুটিল ভ্রূকুটি
বারবার মানে পরাজয়॥

১৩৬

মোহময় মূঢ় অন্ধকারে
ঢাকা থাকে আনন্দের মুখ,
চঞ্চল সুখের মরীচিকা
নিয়ত পোড়ায় শুধু বুক ॥

১৩৭

নারী করে সমর্পণ
একখানি সুন্দর হৃদয়,
পুরুষ তাহারে দেয়
আনন্দের উজ্জ্বল আশ্রয় ॥

১৩৮

মুক্তমনে বাসি যবে ভালো,
আপন অন্তরে জ্বলে অপূর্বের আলো-
সে আলোয় করি পুণ্যস্নান,
তোমার প্রসাদ পেয়ে ধন্য হয় প্রাণ ॥

১৩৯

মাটির বন্ধন টুটে মুক্তি পেলে মন,
অনন্তের সাথে ঘটে অচ্ছেদ্য বন্ধন ॥

১৭০

আনন্দের উজ্জ্বল মুহূর্ত নয়—
ক্ষণিক স্বপন,
স্মৃতি তার থেকে যায়
সমস্ত জীবন ॥

১৭১

চিত্ত যার সত্যে অবিচল,
নিয়ত শ্রদ্ধায় অবনত,
উজ্জ্বল জ্ঞানের আলো
অজ্ঞান আঁধার
সর্বদুঃখ ভয় তার করে অপগত ।

১৭২

রৌদ্র ফুল মেঘ পাখি
কত আলো প্রাণ
সৃষ্টি কর নিরন্তর
আপন আনন্দে তুমি,—
তোমার আনন্দে সখা,
পূর্ণ হয় আমার অন্তর ॥

১৪৩

নিঃসঙ্গ বিরলে যবে খুঁজি আপনারে
আপন অন্তরে,
আমার আত্মার আলো
ফুলে-ফলে তৃণে-পত্রে
ব্যাপ্ত হয় সর্ব চরাচরে।
প্রেমের পূজায় মোর পূর্ণ হয়
তোমার অশেষ আয়োজন,
আমি ধন্য হই,
বহুরূপে তুমি হও প্রসন্ন তখন॥

১৪৪

দেহরথে হলে অন্ধ ছয়জন
ইন্দ্রিয় সারথি,
স্তব্ধ হয় তার অগ্রগতি।
একজন রহেন যখন রথরশ্মি ধরে
পৌঁছে সে অচিরে
উজ্জ্বল সিদ্ধির মন্দিরে॥

১৪৫

এক হাতে গড় তুমি
ভাঙ অন্য হাতে,
তোমার সৃষ্টির সাথে
প্রতিদিন ঘটে তাই
নব পরিচয়,
জাগায় তা অক্লান্ত বিস্ময় ॥

১৪৬

আত্মার উজ্জ্বল সম্ভার রহে চিরদিন
প্রেম, আলো, গান।
কালের প্রহারে হয় জীর্ণ, ভঙ্গ মাটির শরীর-
চিতাভস্মে তার অবসান ॥

১৪৭

তোমারে স্মরণ করে
দুঃখের রজনী হই পার,
তোমার নামের মাঝে
পূর্ণশক্তি রয়েছে তোমার ॥

১৪৮

প্রবলের অত্যাচার
যখন লঙ্ঘন করে
আপন সীমার অধিকার,
বিধাতার রুদ্ররোষ
মৃত্যুরূপে করে তার
আস্ফালন সমূলে সংহার।

১৪৯

প্রতিদান নাহি চাহে
শুধু দিয়ে যায়
গোপনে নীরবে,
সেইখানে পূর্ণ হয় প্রেম
পাওয়ার পরম গৌরবে॥

১৫০

মিলনে আড়াল রচে
ছলনা মায়ার—
বিরহ বিচিত্ররূপে
প্রিয়সঙ্গ করে অঙ্গীকার

১৫১

দীনতার পাত্র ভরে
অহেতুক আনন্দ-প্রসাদ,
অবনত নম্র শিরে
ঈশ্বর রাখেন আশীর্বাদ ॥

১৫২

কালের পাথরে ভাঙে
উদ্ধতের মাথা,
ধূলায় লুণ্ঠিত তার
অহংকার স্তূপে—
মৃত্যুর মন্দির হয় গাঁথা ॥

১৫৩

নীরব গোপনে যিনি
দান করে যান,
সে দানের মূল্য নিজে
দেন ভগবান ॥

১৫৪

বেদনার তাপ জ্বালে
আলোকের শিখা,
তমসার ভালে আঁকে
আনন্দের টীকা ॥

১৫৫

আয়ু জীবনের তেল
অস্তিত্বের পরম আশ্রয়,
দেহ দীপাধার—
অনির্বাণ অমর আত্মার ॥

১৫৬

অসীম আকাঙ্ক্ষা যত মূর্তি নেয় রূপে,
মৃত্যু তারে করে গ্রাস অতি চুপে চুপে-
হারায় না বিশ্ব তাই অন্ধকার কূপে ॥

১৫৭

যদি মায়ামূলে বদ্ধ থাকে
শাস্ত্র-কথার সোনায় ভরা না,
নড়বে না এক পা।
বাওয়া হবে সকাল-সন্ধ্যা তার
বৃথা নামের দাঁড় ॥

১৫৮

দেখা-অদেখার মাঝে
বহু ভাব, অনুভব
অবিরল কাজ করে যায়,
জীবনের সব শূন্য ভরে রাখ—
তুমি পূর্ণ, চির পূর্ণতায় ॥

১৫৯

আকাশে চায় মুক্তি ভাবের পাখি
পায় না পরিত্রাণ,
মায়া-সুতোয় মাটির ঘরে
বাঁধা অমর প্রাণ ॥

১৬০

মাটির ভাঙা ঘরে আছে
চিরকালের ধন,
নামের বাতি জ্বললে পরে
খুঁজে পায় তা মন ॥

১৬১

পঞ্চভূতের পিঞ্জরেতে
বদ্ধ এই প্রাণ,
মৃত্যু হানে পঞ্চশরের
অমোঘ সন্ধান ॥

১৬২

মরলে পরে মন খুঁজে পায়
আপন ঠিকানা,
অজানারে জানলে হয়
সব তত্ত্ব জানা ॥

১৬৩

সুখ-দুঃখ মান-অপমান
সমস্তই বিধাতার দান,
শান্ত মনে করে যে গ্রহণ—
পরম পাওয়ায় হয়
পূর্ণ তার প্রাণ ॥

১৬৪

পাপী বলে যারে তুমি
করো পরিহাস—
সেই পাপ,
তোমারে করিবে জেনো
একদিন গ্রাস ॥

১৬৫

নিজেরে যে ছোটো দেখে
অন্যে বড় ভাবে,
ঈশ্বর প্রসন্ন হন
তাহার স্বভাবে ॥

১৬৬

অন্ধ অহংকারে বৃথা দুঃখ দাও কারে ?
সেই দুঃখ শতগুণ দহিবে তোমারে ॥

১৬৭

ধনজনমানশূন্য
জীবনের পিছে
ঘোরে ক্রূর শনি,
সব শূন্য নয় দুঃখময়—
শূন্যমন আলো করে
রহেন নিয়ত
ঈশ্বর আপনি ॥

আহিতাগ্নি

আহিতাগ্নি

১

বিরাট বস্তুর ভার
ঝেড়ে ফেলে কাল,
রসময় কথাকলি
যত্নে রাখে তুলে
কালের রাখাল ॥

২

দেহ মন মায়াভুক্
চায় শুধু ক্ষণ-সুখ,
ইন্দ্রিয় তাড়নায়
খোঁড়ে মোহ গর্ত
আপনার সত্তায় ॥

৩

সুখের খাটে শুয়ে তাঁর
প্রসাদ যাচে যারা,
উদয়-সূর্য খোঁজে রাতে—
দিনে সন্ধ্যাতারা ॥

৪

কৃতঘ্ন,—কলির ভৃত্য কৃষ্ণবর্ণ ভয়ংকর রূপ
পাপের প্রাচীরে ঘেরা তার বাসধাম,
সে অভাগা উঞ্ছবৃত্তি সম অবিরত
কুড়ায় একাকী ভোগ্য—ঘৃণা যার নাম॥

৫

মিথ্যার মহিষ-মূর্তি
যত বেশী শৃঙ্গাঘাত করে
আপন জয়ের তরে—
ধূম্রধূলিজালে ঢাকে
তত আপনাকে।
সত্য শান্ত দৃঢ় হাতে
আপন মঙ্গল মূর্তি
অন্য মনে আঁকে॥

৬

ছোটো ছোটো সুখে বোনা জালে দিলে ধরা,
মেলে না মুক্তির স্বাদ আলোক অধরা॥

৭

শকুন-হৃদয় রাঙামাটি দেহে
ভোগের ভাগাড় খোঁজে,
কাম জপে কাল মারণ-মন্ত্র,
শিবা মাতে প্রেতভোজে ॥৮

৮

ভোগ চায় মেদ অমেধ্য সুরা
আপন পূজার বলি,
অতৃপ্ত-ক্ষুধা লোল রসনায়
প্রাণরস অঞ্জলি,
উল্কা পুচ্ছে মরে বলিভুক্,
গৃহে নিভে দীপাবলি ॥

৯

বিদ্যা রূপ ধন মানে
প্রেম নাহি মিলে,
প্রেম হয় আপনার
আপনারে দিলে ॥

১০

রাক্ষস করে সীতা হরণের উল্লাসে কলরব। .
কালনেমি করে কুটিল হাস্যে স্বর্ণলংকা ভাগ,
রাম-ধনুকের টংকারে মাতে মৃত্যুর উৎসব।
নন্দীরা নাচে, নাশে দুর্মতি দক্ষের মহাযাগ,
শব সতী নিয়ে রুদ্র করেন সংহার তাণ্ডব।
শঠের সাঙাতে গৃহে কি সমাজে
—নারী যেথা লাঞ্ছিতা,
সেইখানে রচে ক্ষমাহীন কাল সর্বনাশের চিতা॥

১১

প্রবল হলে দুষ্ট রাবণ
মারেন তারে রাম,
রিপু যখন প্রবল হয়
হারেন প্রাণারাম,
আখেরে দেয় নিত্যজয়
কেবল তাঁর নাম॥

১২

লোভে হয় দেহ শীর্ণ
রোগের মন্দির,
মবণের ছায়া নেয়
মূর্তি পূজারীর ॥

১৩

রতি করে কেলি ছিন্নমস্তা
আশার অন্ধকারে,
ডাকিনী মায়ায় পান কবে প্রাণ
মৃত্যুর ভৃঙ্গারে ॥

১৪

অহংকারস্ফীত আমি যত বড় হোক
মুহূর্তে তা মুছে নেয় মৃত্যুর তিমির,
মহতের ক্ষুদ্র আমি যুগান্তের পথে
অমর আলোয় জ্বলে, রহে চিরস্থির

১৫

যখন অবাধে চলে ছয়জন
বামমার্গে বল্‌গাহীন রথে,
সুখের কাঁটায় ছিঁড়ে দেহ,
আত্মা ঢাকে মলিন ধূলোতে ॥

১৬

বাসনার অন্ধকার
সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী নারী।
অভিনব সৃষ্টিমুদ্রা
বক্ষে তার, হাতে মৃত্যুবারি ॥

১৭

বিদ্যা আছে, ধন আছে,
নেই ধর্মভয়,
সদর্পে ঘোরেন যেন
ব্যাঘ্র মহাশয় ॥

১৮

এখানে প্রেম শুধু প্রেমের ছল।
কেউ বাঁধা সোনার শিকলে,
কেউ মানে সমাজ-বন্ধন
অমোঘ ভাগ্যলিপি বলে।

মন নেই তবু ক্লান্ত মনে
ঘর করে যায় এক সঙ্গে।
কারো মন মুগ্ধ রূপের রাগরঙ্গে।
কেউ হয় সৌভাগ্যের অংশীদার।
কেউ পরে প্রিয়জনের যশের অলঙ্কার-
সমাজের উচ্চ-মঞ্চে ঘুরে বেড়ায়,
মেঘচুম্বী দম্ভের চূড়ায় বসে
—সুখের রোদ পোহায়।
কেউ বাঁধা কঠিন নীতির নিগড়ে,
ভোগের মাছি ওড়ে গোপন প্রাণে,
ঘর হয় পর, পর হয় আপন,
মন বাঁধা থাকে অন্যখানে—

নিরুক্ত

মনের চেহারা কেউ দেখে না,
ঘরে রাখে মায়া-আলো জ্বেলে।
সর দুধে থৈ-থৈ সংসারে
অভাবের ছায়া গাঢ় হয়ে এলে,
—সুখের দিন ম্লান হলে,
কারো প্রেমের নদীতে পড়ে চর,
ঘরের মানুষ, ঘর হয় পর।
প্রেমের হাটে বেচা-কেনায়
যদি থাকে লাভের আশা,
মন খুঁজে নেয় নতুন বাসা,
অতীত হয় কালি মোছা
বিস্মৃত অন্ধকার পাতা,
তবু সংসারীর কাছে ভালোবাসা
যেন দরিদ্রের ছেঁড়া কাঁথা,
এই দিয়ে সুখের শয্যা পাতে,
গায়ে জড়ায় দুঃখের রাতে॥

১৯

অকাম কণ্টক-পথে প্রেম চলে একা,
অনন্ত দোসর তার আনন্দ অদেখা ॥

২০

সুখ দুঃখ জীবনের ভাঙে দুই তীর,
জ্ঞান পূর্ণ করে সব শূন্যতা ক্ষতির ॥

২১

পঞ্চভূতেব বেগাব খাটে, খায় ছ'জনের মার,
দুঃখ খোলে তাদের ঘরে নতুন নতুন দ্বার ॥

২২

গোপন প্রাণের সোনার কপাট খুলে
দেখা দেন যবে প্রজ্ঞা আলোর উষা,
মোহঘুম টুটে মানসমুকুল ফোটে,
অন্তরে জাগে অমৃত আলোর ভাষা ॥

২৩

অনলস কর্মের কুঞ্চিকা খোলে
সৌভাগ্যের সোনার কপাট—
শূন্যগর্ভ বাক্য শুধু গড়ে তোলে
অবাঞ্ছিত অকাজেব হাট ॥

২৪

সোনারূপার রাশি তুলে দাও
প্রসারিত প্রার্থীর হাতে,
ঈশ্বরের পূজার বেদীতলে রেখে এসো।
সোনা গলে গলে সোনার প্রহর জাগুক—
শান্তির বাণীমন্ত্র পাঠ করুক বহু লোক।
সোনারূপা দয়ার তাপে গলে হোক
শুভইচ্ছার প্রদীপ, জ্বলুক অনির্বাণ—
অন্ধকার থেকে আলোকে, যন্ত্রণা থেকে
শান্তির রাজধানীতে পৌঁছুক লক্ষ লক্ষ প্রাণ।
চারদিকের বস্তুপুঞ্জের পাহাড় সরিয়ে ফেল,
ঈশ্বরের আলো এসে পৌঁছুক তোমার ঘরে।
সোনারূপার ভারে, তার ভাবনার অন্ধকারে,
অপ্রয়োজনের আবর্জনায় কেন ঢাকা থাকবে ?

সোনারূপাকে দেশের মাটিতে ছড়িয়ে দাও,
সোনার ফসল ফলবে, দশের মুখে ফুটবে হাসি–
ঘরে ঘরে উজ্জ্বল উৎসবের ফুল। বীজরাশি
চাষী ছড়িয়ে দেয় মাঠে মাঠে—সোনা ফলে,
কোটি কর্মীহাত সোনার ফসল তোলে গোলায়।
সোনা ছড়িয়ে দাও কল্যাণ কর্মে, বন্ধুর সেবায়।
আত্মার অন্নজল, অনন্তের প্রসাদ পাবে আত্মায়

২৫

সত্য প্রাণলোকে
দিব্য-শিখা জ্বালে,
মৃত্যু ঢাকে মুখ—
প্রজ্ঞা দ্বার খোলে।
মর্ত্য মায়া ঘরে
স্বর্গ-আলো ফোটে,
মূর্তি নেন ভূমা
শুদ্ধ ভাবপটে॥

২৬

সূর্যদীপ্ত রথে সত্য
বহে আনে জয়,
সংযম জাগায় বীর্য,
অন্তরে অভয়॥

২৭

দেহ মায়ামঞ্চে খোঁজে
সুখ-স্বর্গ মোহমুগ্ধ প্রাণ,
মৃত্যু যার ভিত্তিমূলে,
কুণ্ডলিনী সর্পমুখে
সুধা করে পান ॥

২৮

মন যত ঘোরে ঢাকে তারে তত
ছায়া-মায়া অজানার,
স্থির হলে ঘুচে সকল আড়াল
দেখা আর অদেখার ॥

২৯

মৃত্যু সবার কাছে যায়
বেলায় অবেলায়,
শুধু যোগীর কাছে যায়
তাঁর অনুজ্ঞায় ॥

৩০

প্রেমের অমৃত-শ্লোক রক্তে হয় লিখা,
নিন্দা তার পূর্ণ করে শূন্য পাদটীকা ॥

৩১

বয়সের সব ফুলফল
চোরের মতন
চুপে চুপে
দুই হাতে ধূর্তকাল
ফেলে তার
অন্ধকার কূপে ॥

৩২

ধর্মহীন ধনে শুধু পুষ্ট হয় পাপ,
বিনয়বর্জিত বিদ্যা দেয় তীব্র তাপ ॥

৩৩

পর্বতের মত হলে নিশ্চল নির্ভর,
ঈশ্বর করেন পাত্র পূর্ণ নিরন্তর ॥

৩৪

বিশ্বাস বিহীন মন যেন ছিন্নমূল,
রসহীন কীটদষ্ট বৃক্ষ সমতুল ॥

৩৫

ছিন্ন হলে আশালতা মায়াতরু মূল,
অলখ শাখায় তার ফোটে চারুফুল ॥

৩৬

দেহের দেয়ালে ঘিরে আছে যার মন,
দেহের আগুন তারে পোড়ে সারাক্ষণ ॥

৩৭

আনন্দের ছন্দে গাঁথা
অনন্ত ভুবন।
মায়া রচে অবিরল
ছায়া আবরণ,—
অন্তরালে ঘোরে দুঃখ
অনিদ্র মরণ ॥

৩৮

আলোকিত মন সূর্যের মতন,
দেশে দেশে তার তরে রহে নিমন্ত্রণ ॥

৩৯

অসত্যের পথে ঘোরে অসরল মন,
অঙ্গে মাখে পূতিগন্ধ পাপ নিষ্ঠীবন ॥

৪০

দৈন্য দয়া সত্য হলে আত্মার ভূষণ,
ঈশ্বর তাহার দায় করেন বহন ॥

৪১

অসত্যের অন্ধকারে ভয় ভ্রম পাশাপাশি ভ্রমে দুই জন।
সুযোগসন্ধানী করে পাপের উচ্ছিষ্ট বাসী প্রসাদ ভোজন ॥

৪২

প্রভু বলে করি যবে পূজা
পাই দয়া তাঁর,
প্রিয় ভেবে প্রাণে দিলে ঠাঁই
নেন সব ভার ॥

৪৩

রসের ভ্রমর করে পুষ্পমধু পান,
কাক ঘৃণ্য আস্তাকুঁড়ে খোঁজে অন্নপান ॥

৪৪

এক লক্ষ্যে জয় হয়
আনন্দের সব দিগ্‌দেশ।
বহু লক্ষ্যে দুঃখ দহে
নিরন্তর ধরে নানা বেশ॥

৪৫

আশার প্রাসাদ গড়ে তোলে
কর্ম কঠিন হাতে।
গুড়িয়ে পড়ে গাঁথুনি তার
সুখের পদপাতে॥

৪৬

বস্তুপুঞ্জে বাড়ে দুঃখ, বৃথা অহংকার।
আনন্দ অমেয় অনুভব—ঐশ্বর্য আত্মার॥

৪৭

দেবতার পূজা হয়
শুদ্ধ মুক্ত মনে।
প্রেম নয়, ভক্তি নয়,
ভোগী মজে ধনে॥

৪৮

ধন পেলে মন করে নানা রঙ্গ-মজা,
মায়ামহলের হয় দাস কর্তাভজা ॥

৪৯

চোখ যারে দেখে
মন তারে নাহি পায়,
মন কাঁদে তাই
অজানার বেদনায় ॥

৫০

বিদ্যুৎ আলোক তাঁর দেয় দিব্যজ্ঞান,
প্রেমের প্রসাদ-কণা পূর্ণ করে প্রাণ।

৫১

অকর্মা আপন মনে
স্বর্গরাজ্য গড়ে,
দুঃখের বিপন্ন প্রজা
সেইখানে ঘোরে ॥

৫২

সর্বদা যে ধরিত্রীর
মত শান্ত বহে,
দুঃখ তার দ্বারে এসে
দুঃখভার বহে ॥

৫৩

যেখানে চঞ্চল মীন হংস সনে করে কেলি
গঙ্গা-যমুনায়,
সে ঘাটে ঈশান মাঝি ভরাপালে সারাবেলা
খেয়াতরী বায়।
অনিন্দ্য আনন্দ-পথে পোঁছে প্রাণ আজ্ঞাচক্রে
মুক্তি মোহনায় ॥

৫৪

প্রেমের অমৃতদীপ
জ্বলে যদি মনে,
সে গৃহে কল্যাণ রহে
স্থির ধ্যানাসনে ॥

৫৫

বাসনার ধূম্র অন্ধকারে
মন পড়ে ঢাকা,
অন্ধবেগে ঘোরে দ্রুত
বিনাশের চাকা॥

৫৬

প্রেমের বেদনা
অমর মূর্তি আঁকে,
কাল রেখে যায়
পদতলে তার
যৌতুক আপনাকে॥

৫৭

বাসনার ছায়া-মূর্তি খোঁড়ে অবিশ্বাস,
দুঃখময় অন্ধকার কূপ।
নিঃশেষে বাসনা মুছে গেলে ফোটে স্থির
বিশ্বাসের রূপ—অপরূপ॥

৫৮

খল চলে ছলনার
মায়াদীপ হাতে,
মহাদুঃখ ছায়া হয়ে
ঘোরে তার সাথে ॥

৫৯

মায়া আঁকে নানা ছবি
রঙিন পেন্সিলে,
কাল তার কালো হাতে
সব মুছে ফেলে ॥

৬০

ঈশ্বরের আলো-নেভা
অন্ধকার মনে—
বাসনার জালে পাপ
নিজ বাসা বোনে।

আহিতাগ্নি

৬১

প্রেমহীন সেবা দেয় যন্ত্রণা কেবল,
পুষ্পহীন বৃন্ত যেন কণ্টক সম্বল ॥

৬২

উদ্ধত আপন ঢাক বাজায় সরবে,
মহৎ থাকেন সেথা লজ্জায় নীরবে ॥

৬৩

প্রেম আর কাম—
যেন রাত্রি আর দিন,
প্রেম প্রাণসূর্য—
কাম মৃত্যু ক্ষমাহীন ॥

৬৪

আপন কর্মের বড়াই
আপনার মুখে,
ঈশ্বর তা দূর থেকে
শোনেন কৌতুকে ॥

৬৫

দেহ মেজে ঘষে যার দিন কেটে যায়,
সে শুধু চিতার ভোগ্য নৈবেদ্য সাজায়॥

৬৬

মায়া করে ব্যস্ত হাতে বস্তুপুঞ্জ জড়ো,
মৃত্যুপদভরে কাঁপে ভিত্তি থরো-থরো॥

৬৭

দেখায় অবাধ্য মন
পাতালের পথ,
অনুগত লঙ্ঘে বাধা-
সুমেরু পর্বত॥

৬৮

ঈশ্বর-আলোর পথে যে তরণী চলে,
আনন্দপুলিনে তাহা পৌঁছে অবহেলে।

৬৯

আদরের দর আজ টাকা গুণে গুণে,
পেঁচকের বোঁচা গলে মালা দেয় কনে॥

৭০

অবিরল অন্ধকারে ক্রূর মৃত্যু
সব কিছু ঢাকে,
সেবার মঙ্গলদীপ শুধু জ্বলে
অমর আলোকে ॥

৭১

দিন চলে চিরদিন ঊষার রক্তিম টীপ
নিয়ে তার ভালে,
কথা চলে উজ্জ্বল সত্যের হাত ধরে
কাল থেকে কালে ॥

৭২

ছোটো করে অন্যে আঁকে,
সুকৌশলে বিলায় যে
মিথ্যার সন্দেশ—
দুঃখ-বিষ তার পাত্রে
রহে অবশেষ ॥

৭৩

রুদ্ধ প্রাণমূলে
অনাদিসূর্য।
মুক্তি দেয় তারে
মন্ত্রতূর্য,
পেঁীছে দ্বার ভেঙে
সপ্তশতদলে,
মৃত্যু দূরে রহে—
দুঃখ পদতলে॥

৭৪

সবুরের বৃক্ষে শুধু ফলে স্বাদু ফল,
কচি কুঁড়ি ভাঙে বৃথা অস্থির চঞ্চল॥

৭৫

পুণ্যলোভে সেবা শুধু
পায় শূন্য ফল,
অহেতু প্রেমের সেবা
বহে আনে
পরম সম্বল॥

৭৬

ধৈর্যের পাথরে হয় গড়া
সুবিপুল শান্তির প্রাসাদ,
কক্ষে কক্ষে রহে তার পাত্রপূর্ণ
মৈত্রী প্রেম আনন্দ প্রসাদ

৭৭

বাহিরে বাহার আর অন্তরে গরল,
সাপ হতে ভয়ংকর সেই ধূর্ত খল ॥

৭৮

ভিক্ষুকের ঝুলি ভরে ঘুরে দ্বারে দ্বারে,
অস্থির মনের দৈন্য দিনে দিনে বাড়ে ॥

৭৯

ভোগরসে ধন জন মান
বাড়ে মায়াতরু,
বাস করে ছায়াতলে তার
অধর্মের কুরু ॥ *

* হিংসা, মিথ্যা, আলস্য, ছলনা, দম্ভ, অভিমান, বিলাস, দ্যূতক্রীড়া, প্রভৃতি।

৮০

অতৃপ্ত ভোগের পাত্র পূর্ণ করে দিলে
বিশেষণবিভূষিত তুমি বটে দাতা।
কোনো দিন ক্ষুদ্রতম দাবী ক্ষুণ্ন হলে
নিন্দার কালিতে মোছে অতীতের পাতা॥

৮১

আত্মার আলোক-তৃষ্ণা খোলে মুক্তিদ্বার।
জীর্ণ জড় করে প্রাণ লালসা জিহ্বার॥

৮২

গৌরবের উচ্চাসনে
গর্বভরে রহে দিনরাত,
নাগাল পায় না তারে
ঈশ্বরের সুমঙ্গল হাত॥

৮৩

পঞ্চভূতের গড়া ঘরে
মন করে যার বাস,
শক্ত ডোরে মায়া তারে
পরায় মরণ-ফাঁস॥

৮৪

অর্বাচীন অহংকারে
যে করে হুংকার,
আপ্তবাক্যে ছড়ায় যে কাদা –
রাজপথে গর্জে যেন
রজকের গাধা ॥

৮৫

ভোগীর উপদেশ বিকায় না হাটে,
যোগীর কথায় মনের ময়লা কাটে ॥

৮৬

বাসনার বাসা ছাড়া মন,
তার নেই যন্ত্রণার
ক্ষত ও ক্ষরণ ॥

৮৭

চাটুচর্যা ধনপুষ্ট বাবুদের
পৃষ্ঠে চড়ে ঘোরে,
উচ্ছিষ্ট মুখের মধু ঢেলে যায়
দুই কর্ণ ভরে ॥

৮৮

বহু বিষয়ের পুঞ্জ
পর্বতের মত,
সে আড়ালে জ্ঞানসূর্য্য
হয় অস্তমিত ॥

৮৯

দুই মুখ যার
সাপ কিংবা—
পাপ নাম তার ॥

৯০

মায়ারূপ রচে মোহ,
ঢাকে সে আলোক।
অরূপের আলো রচে
আনন্দের শ্লোক ॥

৯১

গোপন প্রেমের পূজা
আঁধারের করপুটে চাঁদের মতন,
ভেসে চলে ভাবনার মেঘে,
আনন্দের ছায়া-মায়া রচে অগণন

৯২

আঁধারের বৃন্তে ফোটে
সূর্য-শতদল,
শান্তি আনে অগ্নিময়
তপস্যার ফল ॥

৯৩

আনন্দভ্রমর ফেরে রসের পাড়ায়,
নিন্দার মাছিরা বসে যত পচা ঘায় ॥

৯৪

সুখের জাঁতাকলে সদা হতেছে পেষা মন,
কঠিন দিনের দাহে ঝরে স্বপ্ন অগণন।
তবু, লোভের তাড়ায় নেশায় মাতে—
পঞ্চভূতের মঞ্চারোহী হৃদয়-দুঃশাসন ॥

৯৫

মোহমেঘের কৃষ্ণমহিষ গুলি
শাণিত সত্য-খড়্গের হয় বলি,—
শিবা পায় ভুখা ভোগের খাদ্য,
দেবী পান পূজা রক্তের অঞ্জলি

৯৬

সত্যের আলোয় নিত্য
ধৌত যে অন্তর,
সেই দিব্যধামে বাস
করেন ঈশ্বর ॥

৯৭

যে খোঁজে আশ্রয়সুখ
আনন্দ আরাম,
সিদ্ধি তারে করে বহুরঙ্গ—
ব্যঙ্গ অবিরাম ॥

৯৮

চিত্ত যার রত হয় সত্যের পূজায়,
পূর্ণ হয় পাত্র তার আনন্দসুধায় ॥

৯৯

পুণ্য আলো শুদ্ধ রতি ভক্তির ধারায়,
ফোটে দিব্য রসকলি ভাবলতিকায় ॥

১০০

বাসনা সুখের রোদ যত মাখে গায়,
অন্তর ততই দহে দুরন্ত তৃষ্ণায় ॥

১০১

মাঘরাতে শীতে ভেজা
দরিদ্রের কাঁথার মতন
জড়ায় আপন গায়ে
চেষ্টাহীন অলস জীবন ॥

১০২

ত্যাগের প্রদীপ জ্বেলে শুদ্ধশান্ত প্রেম
বাসনার অন্ধকার পাড়ি দিয়ে চলে।
দুঃখ তার তেল, সে যে রহে অনির্বাণ
অমলিন বিবেকের শান্ত করতলে ॥

১০৩

নিপুণ সেবায় নারী
শান্তি আঁকে পুরুষের মনে।
প্রতিদান নাহি চায়,
ঋণী হয় প্রসন্ন গ্রহণে ॥

১০৪

উড়কি ধানের মুড়কি কৃপা নয়,
চাইলে পর মিলবে মুঠোয় মুঠোয়।
কঠিন মূল্যে মেলে কৃপার দান,
কর্মযজ্ঞে পণ করে মন প্রাণ॥

১০৫

শৌখিন মায়ায় বাঁধা মন
প্রেমের ভুবন থেকে রহে বহুদূরে।
দেহের দেয়ালে ঘেরা এক
ক্ষমাহীন ছলনার অন্ধকারপুরে॥

১০৬

মায়া-রঙ ঢাকা
কামনায় গড়া বাসা,
কাল জিনে নেয়,
খেলে মরণের পাশা॥

১০৭

মায়া-আলো নিভে গেলে মরে দুঃখ-ছায়া,
সর্বব্যাপী ফোটে এক আনন্দের কায়া॥

১০৮

শ্রদ্ধা হতে জ্ঞান হয়,
দান হতে ধন,
পরাজ্ঞানে সরলতা
শুদ্ধ মুক্ত মন
সর্ব দুঃখ হরে— পাপ
অমঙ্গল ছায়া।
দেহী ধরে দিব্যরূপ,
দেহ দেবকায়া॥

১০৯

ইতিহাসের অনেক পাতা মোছে
অন্ধকারের তলে,
সত্য কথার দীপটি স্থির জ্বলে
কালের করতলে॥

১১০

অশ্রুজলে যত ডাক, দিন নাহি ফিরে
দিন বেঁচে রয় শুভ কর্মের মন্দিরে॥

১১১

উল্লাসে দু'জন রঙ্গভরে
বাজায় যে কামনার বীণা,
ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজালে
বাঁধা পড়ে মন মোহলীনা ॥

১১২

পুরুষ তপস্যা দিয়ে
আপনার ভাগ্য করে জয়,
নারী লভে তার ফল
সঁপে দিয়ে আপন হৃদয় ॥

১১৩

প্রেম আর সেবা হলে
স্বার্থগন্ধহীন,
শান্তি-সূর্য সে অন্তরে
জ্বলে রাত্রিদিন ॥

১১৪

সুখশয্যা পেতে যারা
দিবসে ঘুমায়,
তাদের আসে না চোখে ঘুম,
অনিদ্র রজনী যায়
সুখের কাঁটায় ॥

১১৫

সৌভাগ্য-সোপান হয়
শুভকর্মে গাঁথা,
দুঃখের মলিন কাঁথা
অলসের সুখশয্যা—
রচেন বিধাতা ॥

১১৬

দুঃখের তপস্যা খোলে আনন্দের দ্বার।
সুখের ছলনা রচে ঘোর অন্ধকার ॥

১১৭

মাটির গড়া মঞ্চে চলে মায়াময়ীর নৃত্য,
মারণবীজে মন্ত্র সাধে মদন তার ভৃত্য ॥

১১৮

কুটিল, মলিন কথায়
ছেঁড়া কাঁথা বোনে,
ছড়ায় দুঃখের কাঁটা
এ-মনে ও-মনে ॥

১১৯

দিব্যভাবের চারুলতায়
ফলে রসের ফল,
মায়াতরুর নেই কো কায়া,
কাঁটায় ভরা তল ॥

১২০

রাত্রির বাসরে জাগে বিরহিনী চাঁদ
আপনার বক্ষে নিয়ে সূর্যের প্রসাদ

১২১

অন্ধকারের করতলে
আশার মণি জ্বলে,
সেই আলোতে পথিক মন
ক্লান্তিহীন চলে ॥

১২২

সুখ যে এড়িয়ে চলে
সুখ ঘোরে তার পাশেপাশে।
দুঃখকে এড়াতে গেলে
মহা দুঃখ জীবনকে গ্রাসে ॥

১২৩

জ্ঞান দেয় তমোনাশ আলোক জানার,
প্রেমে তিনি হন প্রিয় আত্মীয় আত্মার

১২৪

ভোজন ভজন ঘরে দেয় শক্ত তালা,
সে ঘরে হয় না আর পূজাদীপ জ্বালা ॥

১২৫

বিপরীতগামী বুদ্ধি
ঘোরে ধূর্ত মনে,
হিতকর সত্যবাণী
কভু নাহি শোনে ॥

১২৬

যৌবনের তাপে হয় সুখরস সুরা,
উদ্ভিন্ন নেশায় মজে মৃত্যুরসাতুরা ॥

১২৭

বৈরাগ্য বিভূতি দিয়ে
গড়া হলে মন,
প্রেম আর জ্ঞান হয়
সহোদরা দিন আর
রাত্রির মতন ॥

১২৮

আনন্দ অনন্তরূপে
মূর্তি নেয়
অন্তরমহলে,
সত্যসূর্য যে-জীবনে
অনির্বাণ জ্বলে ॥

১২৯

দুঃখ ভাঙে যদি
সুখের দুই তীর,
শুদ্ধ প্রেম রহে
শান্ত ও সুস্থির ॥

১৩০

বিচারের খড়্গো হয়
ছিন্নমুণ্ড অসত্যের কায়া।
বহুরূপী বেশ তার
খসে পড়ে, মরে ভ্রান্তিছায়া॥

১৩১

ধর্ম-কল্পবৃক্ষে ফলে
প্রেম ভক্তি জ্ঞান শান্তি
সর্বসিদ্ধি ফল।
ধন দেয় অন্ন পান
আর তুচ্ছ দু'দিনের
খেলার সম্বল॥

১৩২

এক নিয়ে থাকলে অনন্তকে পাওয়া যায়।
কিন্তু রঙ্গরসে জীবন যায় বিফলতায়॥

১৩৩

একজন থাকলে সবাই হয় আপনার
অনেক আছে যার, কেউ নেই তার।

১৩৭

বেশভূষা মালা-তিলক
কতকগুলি অনুষ্ঠান, ধর্ম নয়।
উদার হস্তে যিনি দান করেন ধন,
অনুক্ষণ পরম ধন করেন সঞ্চয়।
যার মন মজে আছে সুন্দরে
অথচ মায়া থেকে আছে বহুদূরে,
এক সত্য পথে যিনি চলেন
বাসনার বহু পথে না ঘুরে।
ছয়জন থাকে তার বাহির দুয়ারে
একজন যার মনের সারথি,
তুচ্ছ কাজকে, কীটকেও করেন না অবহেলা
অথচ কারো প্রতি নেই আসক্তি,
যিনি করেন আর্তের সেবা, নিরন্নকে অন্নদান,
তিনিই সাধু, ধর্মপ্রাণ।

আহিতাগ্নি

যিনি নির্বৈর, খলকেও বাসেন ভালো,
কিন্তু ছলনাকে করেন পরিহার,
মোহে হারায় না যাঁর আদর্শের আলো,
কোনো স্বার্থে সত্যকে করেন না হত্যা, মিথ্যার স্তব,
যাঁর কাছে ধনীর ধন ধূলিমুষ্টি—-আত্মা বৈভব,
উদ্দেশ্যহীন গীতবাদ্য
পবিত্রতাহীন উৎসব শয়তানের কলরব—
প্রেমহীন পূজা, প্রাণহীন সেবা, বৈরাগ্যহীন জ্ঞান,
বিবেকহীন কর্মযজ্ঞ, দয়াহীন দক্ষতা, শ্রদ্ধাহীন দান,
এই সব ধর্ম থেকে ধর্মের প্রস্থান—
যিনি কারো কাছে যাচ্‌না করেন না,
শুধু একজনের কাছে জানান প্রার্থনা,
কোনো আত্মীয় নেই, সবাই যাঁর পরমাত্মীয়,
যিনি আত্মসুখ-চিন্তারহিত
অথচ বহুর সুখ-দুঃখের অকৃত্রিম শরিক,
নিরন্তর যিনি সবার শুভ-কামনা করেন
অথচ কোনো কামনা নেই যাঁর— তিনিই ধার্মিক ॥

১৩৫

বহুরূপ বিশ্বরূপ। সত্য তাঁর ঘর, দয়া অন্তর, শ্রদ্ধা আলো—
এই আলো আমি কে চেনায়, অজানাকে জানায়
অন্তর অতিক্রম করে অন্তরে, অনন্তের কাছে নিয়ে যায়।
এই আলো নিভে গেলে মানুষ এক পায়ে ডিঙায় দয়ার সমুদ্র
আর এক পা রাখে সত্যের মাথায়।

·

তিন হাত জমির অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে পাঁচভূতের বাসা
চূড়ায় উড়ে এসে জুড়ে বসে অহংকার,
বুদ্ধি হয় শয়তানের হাতের আধুলি, মন চক্ষু বাঁধা
রাজা-মন্ত্রী ছককাটা দাবার।
কালি মাখে আত্মায়, ঈশ্বরকে দেখায় পিট,
কালকে উদ্ধত কলা—
নিষিদ্ধ দরজা খুলে নিহত স্বপ্নগুলোকে দেয় মুক্তি,
কুকুরকে প্রবেশাধিকার॥

অনুধ্যান

অনুধ্যান

১

মেঘ শুধু ঢাকে সূর্যকে, ঝড় নিভায় দীপের আলো, রাত্রি মোছে দিনের রঙ। জীবনের সব আলো নিভায় কে ?—পাপ ॥

২

অসংখ্য মূর্তি নিয়ে, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েও কে বাঁচতে পারে না ?—মিথ্যা ॥

৩

রাত্রির অন্ধকার মুছে সূর্য, ঘরের অন্ধকার দীপের আলো। মনের অন্ধকার মুছে কে ?—সত্য ॥

৪

সবচেয়ে যিনি কাছে অথচ ভাবি অনেক দূর, সকলের চেয়ে যিনি আপন অথচ যাকে ভুলে থাকি —তিনি কে ?—ঈশ্বর ॥

৫

যিনি আত্মার পরমাত্মীয় তাঁকে ভাবি দূর, যে নিরন্তর করছে ক্ষতিসাধন অথচ তাকে নিয়েই থাকি —এটা কেন ?—ভৌতিক মায়া ॥

৬

সামান্য হয়েও কে অসামান্য ক্ষতি করে ? —ধন ॥

৭

কাকে অবলম্বন করলে সব পাওয়া যায় ? —বৈরাগ্য ॥

৮

এক হয়েও কে অনন্তের ধারক, অনন্ত অ-সুখ, অভাব অশান্তিনাশক ? এক হয়েও কার প্রভাবে অনন্ত ভাবরসে সম্পৃক্ত হয় জীবন, অনন্ত পথের যাত্রা জয়যুক্ত ?—ঈশ্বরের নাম ॥

৯

ঈশ্বর থাকেন কতদূরে ?—ঘরেও নয়, বাইরেও নয়—অন্তরে ॥

১০

দুঃখের বাসভূমি কোথায় ?—আলস্য ও অসত্যের গুহায় ॥

১১

আমার সবচেয়ে বড় শত্রু কে ?—আমি ॥

১২

প্রেম জীবনের অমৃত। প্রেমে মরে কে ?—কাম ॥

১৩

কার হৃদয় অকপট ?—সাধু, শিশু ও উন্মাদ ॥

১৪

পতন-অভ্যুত্থানের ভিতর দিয়ে চলেছে সিদ্ধির পথ। পতন হলেই জীবন অন্ধকারে হারায় না; অসত্য, অভিমান, অহংকার যখন সত্য-সূর্যকে ঢাকে —শুধু তখনই জীবন হয় অন্ধকারে অস্তমিত ॥

১৫

অন্ধকারে ডুবে আছে যার আত্মা, যে শরীর-সর্বস্ব—তার মৃত্যুচিন্তা নেই কিন্তু মৃত্যুভয় ভয়ানক ॥

১৬

প্রেমের ঘাতক কে ? কামনার ছায়ামূর্তি ॥

১৭

যার পরিণামচিন্তা নাই—পাপ ও পতন তার ভাই ॥

১৮

কাকে পেলে মানুষ সব হারায় ?—বৈভব ॥

নিরুক্ত

১৯

আমার বন্ধু কে? —আমি, যিনি সকলের মধ্যে বাস করেন॥

২০

কার ভালোবাসা সত্য?—যে ভালোবাসা চায় না, ভালোবাসতে চায়॥

২১

অন্তরের বন্ধন ছিন্ন হয় কিসে?—কামনার আগুনে॥

২২

কখনো হারে না, হারায় না, —জীবনকে প্রতিক্ষণে ধন্য করে কে?—ধর্ম॥

২৩

কাকে প্রতিরোধ করা যায় না, কার মৃত্যু নেই? —মৃত্যু॥

২৪

খাঁটি স্নেহের আধার দুটি,—মা ও মাটি॥

২৫

গোপনে থাকতে চায় কারা?—পাপ ও প্রেম॥

২৬

কে চিরদিন থাকে পর ?—যে স্বার্থপর ॥

২৭

যার ধর্মভয় নাই—তাকে মহাভয় করে গ্রাস ॥

২৮

সম্পূর্ণভাবে যারা ঈশ্বরের নিয়মের অধীন, তাদের পাপ-পুণ্য জ্ঞান থাকে না। পাপ-পুণ্য জ্ঞান নাই পশু, শিশু আর যোগীর ॥

২৯

সুখ-দুঃখ জ্ঞান থাকে না কার ?—মৃতের আর জীবন্মুক্তের ॥

৩০

কোন্ বস্তু পেলে মানুষ সব হারায়—তার মানুষ পরিচয়, এমনকি, ঈশ্বরকেও হারায় ? —বহু ধন ॥

৩১

ব্যক্ত হলে লজ্জায় মরে কাম, লোভ, অন্তরের কলুষ—বাড়ে শ্রদ্ধা, মৈত্রী, ক্ষমা, ভ্রূণ ও বীজের অঙ্কুর ॥

৩২

রৌরব ও ধন-গৌরব দুই-ই দুরন্ত দাহময়—এক দাহে পোড়ে পাপ, অন্য দাহে প্রাণ ॥

৩৩

অন্যের অনিষ্টচিন্তা করে মানুষ তার ইষ্টকে হারায় ॥

৩৪

আকাশ যাঁকে ধারণ করতে পারে না, তাঁর বাসস্থান কোথায়?—সাধুর হৃদয় ॥

৩৫

কাকে বশ করলে অনন্তকে বশ করা যায়?—মন ॥

৩৬

যন্ত্র যোগায় অন্ধশক্তি,
মন্ত্র দেয় মুক্তি, ভক্তি ॥

৩৭

কার মান-অপমান নাই? কে সকল ঘরে, সবার কাছে যায়?—মৃত্যু আর মুক্ত ॥

৩৮

কারা প্রতি পদক্ষেপে সতর্ক হয়ে চলে?—অন্ধ আর জ্ঞানী ॥

৩৯

অবিশ্বাসীর আশ্রয় কি?—আপন মনের অন্ধকার ॥

৪০

পাপী শান্তি হারায়, আর নাস্তিক হারায় শান্তি ও মুক্তি ॥

৪১

পঞ্চভূতের শাসক কে?—শাণিত জ্ঞান-খড়্গ ॥

৪২

মায়ার দাস সবাই, মায়া শুধু ভক্তির দাসী ॥

৪৩

বৈরাগ্যের পদলেহী কুকুর কে?—কাম ॥

৪৪

পঞ্চভূত বাস করে কোথায়? —জ্ঞানীর পক্ষে অশরীরী অন্ধকারে, অজ্ঞানের শরীরে, সত্তায় ॥

৪৫

সুখের জন্য মানুষ সংসারের ঘানি ঘোরায়—সংসার ত্যাগীকে খুঁজে বেড়ায়। সবাই ত্যাগীর পায়ে মাথা নোয়ায় ॥

৪৬

কে সব দেখেন?—কেউ দেখে না যাঁকে ॥

৪৭

কে সব জানেন ?—যিনি সবার অজানা ॥.

৪৮

আগুনে পুড়ে সুন্দর ও সার্থক হয়—প্রদীপের সলিতা, সোনা ও মন ॥

৪৯

আবর্জনা, অঙ্গার, মৃৎপাত্র ও মৃত—দগ্ধ হলে হয় দোষমুক্ত ॥

৫০

ভোগের চাকা যত ঘোরে,
সুখের দেশ পিছে পড়ে ॥

৫১

একের অভাবে অশেষ দুঃখ
জীবনকে করে গ্রাস।
দু'জন মরলে হয় মুক্তি—
বৈকুণ্ঠ বাস ॥

৫২

আমি আমি করে মানুষ কি পায় ? —আপনাকে হারায়

৫৩

সবই পুড়ে হয় মূল্যহীন ছাই, কিন্তু বাসনা পুড়ে ছাই হলে হয় পরম সম্পদ—ঈশ্বরের বিভূতি ॥

৫৪

নারী যাকে বশ করতে পারে না,—ধন, জন, মৃত্যুও তার বশ্য হয় ॥

৫৫

যে গুরুর অনুগত—ভক্তি, মুক্তি তার করতলগত ॥

৫৬

যে সত্যের সেবক,
ঋদ্ধি তার বন্ধু,
সিদ্ধি হয় সেবক ॥

৫৭

কে জড় ?—যার সমস্ত শক্তি সুপ্ত।
কে শক্তিমান ?—যার সমস্ত শক্তি শান্ত।
যারা মাঝখানে তারাই শুধু অশান্ত ॥

৫৮

পূর্ণের প্রকাশ হয় কখন ?
—শূন্য হলে মন,
যেখানে নেই চিন্তা ভাবনা
বাসনার আবরণ ॥

৫৯

যিনি পূর্ণকাম, তিনিই শুধু নিষ্কাম ॥

৬০

যার আসক্তি নেই, সেই বিশ্বস্ত। আসক্তি থেকে লোভ,—লোভ থেকে পাপ, অবিশ্বাস॥

৬১

পাপকে করবে ভয়, কিন্তু পাপীকে দেবে অভয়॥

৬২

কর্ম দেয় ভোগ আব অর্থ।
কর্ম গেলে মেলে পরমার্থ॥

৬৩

বৈরাগ্যে জাগে বিবেক, ভক্তির বেগ।
ভোগে বাড়ে অশান্তি, শত উদ্বেগ॥

৬৪

যে সর্বদা অনিয়মে অথবা নিয়মে থাকে—সেই নিয়মের উপকারিতা বোঝে॥

৬৫

কে পরম ধার্মিক?—যার ধর্মাধর্ম জ্ঞান নাই, ঈশ্বর যার জ্ঞান কর্ম সর্বদা নিয়ন্ত্রণ করেন॥

৬৬

অচেনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, চেনা হলে বাড়ে মনের অসুখ॥

৬৭

নিকটের মানুষ মহতের নিন্দা ছড়ায়
—দূরের মানুষ তাঁর জয়গান গায় ॥

৬৮

কর্মে কর্মক্ষয়,
জ্ঞানে পরিচয়,
প্রেমে পরিণয় ॥

৬৯

শ্রেষ্ঠ সম্পদ
দিব্যপ্রেম
আর ব্রহ্মপদ ॥

৭০

যার শক্তি মূলাধারে সুপ্ত,
সে জড় জীবন্মৃত ॥

৭১

মেয়েরা শাঁখের করাত
দূরে গেলে অনুযোগ,
কাছে এলে দুর্ভোগ ॥

৭২

অনির্বাণ ভোগীর বাসনা,
আর সাধুর শুভকামনা ॥

৭৩

পরিগ্রহ পাপ—পরাধীন করে মনকে, সত্যপথে যায় না চলা, পরের মনরক্ষা করে চলতে হয়। লোকাপেক্ষায় হয় না ধর্মরক্ষা॥

৭৪

একপথে যিনি চলেন, তিনি সব পথের লোককে শান্তি ও সিদ্ধির পথ দেখাতে পারেন॥

৭৫

কাউকে যিনি চালাতে চান না, তিনি হন সকলের চালক॥

৭৬

গাছের সব ফুলই যদি হয় ফল -গাছ ভেঙে পড়ে ফলভারে। কোনো ফলই হয় না পুষ্ট, স্বাদু। সব কাজে সফল হলে বিফল হয় জীবন - অহংকারের ভারে ঘটে পতন। বিফলতা দেয় বিবেক, বিচার—সংগ্রাম করে চলায় বাড়ে শক্তি, বুদ্ধি, কর্মে কুশলতা॥

৭৭

কে জড় ?—যার মন অ-বশ॥

৭৮

কে জ্ঞানী ?—যার মন স্ব-বশ॥

৭৯

অভিমান, অহংকার যার ভৃত্য, তার সাম্রাজ্য দিগন্তবিস্তৃত ॥

৮০

দুঃখীকে যে ভালোবাসে, দুঃখকে ভাবে তাঁর দয়া —সুখ তার দ্বারী হয়ে থাকে ॥

৮১

যিনি নিরাসক্ত নিরভিমান, তাঁর নির্দেশ আকাশের মত অলঙ্ঘনীয়,— তিনি হন জনমন-অধিনায়ক, দেশকালের সীমা ছাড়িয়ে তাঁর সাম্রাজ্য ॥

৮২

সুখ সর্বজনপ্রিয়, শুধু সাধুর অপ্রিয় ॥

৮৩

সত্য-সেবক বিরল ;
সুখের পথিক সকল ॥

৮৪

যে অহংকারের পূজারী,
সে পূজা করে পায় কি ?
ঈশ্বর হন তার দর্পহারী ॥

৮৫

নেই ভালোমন্দ বিচার,
সেই গোঁয়ারের ঘর
যমের দক্ষিণ দুয়ার ॥

৮৬

যে ভালোবাসা না পেয়ে দুঃখিত—সে বণিক।
যে ভালোবাসতে না পেরে দুঃখিত—সে প্রেমিক

৮৭

বহুর জন্য কাঁদবে হৃদয়,
বহুর সঙ্গ ভালো নয় ॥

৮৮

বহুরূপ নয়নাভিরাম।
বিশ্বরূপ প্রাণারাম ॥

৮৯

বড় জীবন বড় মূল্যে পেতে হয় ॥

৯০

যে আত্মসুখ, সংকীর্ণতা দেয় বিসর্জন,
ঈশ্বর তাকে সুখী করার জন্য ব্যস্ত হন ॥

৯১

নম্র নত হলে প্রাণ,
ঈশ্বর আলো দেখান ॥

৯২

নিস্তরঙ্গ নদী কোনোদিন সাগরে পৌঁছতে পারে না। দুঃখের তরঙ্গহীন জীবনের কাছেও চিরদিন আনন্দলোক থাকে অজানা॥

৯৩

ভোগীরা চায় ঘরবাড়ি,
সোনারূপা টাকার কাঁড়ি॥

৯৪

ধন, মান, মেয়ে মানুষ
তিনে মন হয় বেহুঁস॥

৯৫

যাঁর কোনো আত্মীয় নেই—তিনি হন সবার পরমাত্মীয়। যাঁর থাকে না কোনো পাবার আশা, হারাবার ভয়,—সবাইকে ঠাঁই দিতে পারে তাঁর মুক্তহৃদয়॥

৯৬

সবার দুয়ারে যেতে পারেন
—যিনি নিরভিমান।
যেতে যেতে একদিন তিনি
তাঁর দুয়ারে পৌঁছান॥

৯৭

ধর্ম জীবনকে করে জ্ঞানময়, রসময়।
শুধু অজ্ঞান ভাবে অন্তিমের আশ্রয়॥

৯৮

ধন, জন, জয় সমস্ত কিছু ধর্মের অনুগামী ছায়া।
তবু মানুষ অধর্মপথে চলে কেন ?—দৈবী মায়া॥

৯৯

পর্বতের মত শান্ত থাকলে—সেই পাথরে
মাথা কুটে কুটে আঘাত আপনি যায় মরে॥

১০০

আত্মাকে ছুঁয়ে থাকলে অনাত্মীয় দুঃখ ভয়
দুঃখের কাল গোণে।
দুয়ার খুলে রাখলে অসত্য, অন্ধকার, পাপ
কেউ ঢোকে না মনে॥

১০১

দুর্যোগের ঝড়ে নিরাপদ আশ্রয় মৌনতায়, মনে আর বিবিক্ত সেবায়, নাম-সঙ্গে নিঃসঙ্গ নির্জনে। ঝড় আপন গতিতে তার আধিপত্যের সীমা ছাড়ায়, যেতে যেতে অনেক ধূলো আবর্জনা সরিয়ে নিয়ে যায়॥

১০২

বুক ভরে যে দুঃখের ভারে, আবার শতসুখের ছবি আঁকে, অনেক মুখোস পরিয়ে সাজায় বহুরূপী, ক্ষণে-ক্ষণে বহুভাবে যাকে জানি, তবু যে অজানা, —এই মনকে জানলে হয় তাঁকে জানা, সব জানা ॥

১০৩

পণ্ডিতের কাছে ধর্ম পুঁথির পাতা, ধনীর কাছে শুধু অনুষ্ঠান, অভিমানীর কাছে দামী অলঙ্কার, যাযকের কাছে ধনলাভের যন্ত্র। যিনি দীন, উপাধিশূন্য —শুধু তিনিই বোঝেন ধর্মের নিগূঢ় মর্ম ॥

১০৪

শক্তি, সময় ও সম্পদের সদ্ব্যবহারই ধর্ম ॥

১০৫

অনন্তকে জানা যায় কখন ?

—শান্ত হলে মন ॥

১০৬

পূর্ণ হলেই প্রাণ শান্ত হয়। কারা শান্ত ? —জড় আর জ্ঞানী। একজনের হৃদয় পূর্ণ অন্ধকারে আর একজনের আলোয় ॥

১০৭

নির্বাণ চায় জ্ঞান,
সেবাসুখ ভক্তের প্রাণ ॥

১০৮

পূর্ণজ্ঞানীর অন্তরে থাকে অশেষ জানার আকূতি, তিনি জানেন তাঁর জ্ঞানের পরিধি কত সীমিত—কত ক্ষুদ্র তাঁর মাটির বাসা, এর জানালা খুলে অসীমের এতটুকু যায় দেখা, অনন্ত রহস্যাবৃত প্রকৃতির পাঠশালা থেকে কতখানি যায় শেখা—চোখ দেখে কতটুকু? দেয়ালের ওপার তাঁর কাছে অন্ধকার। মন যায় কতদূর? ইন্দ্রিয়ের জালে বাঁধা পড়ে বারবার। একমাত্র দীনতা-আলোয় মানুষ পার হয় সমস্ত বাধা, অজানার অন্ধকার ॥

১০৯

অর্থসুখে পুষ্ট হয় অভিমান অজগর—
প্রকাণ্ড মুখ মেলে আত্মাকে গিলে খায়,
সুখের মদে, স্ফীত-গর্বে তর্জায়, গর্জায় ॥

১১০

যাঁর সুখ-দুঃখ নেই,
কোনো ক্ষয় ক্ষতির নেই ভয়,
একমাত্র তাঁর মনে
আনন্দের নেই উদয় অনুদয় ॥

১১১

বাহিরের শত্রু কতটুকু ক্ষতি করে জীবনে ?
ঘব ভাঙে ঘরের শত্রু মন ভাঙে ক্ষণেক্ষণে ।
ইন্দ্র অপেক্ষা জিতেন্দ্রিয় অনেক বড়,
অনেক বড় তাঁর গৌরবের সাম্রাজ্য—
তিনি বাস করেন ভয় ভারহীন মুক্তমনে

১১২

সবার কাছে নীচু হয়ে থাকা নিরাপদ, উচ্চাসনে বসলেই বিপদ—পদে পদে থাকে পতনের ভয় ॥

১১৩

যে সম্মান চায়—সে সম্মানের লোভে, সম্মান হারাবার ভয়ে সর্বদা অসম্মানের বোঝা বয়ে বেড়ায় ॥

১১৪

কোনো মূল্যে হয় না জয়,
অবিদ্যার মায়াবী হৃদয় ॥

১১৫

ঈশ্বর অবিরাম আহার করেন আমাদের নিবেদিত রোগ শোক দুঃখ, অনন্ত আশার আগুন। আমাদের দেন কী?—ভুক্তাবশেষ প্রসাদ—জীবনের অমৃত ॥

১১৬

কোনো উপদেশে কাজ হয় না কার?
যার পর্বতপ্রমাণ অহংকার অথবা মন অন্ধকার ॥

১১৭

অন্ধ কে?—কাম ॥
দ্রষ্টা কে?—জ্ঞান ॥
শুদ্ধ কে?—সত্য ॥
মুক্ত কে?—প্রেম ॥

১১৮

ঈশ্বরের ইষ্ট নেই
মায়ার মুক্তি নেই
কালের বন্ধন নেই
জ্ঞানীর ভয় নেই
প্রেমিকের পর নেই
— সব নেই যাঁর,
ঈশ্বর হন তাঁর ॥

অঙ্কুর

(প্রথম খণ্ড)

অঙ্কুর

১

নির্জনে থাকেন তিনি
আলোর মন্দিরে
সংসারের কোলাহল
থেকে বহুদূরে—
আপন অন্তরে
আত্মার গভীরে

২

সুখ থাকে দ্বারী হয়ে ধনীদের ঘরে,
সেথা নেই ঈশ্বরের প্রবেশাধিকার।
দৈন্য থাকে ভৃত্য সম ভক্তের অন্তরে,
সে রাখে আসন পেতে নিভৃত পূজার

৩

যন্ত্রণার মরুপথ
যত হোক দূর,
সেই পথে
নামকল্পতরু তলে
আছে শান্তিপুর ॥

৪

নিজেরে বসাই যবে প্রভুর আসনে
অভিমান-স্ফীত অন্ধমনে,
দুঃখের মেদিনী করে গ্রাস
সংসারের চাকা,
চতুর্দিক পড়ে গাঢ়
অন্ধকারে ঢাকা ॥

৫

সত্য সে ধর্মের আত্মা,
দয়া তার প্রাণ —
মৈত্রী আলো পরাজ্ঞান
উজ্জ্বল সোপান।
শৌচ শীল সদাচার
অঙ্গের ভূষণ,
সরলতা হৃদয়ের
নির্মল কিরণ।
প্রেম তার ফল
সুপক্ক নিটোল ॥

৬

রাত্রির সাম্রাজ্য হলে পার
দেখা দেয় সূর্যদীপ্ত
দিনের ভুবন,
ইন্দ্রিয়ের রাজ্য পার হলে
হয় ঈশ্বর দর্শন ॥

৭

সব পূজা হয় শেষ, পূজার দেবতা র'ন
আলো করে ভক্তের জীবন,
দেহের দেউল মাঝে ওঠে যবে প্রাণমন্ত্রে
প্রণবের ধ্বনি অনুক্ষণ ॥

৮

দুঃখের আলোয় পাই
আনন্দের ধন,
সরে সংসারের মায়া,
—ছায়া আবরণ ॥

৯

অবিশ্বাসী দিবালোকে
অন্ধকারে ঘোরে,
ঈশ্বরের করুণা-আলোয
অন্ধ দেখে অদেখারে—
আপন অন্তরে ॥

১০

স্বর্গ হোক স্বপ্ন দিয়ে গড়া
—তবু তা মধুর,
অবিশ্বাস অন্ধকারময়
যেন যমপুর ॥

১১

যার মন মরেছে, নেই ঘবের মায়া,
পাবার কোনো আশা,
যে ভাবের বাউল, তার ঘটে রয়
নিখাদ ভালোবাসা ॥

১২

প্রেমের সুধায় রক্তের ক্ষুধা যায় মরে,
মানুষ মরে নতুন করে বাঁচে,
তার সাড়ে তিন হাত শরীরের সমাধির 'পরে
গড়ে ওঠে প্রেমের বিশাল সৌধ।
এক আকাশে জ্বলে যুগ্মহৃদয়
যেন দু'টি অমর তারা
অন্তহীন আনন্দের নিখিলে উদয়াস্ত হারা ॥

১৩

দেহ ছেনে যতটুকু পায়
মনে ভাবে সেই বুঝি সব,
ইন্দ্রিয়ের হীন দাস যারা
আত্মারে করে না অনুভব ॥

১৪

কাম সে ভোগের ভৃত্য তার দাবী নানা,
শর্তহীন আত্মদান প্রেমের সাধনা ॥

১৫

অনন্ত বেদনা নিয়ে প্রেম
গোপন অন্তরে বসে কাঁদে
কামনা মৃত্যুর সহোদর
রাগরঙ্গে অন্তরকে বাঁধে ॥

১৬

বিধাতা মঙ্গলময়,
তাঁর দয়া ললিত কঠোর,
বেদনা-বহ্নিতে দহে
মায়াময় বন্ধনের ডোর ॥

১৭

প্রদীপের সলিতা
পুড়ে হয় আলোশিখা।
প্রেমের দহনে
জীবন পুড়ে হয়
—অমৃত-সূর্য ॥

১৮

প্রেমের কুসুম শুধু নয়,
কিছু কাঁটা দিও মোরে।
আত্মার অমৃতবাণী
লেখা হয় রক্তের অক্ষরে

১৯

যারা বাস করে
অধর্মের আলোহীন
অন্ধকার পুরে,
দুরন্ত পাপের কীট
তাদের হৃদয়
খায় কুরে কুরে ॥

২০

ভোগের ভাগাড়ে
ডোবানো পা,
মানুষরূপী
শকুন ছা ॥

২১

ধূম্রবর্ণ দৈত্য এক
অহংকার নাম,
অমৃত আত্মায় মাখে
কালি অবিরাম ॥

২২

ক্রোধ যেন জ্বলন্ত অনল,
গ্রাস করে
শুষ্ক শাখা-পত্র সম
—তপস্যার ফল ॥

২৩

আলস্যে যাদের কাটে
অমূল্য সময়,
দুঃখের গুহায় হয়
অন্তিম আশ্রয় ॥

২৪

মনের ঘরে জ্বললে পরে নামের দিব্যমণি,
অদেখাকে দেখে হয় সে পরম ধনে ধনী ॥

২৫

কে অন্ধ ?

যে মহৎ জীবনকে করে না অনুসরণ।

কে বধির ?

যে শাস্ত্র ও মহাজনবাক্য করে লঙ্ঘন।

কে মূর্খ ?

ঈশ্বরকে ভুলে যে সুখের অন্বেষণে ঘোরে।

কে কূপমণ্ডুক ?

যে থাকে ক্ষুদ্র আমি-আমার

গণ্ডীর ভিতরে।

কে দরিদ্র ?

যে সাড়ে তিন হাত শরীরে করে বাস।

কে বদ্ধ ?

যার রয়েছে যত বেশি উপাধির ফাঁস।

নিরুক্ত

কে অজ্ঞান ?

ঘটি বাটি মাটির মায়ায় যে ভগবানকে হারায়।

কে ঘাতক ?

যে মন থেকে মনে ঘৃণা বিদ্বেষ কুৎসার বীজ বোনে,

আনন্দের আলো নিভায়।

কে পাপী ?

যার মধ্যে সুন্দর হবার নেই সাধনা।

কে হীন ?

যে করে অন্যের অহিত কামনা।

কে হীন বণিক ?

যে প্রেমের হাটে যায় কিছু বেচা-কেনার প্রত্যাশায়

কে প্রেমিক ?

আত্মদানের আনন্দে যে নিজেকে নিঃশেষে বিলায়॥

২৬

নারীর দুই জাত।
এক বিদ্যাশক্তি
আনন্দের রূপ,
অন্য অবিদ্যাশক্তি
মৃত্যুর কূপ॥

২৭

ঘৃণা রচে ভেদের আড়াল,
মন পায় না মনের নাগাল॥

২৮

কুটিল মন কীটের বাসা,
সকল শুভ কর্মনাশা॥

২৯

শত দৈন্যের প্রহারে যে হারায় না
অন্তরের বল,
সেবামূর্তি ধরে নিত্য রহে তার কাছে
পরম মঙ্গল॥

৩০

বই পড়ে বিদ্যা নাহি হয়,
শেখা হয় বুলি—
অপরের ধার করা
ধনে ভরে ঝুলি।
আলো জ্বলে যখন অন্তরে—
অন্তর দেখিতে পায়
জানা-অজানারে ॥

৩১

ঈশ্বরের এ পৃথিবী
যারা করে আনন্দে দোহন,
কতটুকু দেয় তাঁরে,
—তাঁর কথা ভাবে কয়জন ?
ইঁদুরের মত সবে
শূন্য করে সৃষ্টির ভাঁড়ার,
অজস্র জঞ্জালে ভরে
স্বার্থময় গর্ত আপনার ॥

৩২

সেবক আপন মনে
সেবা করে যায়,
পূর্ণ হয় তার পাত্র
ঈশ্বরের করুণা ধারায় ॥

৩৩

সত্য তার এক রূপ,
শত সংগ্রামের পথে
লাভ করে জয়ের গৌরব।
মিথ্যা বহুরূপী—
সুলভ সুখের পথে চলে,
মানে তবু হীন পরাভব।

৩৪

যে বহুজনের ভালবাসা পায়
সে ভাগ্যবান।
বহুকে যে ভালবাসে সে পায়
দেবতার মান ॥

৩৫

এক আশ্চর্য সোনার চাবিকাঠি নাম,
যা দিয়ে সব রসের, আনন্দের ধাম
খোলা যায় —পরম শান্তি, প্রেম, জ্ঞান
সকল দিব্য সম্পদের মেলে সন্ধান।
একে একে ছয় কুটিরের দুয়ার খোলে,
সব পাওয়া যায়, ধন্য হই যা পেলে॥

৩৬

পঞ্চভূতের রাজ্য জুড়ে
চলছে মায়ার নৃত্য,
কেউ জানে না করবে কাকে
কখন পায়ের ভৃত্য।
অশুভ ভূত পালায় ভয়ে
রইলে নামে যুক্ত॥

৩৭

প্রেমের আলো-নেভা প্রহরে
অন্ধকার মনের ভিতরে —
পাপের শকুন-ছায়া ঘোরে॥

৩৮

অনন্ত রহস্যে ঢাকা
নারীর হৃদয়,
সেইখানে নেই
উদয় ও অনুদয় ॥

৩৯

ঈশ্বরকে জানলে হয়
সকল জানার শেষ,
কোনো চাওয়া-পাওয়ার আর
রয় না অবশেষ ॥

৪০

বৈরাগ্য শ্রেষ্ঠ বিত্ত- -
বৈরাগ্য আছে যার,
কোনো অভাব নেই তার ।

৪১

শরীরে মানুষ সকল,
মনে মানুষ বিরল ॥

৪২

যার গিয়েছে আমি-আমার,
শুদ্ধ তার বিবেক বিচার ॥

৪৩

মানুষ দিতে পারে
মানুষকে সামান্য,
ঈশ্বরের দয়ার দানে
জীবন হয় ধন্য ॥

৪৪

অবিরল হৃদয়-নদীতে
বয়ে চলে আনন্দের গান,
সে গান শুনিতে পাই প্রাণে
আপনাতে মগ্ন হলে প্রাণ

৪৫

নীরব কান্নার ডাক
পৌঁছে তাঁর পায়,
উৎসবের কোলাহল
সাড়া না জাগায় ॥

৪৬

অভাবে বদলায় স্বভাব,
যার যেমন তার তেমন লাভ ;
সুখের অভাবে হয় সৎ,
দুঃখের অভাবে অসৎ ॥

৪৭

গর্ভের অন্ধকারে জন্ম নেয়
মানুষ,
যুগের অন্ধকারে জন্ম নেন
অবতার পুরুষ ॥

৪৮

মানুষ বাস করে
পঞ্চভূতের খাঁচায়,
দুরন্ত রিপু তাকে
যেমন খুশি নাচায় ॥

৪৯

সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল হয় ভুবন,
সত্য ও সাধনার আলোয় জীবন ॥

৫০

যে প্রত্যাশা করে না কিছু, কাজ করে যায়,
কাজের মজুরি নিয়ে করে না দরকষাকষি,
কোনো দাবী নেই যার—দুদিনে তার কাজ ফুরায়
সে পায় এক অরূপ আনন্দলোকের সন্ধান,
মৌমাছির মত অনাদিকালের মধু করে পান।
কাজ নেই যার অথচ অলস নয়, খুঁজে পায়
বিশাল ভাবের দেশ, সকল সুখ-দুঃখের শেষ॥

৫১

অসৎ পথে অর্জিত ধন,
দুষ্টজনের সঙ্গপুষ্ট জীবন,
ভোগীর মন—
যোগায় শয়তানের ভোজন॥

৫২

মাটি সোনা হয় সময়ের প্রভাবে,
সৎ-সঙ্গে মানুষ দেবতা হয় স্বভাবে॥

৫৩

বৃক্ষ দেয় ফুল ফল
পাখি তার গান,
অদাতা কেবল করে
নিজ অসম্মান—
শ্মশানের পোড়া কাঠ
বিষয়ীর প্রাণ ॥

৫৪

যাদের আছে ধন,
বহু চাটুকার তাদের
চারপাশে ঘোরে।
যাদের আছে মন,
দেবতার পায়ের ছাপ
পড়ে তাদের ঘরে ॥

৫৫

ঈশ্বরের আলো-নেভা অশুচি অন্তরে
কামনার বিকলাঙ্গ ছায়া-মূর্তি ঘোরে।

৫৬

ধর্ম জীবনের পরম আশ্রয়,
সর্বদা সে দেয় জয় ও অভয়
আত্মার আলোক—
সকল আড়াল ঘোচে,
আনন্দের ইন্দ্রধনু রচে।
যায় লজ্জা ঘৃণা ভয়,
অদেখাকে দেখে
আপনার পায় পরিচয়॥

৫৭

যে ধন দিতে নাহি পারে,
সে কি কভু দিতে পারে মন?
বিষয়ের অন্ধকারে
কৃপণ সে বাস করে
ক্লেদভূখ অতিহীন কীটের মতন

৫৮

সময়ে যে মাঠে বীজ বোনে,
সোনার ফসল তোলে ঘরে।
অকালের শ্রম ব্যর্থ হয়,
গোলাঘরে শূন্য ছায়া ঘোরে॥

৫৯

শুভকর্ম বহে আনে পরম মঙ্গল,
অশুভ চিন্তা ও কাজে ফলে বিষফল॥

৬০

যেথা নেই অপচয়
অভাব ঘোরে না সেই ঘরে,
সৌভাগ্য গোপন হাতে
সঞ্চয়ের পাত্র রাখে ভরে॥

৬১

অশ্রদ্ধার সেবা দেয় অন্তরে অ-সুখ,
প্রেমের সেবার সুধা পূর্ণ করে বুক॥

৬২

অগ্নিদগ্ধ কাষ্ঠ দেয়
জ্যোতির্ময় আলো,
মধুগন্ধ ধূপ—
আঘাতে অভাবে ফোটে
অন্তরের রসময় রূপ ॥

৬৩

মোহমুগ্ধ লুব্ধ হয় মূল্যহীন রূপের মায়ায়।
কেবল রূপের মায়া মহতের উপেক্ষা কুড়ায় ॥

৬৪

বৃথা গর্ব বাড়ে ধনে,
খর্ব হয় মন,
বহু মনে ছড়ায় তা
দুঃখের দহন ॥*

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান বলেছেন, অর্থে আত্মবিস্মৃতি ঘটে। যারা ধনবান—তারা শুধু অন্যকেই অসম্মান করে, তা নয়,—তারা আমাকেও অসম্মান করতে দ্বিধা করে না।

৬৫

সর্বদা যে ধাবমান সময়ের হাত* ধরে চলে,
কর্মশালা হতে তারে ভাগ্য দেয় এনে
পূর্ণ ফল, —আনন্দের গুপ্তদ্বার খোলে।
বিফলতা ব্যর্থ মনস্তাপে রহে পদতলে॥

৬৬

নিজকে নিশ্ছিদ্র কর,
ঊর্ধ্বে ধর তুলে—
আপনি তা হলে
তোমার প্রাণের পাত্র
ঈশ্বরের করুণায়
পূর্ণ হবে কাণায় কাণায়॥

৬৭

ঈশ্বর দাতার পাত্র
নিরন্তর করেন পূরণ,
অদাতার তরে রয়
ছিন্নচীর দারিদ্র্য ভূষণ॥

---

* ঘড়ির কাঁটা

৬৮

যে ধন দেয় সে দিল ধূলিমুষ্টি, তা নয়
সে দেয় তার কঠিন শ্রম, বুকের রক্ত ;
কিন্তু এটা জীবনের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ।
অনেক বড় তার দান যে দেয় মন,
সে দেয় তার সমস্ত জীবন ॥

৬৯

বৈরাগ্যের আলোয়
সত্যের পথ দেখা যায় ।
সুখের আলোয়
অন্ধকারে মন ঘুরে বেড়ায়

৭০

দুঃখ জানিয়ে কভু
দুঃখ নাহি ঘোচে ।
সময়ের অবলেপে
নামের অমৃতে—
রক্তঝরা তার যত
ক্ষতচিহ্ন মোছে ॥

৭১

বাহিরের আগুন
নিভে জলে,
মনের আগুন
মন স্থির হলে ॥

৭২

দুষ্ট সঙ্গে নষ্ট মতি
—ইন্দ্রিয়ের দাস,
নিঃশব্দে তাদের করে
কালমৃত্যু গ্রাস ॥

৭৩

দুঃখজয়ী,—দুর্গম বন্ধুর পথে
পৌঁছে তার সিদ্ধির শিখরে।
সুখান্বেষী বন্দী রয়
রক্ত মাংস অস্থিময়
শরীরের অন্ধকার ঘরে ॥

৭৪

শূন্য মনে শয়তান ঘোরে,
বাসনা-কামনার ধূলো ওড়ে
মনের চেহারা হয়
অপরিচ্ছন্ন, কালিময় ॥

৭৫

যে রাখে না পরের খবর,
অন্ধকার হয় তার ঘর।
সুখের ভাতে পড়ে ছাই,
তার মনে শুধু নাই—নাই ॥

৭৬

যার দীন ভাব, নেই তার কোনো অভাব
সে পায় সবচেয়ে বেশি, যা দেন
তিনি, কেউ দিতে পারে না সে ধন,
সম্রাটের সম্পদও তার কাছে কতটুকু ?
সাম্রাজ্যের চেয়েও অনেক বড় তাঁর দান,
সেই দান সর্বদা পূর্ণ করে রাখে প্রাণ ॥

৭৭

নামের আলোয় ফোটে
ঈশ্বরের মুখ,
পূর্ণতা প্রসাদ পেয়ে
ভরে শূন্য বুক ॥

৭৮

অদেখা গ্রহের মেলে
যন্ত্রে পরিচয়,
ঈশ্বর দর্শন ঘটে
মন্ত্রের আলোয় ॥

৭৯

ভোগ মনকে করে রুগ্ন,
জীবনকে জীর্ণ।
যোগ বহন করে আনে
অপার মুক্তি ও শান্তি
—জীবনকে করে ধন্য ॥

৮০

দুঃখের সামান্য ক্ষত
মুছে নেওয়া শক্ত !
নাম দীনতা দান
তিনের প্রসাদে হয়,
দুঃখের অবসান ॥

৮১

প্রেম দেয় দুঃখ তাপ
গলায় অন্তর,
অমৃত অক্ষরে রাখে
আপন স্বাক্ষর ॥

৮২

অসত্য আচ্ছন্ন করে শুদ্ধ মুক্ত
আত্মার প্রকাশ ।
পুণ্যের আলোয় হয় সর্ব দুঃখ
অন্ধকার নাশ ॥

৮৩

ইন্দ্রিয়ের দুয়ার খুলে
মন যখন সাড়ে তিন হাত শরীরের
বাইরে এসে দাঁড়ায়,
ঈশ্বরের আশীর্বাদ
বর্ষিত হয় অজস্র ধারায় ॥

৮৪

অলস জীবন কুড়ায় দুঃখ ও ধিক্কার,
বিরামহীন জীবন হয়
ক্ষমাহীন কালের ক্ষয়ে জীর্ণ—
অকাল মৃত্যুর আহার।
বিরাম খোলে ভাবের দুয়ার,
সেখানে কর্ম দেয় আনন্দ বাঁচার ॥

৮৫

সিংহের গুহার মত মোহিনীর মন,
সেইখানে ঘোরে রাত্রি—অমর মরণ

৮৬

ভোগের ঘরে পাপের বাস,
বিবেক বুদ্ধি করে গ্রাস।
তৃপ্তিহীন ভোগের ভোজে
নৃত্য করে সর্বনাশ ॥

৮৭

সত্য ও সংযম ছাড়া আচার নিয়ম,
ব্রত উপবাস যত হয় পণ্ডশ্রম ॥

৮৮

কটু বাক্য যেবা কহে শান্তি নাহি পায়,
নিত্য তার চিত্ত দহে নানা যন্ত্রণায় ॥

৮৯

অন্ধকার খণ্ড হয় না খড়্গাঘাতে,
কোনো তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ছিন্ন।
একটি ক্ষুদ্র আলো-শিখায়
নিঃশেষে তা মুছে যায়।
তেমনি জীবনের অন্ধকার মুছে
শুধু নাম— নামের দিব্য বিভায় ॥

৯০

প্রেম মরে গেলে
প্রিয়জনের উপস্থিতি
দুঃস্বপ্নের ছায়া
আর স্মৃতি হয়
দুঃখের বোঝা ॥

৯১

মানুষ বাঁচে না শরীরে,
বাঁচে শ্রদ্ধার আসনে,
উজ্জ্বল কীর্তি ও কর্মে—
মৃত্যুহীন মূর্তি নেয়
বহুজনের মনে ॥

৯২

সুখের দিনের
অংশীদার অনেক,
দুর্দিনের বন্ধু এক—
তিনি ঈশ্বর ॥

৯৩

ঈশ্বর যখন দূরে থাকেন,
দুঃখ মানুষকে করে বিনাশ,
ঈশ্বর যখন থাকেন কাছে,
দুঃখ জীবনের করে প্রকাশ ॥

৯৪

সুখ দুঃখ অমোঘ
অদৃষ্ট যাকে বলি,
স্বরোপিত কর্মবৃক্ষের
ফল তা সকলি ॥

৯৫

পুরুষ হারায় যবে
সত্য, বীর্য, উজ্জ্বল বিশ্বাস—
আলো-নেভা অন্ধকার
সর্বজয়ী আত্মা করে গ্রাস।
প্রেম, পবিত্রতা নারী হারায় যখন,
হারায় মঙ্গল মূর্তি,
গৃহলক্ষ্মীর আসন ॥

৯৬

নিঃসঙ্গের আলো দেয়
তাঁর পরিচয়,
লোকসঙ্গে হয় অপচয়
শক্তি ও সময়॥

৯৭

লঘুগুরু জ্ঞানহীন দুর্বিনীত জন
শান্তি, সুখ ধর্ম লাভ না করে কখন॥

৯৮

কৃপণ সংকীর্ণ অতি কীট বাসনার,
ঈশ্বর কভু না তাতে করেন বিহার॥

৯৯

বিষয়ীর মন যেন
বাঁকাচোরা অন্ধকার গলি,
সেইখানে ক্রুর খল
সর্পসম স্বার্থ করে কেলি॥

১০০

অভ্যাসের সমাহার
মানবজীবন,
অভ্যাস সুন্দর যার
সে পায় সবার
শ্রদ্ধার আসন ॥

১০১

স্বার্থ গেলে
বিরোধ ব্যথার
হয় অবসান,
আত্মা মুক্তিতীর্থ-নীরে
করে পুণ্যস্নান ॥

১০২

সদাচারহীন হয় ঈশ্বরবিমুখ,
সে রহে মলিন, ভুঞ্জে অশান্তি অসুখ

১০৩

যে জন সুচারুরূপে নিজ কর্ম করে,
ঈশ্বরের আশীর্বাদ বর্ষে তার 'পরে ॥

১০৪

সর্বদা যে বাস করে
সত্য-সংঘারামে,
সে লভে জয় ও অভয়
দুঃখের সংগ্রামে ॥·

১০৫

সুন্দর যে ভাবে ভঙ্গিমায়,
সর্ব কাজে ও কথায়,
বিধাতার দয়ার পরম দান·
অন্তরে সে পায় ॥

১০৬

প্রেমের অমৃতে নিভে
অনঙ্গ অঙ্গার,
অসীম মুক্তির মাঝে
অচ্ছেদ্য বন্ধন ঘটে
যুগল আত্মার ॥·

১০৭

দুঃখ দিলে মহাদুঃখ অন্তরকে দহে,
সুখ দিলে চিরসুখ নিত্য সঙ্গে রহে ॥

১০৮

অন্যের ভালোর চিন্তায়
মানুষ নিজেই হয় ভালো,
তার অন্তরকে করে সুন্দর
তারি শুভ কামনার আলো ॥

১০৯

আকাশে নিক্ষিপ্ত তীর
আবার মাটিতে ফিরে আসে,
কুৎসিত নিন্দার অন্ধকার
নিন্দুকের হৃদয়কে গ্রাসে ॥

১১০

সকলের মধ্যে যখন তাঁকে দেখি,
সংসার হয় আনন্দের রূপ
যখন তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখি,
সংসার হয় দুঃখের কূপ ॥

১১১

আলোর অলখ মন্ত্রে ভোরের আকাশে ঝরে
অপরূপ গান,
অপরূপ গান হয় নামের আলোয়
অন্ধ-মৃত প্রাণ ॥

১১২

ঈশ্বরে যার মন,
সহজ তার জীবন ॥

১১৩

প্রেমিক মানুষের মন
মানে না কোনো বন্ধন ॥

১১৪

স্বার্থের দেয়াল যত ভেঙে ভেঙে পড়ে,
ঈশ্বরের আলো ঝরে ততই অন্তরে।
সেই স্থানটুকু হয় অতি অপরূপ ;
যেখানে আড়াল, তাহা অন্ধকার কূপ ॥

১১৫

সৃষ্টি তাঁর অন্তহীন মায়ার বিস্তার,
মায়ার বন্ধন নেই তবু বিধাতার,
যেমন মরে না নাগ কণ্ঠবিষে তার ॥

১১৬

অর্থচিন্তা চিতানল পোড়ায় অন্তর,
ঈশ্বরচিন্তায় ঘটে দিব্য রূপান্তর ॥

১১৭

প্রেম যদি তৃপ্তিহীন
চাহে প্রতিদান,
সে ব্যাপারী করে হাটে
নিজ অসম্মান ॥

১১৮

দেওয়া শুধু দয়া নয়,
কেড়ে নেওয়া,—সেও হয় দান।
সেইটুকু দিতে হবে
যাতে ঘটে আত্মার কল্যাণ ॥

১১৯

অগ্রগতি তারে বলি
পরমের দিকে হলে গতি,
সুখের সংকীর্ণ ঘরে
ঘুরে মরে অন্ধ মূঢ়মতি ॥

১২০

শবীর-সর্বস্ব ঘোরে
সুখেব ছলনাময়
ভ্রান্তির প্রান্তরে,
অচিরে সে খুঁজে পায়
শেষ পরিণাম—
এক ক্রূর বন্ধু দুঃখ
আর অন্ধকার ধাম ॥

১২১

অলস আকাশ-কুসুম
করে মিথ্যা আনন্দে চয়ন,
নিঃশব্দে মরণ তার
আয়ু করে গোপনে হরণ ॥

১২২

যে ভালোবেসে ভালোবাসা পেতে চায়
সে হাটের ব্যাপারী।
যে নীরবে নিজেকে নিঃশেষে বিলায়
সে রসের কারবারী॥

১২৩

সৎ প্রসঙ্গে পরমের পথ হয়
আলোকিত,
বাচালতা স্বভাবকে করে দুর্বল
কলঙ্কিত॥

১২৪

দৈন্যভরে নত হলে প্রাণ
মুহূর্তে করেন তিনি দূর
অন্তরের সব অন্ধকার,
দেখান অমৃত আলো
আনন্দের ভুবনে যাবার॥

১২৫

অগ্নিবৎ নিরপেক্ষ
রহেন ঈশ্বর,
যে তাঁর নিকটে যায়
সে-ই পায়
আনন্দ-প্রসাদ—
আলো আশীর্বাদ ॥

১২৬

যে ভুলকে নানা ভালোর রঙে ঢেকে রাখে
সে করে আত্মিক মৃত্যু-বরণ।
যে ভুলকে করে স্বীকার, তার ভুলের দহন
জীবনকে করে সুন্দর ও শোধন ॥

১২৭

নিজ কর্মে অবহেলা
ঘোর অপরাধ,
দুঃখ রচে তার তরে
অন্ধকার খাদ ॥

১২৮

অন্যেরে যে দুঃখ দেয়
রূঢ় ব্যবহারে,
বহু রূপে ক্ষমাহীন
দুঃখ দহে তারে ॥

১২৯

মহৎকে পেতে হয়
দুঃখ অগণন,
দুঃখ দীপশিখা
আলো করে মন।
ভোগের বিপুল ভার
নিত্য বহে
সুখীর জীবন ॥

১৩০

দেবতা রহেন জীর্ণ সেবাহীন অন্ধকার
নির্জন মন্দিরে,
অন্ধ জনগণ-নায়ক চলেন সগর্বে
শয়তানের ভিড়ে ॥*

* মূর্খদের মধ্যে পণ্ডিতের, দুষ্টলোকের মধ্যে মহতের সম্মান হয় না।

১৩১

মাছি বেড়ায় না ফুলের পাড়ায়,
ভোগীর মন ভিজে না
ঈশ্বরীয় কথায় ॥

১৩২

ছোটো সে ছোটোই থাকে
লম্ফ দিক যত ঊর্ধ্ব পানে,
অন্ধ আস্ফালনে।
বড় আরো বড় হন
অবনত হন যত
অন্যের সম্মানে ॥

১৩৩

অবৈধ ভোগ পাপ।
পাপের প্রহারে
শরীর হয় জীর্ণ,
আত্মার মৃত্যু ॥

১৩৪

গণ্ডী ছেড়ে সীতা পড়েন দুষ্টমতি রাক্ষসের কবলে।
ঈশ্বরের বিধান, শাস্ত্রবাক্য করলে অশ্রদ্ধা অবিশ্বাস
চারদিক থেকে অবাঞ্ছিত বিপদ আসে দ্রুত পা ফেলে—
শত মায়ার ফাঁস, ভয়, ত্রাস——জীবনকে করে গ্রাস॥

১৩৫

সরলতা রচে চলে
সিদ্ধির সোপান,
ঈশ্বরের সাথে ঘোচে
সব ব্যবধান॥

১৩৬

ঈশ্বর এ জগতের নিয়ামক প্রভু
তাঁরে ভুলি
যে দ্বারে দ্বারে ঘোরে,
সামান্য ধূলোর ধনে
ভরে তার ঝুলি॥

১৩৭

কোনো প্রত্যাশায় যারা সেবা করে, এরা ভৃত্য
এদের কঠিন শ্রম, সারাদিনের ক্লেশ ও কৃত্য
জীবন ধারণের উপকরণ
সংগ্রহ করে সামান্য গ্রাসাচ্ছাদন।
ঈশ্বরের কাছ থেকে এরা অনেক দূরে থেকে যায়।
আর মানুষ দিতে পারে কতটুকু ?
যে না চেয়ে শুধু দিয়ে যায়—
অনেক মূল্যে তার সেবার মূল্য
ঈশ্বর চুকিয়ে দেন কড়ায় গণ্ডায়॥

১৩৮

কোনো কায়া* নেই তাঁর, অনন্ত তাঁর কায়ব্যূহ,
কোনো ইচ্ছা নেই, অনন্ত ইচ্ছাতে তিনি বিমূর্ত।
এক হয়েও তিনি অনন্ত, তাঁর বিশ্বকে ভালোবেসে
বিশ্বরূপের সাথে আমরা হই বহুরূপে মিলিত॥

* ঈশ্বরের কোনো জড় রূপ নেই, সেজন্য ঋষিরা তাঁকে নিরাকার বলেছেন।

১৩৯

শিশুতরু যত বিস্তৃত হয় শাখা-প্রশাখায়
সে পায় সূর্যের সোনার থালায়
আলোর প্রচুর প্রসাদ।
বহুর সঙ্গে যখন মানুষ মিলিত হয় প্রেমে
অন্তরের ঘটে বিস্তার,
সে পায় বহু প্রাণের প্রসন্নতায়
ঈশ্বরের আশীর্বাদ ॥

১৪০

কেবল যে চায়, সে ভিক্ষুক
সামান্য ধূলার ধন পেয়ে
সুমহৎ বাঁচার গৌরব থেকে
হয় বঞ্চিত।
যার চাওয়া নেই
ঈশ্বরের দানে ভরে তার পাত্র
সে হয় সবার বন্ধু দেবতাবন্দিত।

১৪১

কখন সব পাওয়া যায় ?
যখন সব চাওয়া যায় ॥

১৪২

অসীমের আয়োজন অনন্তের ভাণ্ডারে,
ভিক্ষুর মত মানুষ ঘোরে দ্বারে দ্বারে ॥

১৪৩

মনের আগুন কেউ দেখে না,
কে দেয় শান্তি কারে ?
মনের পোড়ায় শান্তি মেলে
মনের প্রভুর দ্বারে ॥

১৪৪

দুঃখ জীবনের অন্ধকারে
জ্যোতির্ময় দীপ হয়ে জ্বলে,
দুঃখের উত্তাপে কঠিন অন্তর
আনন্দের নদী হয়ে গলে ॥

১৪৫

অভিজ্ঞতা আলো হাতে
নিয়ে যায় সত্যের গভীরে,
সত্যের আলোয় পৌঁছি
ঈশ্বরের আনন্দ-মন্দিরে ॥

১৪৬

সকলের ছোটো বলে
ভাবে আপনারে,
পৌঁছায় সে অবহেলে
সিদ্ধির বিহারে।
নিজকে যে বড় ভাবে
অহংকার ভারে,
দিনে দিনে তলায় সে
অখ্যাত আঁধারে।

১৪৭

ঈশ্বরে যার মন নেই,
যার মনের দুয়ারে
মায়ার তালা,
সংসারের ঘানি ঘুরিয়ে
সাঙ্গ হয় তার
দিনের পালা ॥

১৪৮

অনিত্যে যার আসক্তি,
অসত্যে যার মন,
তার ভালোবাসা ক্ষণভঙ্গুর
কাঁচের মতন ॥

১৪৯

নিঃশেষে নিজেরে যত
করে যাবে দান,
পরম পাওয়ায় তত
পূর্ণ হবে প্রাণ ॥

১৫০

অলক্ষ্য কল্লোল-ধ্বনি
নিরবধি গায় এই গান,
ফিরে ফিরে আসি আমি
জীবন অনন্ত অফুরান ॥

১৫১

যে জন হয় মনে প্রাণে
তোমার অনুগত,
ভেঙে-গড়ে তারে তুমি
করো মনের মত ॥

১৫২

যে ভাবে খেয়া পার হবে ঢেউগুলি শান্ত হলে
কোনোদিন আসে না তার খেয়া পারের সময়।
যে ভাবে নামের শরণ নেবে
সংসারে শান্তির ফুল ফুটলে,
কোনোদিন নেওয়া হয় না তার নামের আশ্রয় ॥

১৫৩

একা একা* যে অজানার পথে
চলতে চায়,
পথ তার ফুরায় না, পথে পথে
তার দিন যায়॥

*শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—গুরুপদাশ্রয় ধর্মজীবন লাভে অব্যর্থ নিয়ম। কাণ্ডারীবিহীন তরণী যেমন সমুদ্রের অতলে তলিয়ে যায়, তেমনি গুরু ছাড়া যে ধর্মলাভ করতে চায়, তার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।২০।১৭

শাস্ত্রে আরো আছে—গুরুদত্ত নয় এইরূপ নামজপ প্রস্তরে বীজ বপনের মত নিস্ফল।

বৃহৎতন্ত্রসারে আছে—যে বই দেখে নিজে মন্ত্রসাধন করে, সে নরকগামী হয়।

১৫৪

অন্ধকার মানুষের ঘরে জ্বলুক আলো,
আমিও কিছু দেবো
এই বেদনা ক'জনের আত্মাকে কাঁদায় ?
শুধু নিতে চায়, পেতে চায়—
তাই মানুষ ধূলোর ধন কুড়িয়ে
অতি দরিদ্র জীবন কাটায় ॥

১৫৫

যে শুধু অন্যের দোষ দেখে
সে দোষের পঙ্কে তলিয়ে যায়,
সে দশের মন থেকে যায় সরে,
অপরাধের শত পাকে জড়ায় ॥

১৫৬

শুধু চায় আপনার সুখ,
সুখ তার কাছ থেকে দূরে রহে সরে।
বহুর সুখের চিন্তা জাগে যে অন্তরে,
সুখ তার দাস হয়ে পিছু পিছু ঘোরে।

১৫৭

যার নেই কোনো অভিমান,
মান ছেড়ে তিনি পান
দেবতার মান ॥

১৫৮

ইন্দ্রিয়ের দাস—কামনার আগুনে পোড়ে,
লোভের প্রহারে হয় বিক্ষত, ঘৃণার বিষে বিবর্ণ—
অসংখ্য কুৎসিত মায়ামূর্তি তার মনে কালি মাখে,
অসিদ্ধ কামনা প্রেত হয়ে ঘোরে,
দুঃসহ যন্ত্রণা ছড়ায় অন্তরে,
অগৌরবের অন্ধকারে দুঃখের মহানিশায়
অখ্যাত মৃত্যুর প্রান্তরে সে মুছে যায় ॥

১৫৯

দুঃখ দুর্গতি
আমন্ত্রিত অতিথি,
আমাদের কৃতকর্মের
অনুগামী ছায়া ॥

১৬০

মৃত্যুরে যে জানে
জ্ঞানের আলোক শান্তি
দেয় তার মনে
মৃত্যুরে যে করে ভয়
নিঃশব্দ গোপনে
মৃত্যু তারে গ্রাসে ক্ষণে ক্ষণে ॥

১৬১

বহুভাব ও অভাবের
চিন্তা মনে যার,
সিদ্ধভূমি দূরে রহে
চিরদিন তার ॥

১৬২

ভোগে ভুঞ্জে দিন আর
শুধু করে সুখ অন্বেষণ,
গর্দভের মত বহে
কীটদষ্ট দরিদ্র জীবন ॥

১৬৩

রূপে নয় ধনে নয়
মানুষ মহৎ হয় গুণে,
শাশ্বত শ্রদ্ধার পূজা
পায় অন্য মনে ॥

১৬৪

অবিশ্বাস করে গ্রাস
শান্তির আলোক,
অন্তরগুহায় জ্বলে
দুঃসহ নরক ॥

১৬৫

এটা চাই ওটা চাই
বহু চাওয়া মনে,
অতৃপ্তি-অঙ্গার তারে
দহে ক্ষণে ক্ষণে ॥

১৬৬

বাসনার বোঝাহীন
ধূলিসম
লঘু হলে মন,
অনন্তের সাথে তার
ঘটে নিত্য
আনন্দ বন্ধন ॥

১৬৭

বহু বাহু মেলে
বাসনা কুড়ায় যত সুখ,
বাড়ে তত অন্তরের
অশান্তি অসুখ ॥

১৬৮

সুখের পলিতে পড়ে চর,
দুঃখের তরঙ্গ ভাঙে তীর—
অসীমের পথে প্রাণ
খুঁজে পায় সমুদ্র শান্তির ॥

১৬৯

সংসারের সাজানো বাগানে
কখনো দিন দুপুরে ঘুঘু চরে,
কখনো শোকের কালো ছায়া ঘোরে,
আঘাতে ভাঙে ডালপালা,
কত কুঁড়ি, কচি ফল অকালে ঝরে—
কালের হাওয়ায় হয় শুষ্ক জীর্ণ।
দুঃখের শীতে সবুজ পাতা হলুদ,
হলুদ পাতা ঝরে দিনের দীর্ঘশ্বাসে।

আর উড়ে চলা সময়ের চতুর বায়স
একটি একটি করে খায় বয়সের সুপক্ক ফল
এর পর থাকে শুধু বুকজোড়া হাহাকার,
মৃত্যুর প্রতীক্ষার ক্ষমাহীন অন্ধকার॥

১৭০

দুর্দিনে যিনি নেন দুঃখের ভাগ
সবাই তাকে বন্ধু বলে জানে।
সুদিনে যিনি থাকেন পশ্চাতে,
তিনি জেনেছেন চলার সংকেত,
সবাই তাঁকে মহৎ বলে মানে।
যিনি সকল কাজে অগ্রণী
সূচনায় করেন বুদ্ধি চালনা,
দশজনকে ডিঙিয়ে দশের ভাবনা—
তিনি কখনো পান না বড়র সম্মান
ভোগ করেন বড় হবার যন্ত্রণা।
যিনি নিজেকে আড়ালে রেখে
দুঃখের রাতে আলো দেখান,
তিনিই আনন্দ-রাজ্যের পথিকৃৎ,
পুরোহিত বলে পান মান॥

১৭১

বাইরে অন্ধকার বোনে রাত্রি, বাসনা মনে,
যত বাসনা, তত অন্ধকার বাড়ে জীবনে।
বহু ভয়ের রাজ্যে হয় বাস, ভয় শুধু ভয়
নির্বাণহীন আগুণের মত গ্রাস করে হৃদয়।
যে ভয়ের দেশে সর্বদা থাকে ম্লান, ম্রিয়মান
কোনোদিন আলো হয়ে
ফোটে না তার প্রাণ।
সে পারে না ঈশ্বরের দিকে যেতে
স্থির থাকতে আপন সুখের জগতে।

ভয়ের শত ভ্রূকূটি তার মনের শান্তি,
মুক্তি ও আনন্দকে সর্বদা রাখে ঘিরে
রাত্রির মত দ্বারহীন দুঃখের শিবিরে।
বিপদে পা দেয় নতুন বিপদ-সীমায়।
সে আনন্দের দিনে দুঃখের রোদ পোহায়।
নিরন্তর যার মনে ঘোরে ভয়—বহু ভয়,
সে ভয়ের অন্ধকারে বসে নিতে পারে না
নিজের খবর,—ঈশ্বরের পায় না পরিচয়॥

১৭২

তোমার চোখে আকাশের নীল, কালো চুলে
রাত্রির অন্ধকার। প্রেরণার আগুন
তুমি জীবনের মূলে,
কত কল্পনার রঙে-ভরা
উজ্জ্বল দিনের তুমি গান।
কত স্বপ্নের, আদরের মোমে গড়া তুমি—
আরো কত স্তুতিতে মুখর হয় প্রাণ।

কোনোদিন তোমাকে ভুলব না—
কত মুখে এই শপথ শোনা যায়।
কথার রঙ ফুরাবার আগেই
বলা-কথা ভোলে, মনের রঙ ফুরায়।
কখনো সুখের ভাটায়
অ-সুখের ভাবনায় মনে পড়ে চর—

অঙ্কুর

কামনার ফুৎকারে নিভে যায় কল্যাণ-আলো,
•কেউ সুখের ছলনায় ভোলে ঘর,
মনের ফোটা রঙের ফুলগুলো অন্ধকারে ঝরে —
অতীতের স্মৃতি সুখের ছায়ায় ঢাকা পড়ে।
আবার দু'দিন যেতে না যেতে
নতুন মায়ায় জড়ায় মন,
সংসারের ভালোবাসা—রচে সুখের কুঞ্জবন।
একটু তাপ লাগলে ঝরে কুঁড়ি,
দিন শেষে শোনা যায় ঝরাপাতার হাহাকার।
একটু আঘাতে ভাঙে ডালপালা, বদলায় বাহার।
দু'দিন পর-পর হয় ফুলের আখর, ঋতু পরিবর্তন।

ইন্দ্রিয়ের দুয়ার খুলে শরীরের বাইরে এলে
দেখা যায় প্রেমের অমর মূর্তি।
যা সুখের আশায় থাকে না বসে,
দুঃখে পড়ে না ঝরে।
কোনো অভাবের তাপে শুকায় না,
হারায় না কোনো প্রলোভনের প্রান্তরে
সে-ই প্রেম,—আনন্দের মূর্তি হয় অন্তরে

১৭৬

বিপদে যে ধৈর্য ধরে
সাহসে যে রহে অচঞ্চল,
সুস্থির বুদ্ধির আলোয়
সে জানে বিপদ জয়ের
অব্যর্থ কৌশল ॥

১৭৪

প্রদীপের আলো নিভে গেলে
কী তার থাকে ?—শুধু অন্ধকার ।
নারী যদি হারিয়ে ফেলে
স্নেহ, সেবাবুদ্ধি, প্রেম, পবিত্রতা
আর পুরুষ তার বীর্য, ক্ষমা, দয়া, ধর্ম
সে যদি যোগাতে না পারে
সমাজকে সুন্দর করে গড়ার উপকরণ,
কোনো মহৎ আদর্শকে করে না ধারণ,
এদের জীবনকে ঘিরে থাকে
শুধু অগৌরবের অন্ধকার ।
ইন্দ্রিয়ের হাতের হয় খেলনা,
রঙ-করা স্থূল মাংসের পুতুল ।
ভোগের ঘরে কীটের আহার,
শেষে হয় অখ্যাত কালের ছাই অঙ্গার

১৭৫

কারো বুদ্ধি বড় জড়,
দৃষ্টি সংকীর্ণ, অতি ক্ষুদ্র মন,
শরীরটাই তার কাছে
এক বিশাল মায়ার ভুবন ;
বদ্ধমূল তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, এর গভীরে,
সে বাস করে সারাক্ষণ
ক্ষুদ্র শরীরের সুখের নীড়ে
হাড় মাংস রক্তে মজে মনকে হারায়
সহজে হাতের মুঠোয় পায় যা
সংসার সাজায় সেই সুখের খড়-কুটায়
নিজেকে যত রাখতে চায় দুঃখ থেকে দূরে
কেবল তলায় তলহীন স্বার্থের অন্ধকারপুরে।
সে আকাশে ডানা ভাসাতে, মুক্তির ভুবনে
অবারিত আলোর ফুল কুড়াতে পায় ভয়,

পেঁচার মত সে বাস করে
বাসনার অন্ধকার খোঁড়লে,
বড় ত্যাগ ও তপস্যার আলো তার কাছে দুঃসহ।
ছা-পোষা সংসারে স্তিমিত সুখের স্রোতে
সফরীর মত বাঁচে।
বড় জীবনের দায় ও দায়িত্ব প্রচুর,
শরীরটাই তার কাছে স্বর্গ,
ঈশ্বর থাকেন তার কাছ থেকে বহু দূর ॥

১৭৬

আলো নিরপেক্ষ
তাই সকল অন্ধকার তা দূর করে,
সকলকে সে পথ দেখায়,
অভয় জাগায় সবার অন্তরে
কাউকে করে না বিমুখ,
কারো কাছ থেকে থাকে না দূরে সরে—

নিরুক্ত

কুঁড়িকে করে কুসুম,
পূতিগন্ধ অন্ধকারের কীটও পায় তার প্রসাদ।
অন্ধকারের জঠর থেকে সুন্দরকে করে প্রকাশ,
রুগ্ন পীড়িত আত্মাকে করে সুস্থ—
অন্ধকারের ব্যাধি ভয় বিকার করে নাশ।
সেজন্য দিকে দিকে আলোর জয়ধ্বনি।
আলো নিরপেক্ষ,—তাই সে হতে পারে সবার,
উজ্জ্বল করে সব পথ চলার।
কী অপার নিরপেক্ষতার শক্তি,
যে নিরপেক্ষ সে যেতে পাবে সব মনের কাছে—
মনের যা না-জানা
সেও হয় নিরপেক্ষ মনের আলোয় হয় জানা।
সবার ঘরে, সমাজ-মন্দিরে আলো জ্বালবার,
ঈশ্বরের মুখোমুখি বসার পায় অধিকার॥

১৭৭

একটা অলৌকিক কিছু দেখলে
ঈশ্বরে বিশ্বাস হবে যারা বলে
বিশ্বাসের রাজ্যের অনেক দূরে
বাস করে তারা,—চোখ মেলে
চাইলেই দেখা যায় কত অলৌকিকের আলো
ছড়িয়ে আছে চারধারে—কী মায়ায়
সবুজ ডালে ফোটে হলুদ ফুল,
কত রঙ তার পাপড়িতে—প্রজাপতির ডানায়।
ক্ষুদ্র প্রাণকণায় লুকিয়ে থাকে বিপুল জীবন,
গর্ভের অন্ধকারে বাড়ে—
বড় হয়ে সে আনন্দের স্রোত বেয়ে
বেরিয়ে আসে আলোর পাবাবারে।
আলোয় আমরা দেখি,
অথচ অপরূপ রাত্রির আকাশ
লুকিয়ে থাকে দিনের আলোর গভীরে।

নিরুক্ত

অসীম মন বাঁধা পড়ে আছে ক্ষুদ্র শরীরে,
রৌদ্র হয় রঙ, মাটি হয় ফুল, ফুল রসের ফল,
কত বাধার পর্বত ভাঙে
আকারহীন তরল নদীর জল।
অনন্ত এই রহস্যের রাজ্যে কার মন ঘোরে,
কে জানতে চায় কেমন করে সৃষ্টি ভাঙে,
নতুন ভুবন গড়ে ?
উজ্জ্বল মন্ত্রবীজে পবিত্রতার
গর্ভ থেকে জন্ম নেয় বিশ্বাস।
অলৌকিকের আলোয় নয়,—
শুদ্ধ আত্মার মধ্যে তার নিত্য বাস॥

১৭৮

রাত্রির সমস্ত অন্ধকার মোছে সূর্য।
ঈশ্বরের আলো মুছে নিতে পারে না
একটি মনের দুঃখের অন্ধকার ?
বাতাস প্রকাণ্ড মহিষ-মেঘগুলোকে
নিমেষে কোথায় তাড়িয়ে নিয়ে যায়।
দুশ্চিন্তার শকুনছায়া গুলো
সরিয়ে দিবে না তাঁর প্রসন্ন হাত,
সৃজন-প্রলয়কারী ক্ষণ-ইচ্ছার প্রপাত ?
বৃষ্টিধারায় ভিজে সরস হয় ধূলি-রুক্ষ মাঠ
যন্ত্রণার আগুনে পোড়া তোমার একটি মনের মাটি
ভিজবে না তাঁর করুণা-ধারায় ?
জয় করো সংশয়, ধ্যান করো তাঁকে
আশ্চর্যের আলো পাবে প্রাণলোকে,

নিরুক্ত

শক্ত ভক্তির ভূমিতে দাঁড়ালে—সবই মেলে
শক্তি, জ্ঞান, অমর প্রেম—
ক্ষুধার অন্ন, শান্তির আশ্রয়
পার্থিব আর অপার্থিবের প্রসাদ মেলে অবহেলে ॥

অঙ্কর

(দ্বিতীয় খণ্ড)

অঙ্কুর-২

১

প্রেম জ্বেলে দেয় ধূলোর প্রদীপে
অমর আলোর শিখা,
রূপ ও অরূপে বিশ্বরূপকে
চরাচরে যায় দেখা ॥

২

দিব্য জীবনের আলো
ধর্ম করে দান,
সীমা ও অসীমে রচে
আলোর সোপান।
আনন্দঅমৃতে করে স্নান
দেহ মন প্রাণ ॥

৩

সত্য জ্বলে ধূর্জটির
অগ্নিনেত্র সম,
নাশ করে অমঙ্গল
অন্তরের তম ॥

৪

সুখ দুঃখ যেন তারা
দুই ভাই-বোন,
সুখ যত বাড়ে
তত বাড়ে
দুঃখের দহন ॥

৫

কামকেলি আনে ক্লান্তি ক্ষয়।
প্রেম, সহস্র রজনী দহে
রেখে যায় আনন্দের
অমর সঞ্চয় ॥

৬

যে ভুলকে ভয় করে,
সে হয় না বার বার
ভুলের শিকার।
ঈশ্বরে যার ভয়—
তাকে গ্রাস করে না
পাপের অন্ধকার ॥

৭

নামে হয় মন আলো,
প্রাণ হয় গান,
প্রেমের আনন্দস্রোতে
দেহ মন
করে পুণ্যস্নান ॥

৮

বন্ধুর প্রাণেতে হলে
প্রাণের মিলন,
ছিন্ন হয় জীবনের
মায়ার বন্ধন ॥

৯

সৃষ্টির আড়ালে সদা
রহেন বিধাতা,
তাই তাঁর এত রূপ
এত বিপুলতা ॥

১০

অঙ্গরাগ
ঈশ্বর-অনুরাগকে
করে ম্লান,
অন্ধকারে ঢাকে
অমৃত প্রাণ ॥

১১

নামে দেহ হয় দিব্যধাম,
প্রাণ মধুক্ষরা গান,
আত্মা হয় আলো
আলোর নির্ঝরে করে স্নান ॥

১২

যে রাখে না অন্যের খবর, তার হৃদয়
ঢাকা পাথরে।
যে রাখে না নিজের খবর অন্ধকারে
সে ঢাকা পড়ে ॥

১৩

সত্য চলে তমোহর
দীপ্ত আলো হাতে,
সিদ্ধি সেবকের মত
পশ্চাতে পশ্চাতে ॥

১৪

দীনতা অন্তরে জ্বালে
অনির্বাণ অমৃত আলোক,
দম্ভের দেয়াল রচে
নরকের অন্ধ নিরালোক ॥

১৫

দিন রাত্রি মাসকে বাদ দিয়ে
যেমন বর্ষ গণনা,
ধর্মকে বাদ দিয়ে তেমনি
শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা ॥

নিরুক্ত

১৬

নাম করে সুদুর্লভ
প্রেম ভক্তি দান,
সর্ব দুঃখ করে নাশ,
মুক্ত করে প্রাণ ॥

১৭

অহংকার-ছিদ্র পাত্রে
অমৃত না রহে,
উদ্ধতের দম্ভ-চূড়া
বহু তাপে দহে ॥

১৮

সংসার যখন করে
কঠিন বঞ্চনা,
সত্য দেয় শক্তি প্রাণে
দিব্যনাম
দুঃখের সান্ত্বনা ॥

১৯

যেখানে অনেক আড়ম্বর
সেখানে বড় সংকীর্ণ
অন্তরে প্রবেশের পথ।
সেই মায়ায় ঘেরা
মনের বাইরে থাকে
জগন্নাথের রথ ॥

২০

নাম এক হিরন্ময় পাখি
অমূল তরুর শাখে
ফোটায় আলোর ফুল,
আনন্দ-প্রভাত আনে ডাকি ॥

২১

বিলাসীর ভালোবাসা বহুবর্ণ স্বপ্নের মতন,
ক্ষণকালের মায়া শুধু—নয় চিরকালের ধন

২২

বহু ভাষণে মন হয় ঘোলা,
তেজ হয় হ্র'স।
মৌনতা মনের রবি—
ভাবের ও জ্ঞানের
করে প্রকাশ ॥

২৩

নারীর হৃদয়,
বৈরাগ্যে বশ হয় ॥

২৪

রহস্যের রাজ্য নারীর মন,
রাত্রির অন্ধকার নদীর মতন।

২৫

নামের রসে সরস হলে
মনে সোনার ফসল ফলে ॥

২৬

ভোগের তাপে হৃদয় শুকায়,
দুখের তাপে হৃদয় গলায় ॥

২৭

প্রেমমুগ্ধ মন করে বাঞ্ছিতের তরে
বহুবেদনা বরণ,
মায়ামুগ্ধ মন করে এখানে ওখানে
সুখ অন্বেষণ ॥

২৮

কু-অভ্যাস মরণ-ফাঁস,
ঘটায় যত সর্বনাশ ॥

২৯

মন হাঁটে মনে মনে,
কথা হাঁটে কানে,
শূন্যে ভর দিয়ে হাঁটে
নিন্দা সবখানে ॥

৩০

নিরন্তর বাস যার সুমঙ্গল নামের মন্দিরে,
দুঃখ তার দ্বার থেকে বার বার দুঃখ নিয়ে ফিরে ॥

৩১

আমি নিয়ে গর্ব করি যত
আপনার অধিকার তত খর্ব করি,
আমির আড়াল ঘুচে গেলে
আত্মা জাগে বিমোহন বিশ্বরূপ ধরি ॥

৩২

অস্থির মন অস্থির কারাগারে
দিনরাত মাথা কোটে,
জানে না ঘরের খবর
ঘটাকাশে কোথা প্রাণ-সূর্যের
অমৃত আলোক ফোটে ॥

৩৩

প্রেম যত মুক্তি দেয়
অচ্ছেদ্য বন্ধন
অন্তরে অন্তবে বচে—
অনন্ত মিলন ॥

৩৪

একাকী আঁধারে
যে ফুল ফোটাও তুমি,
সেই নিয়ে করে
গর্ব এ বনভূমি ॥

৩৫

দুঃখের গভীরে থাকে
দুঃখের সান্ত্বনা,
দেখা যায় দিশারীর মুখ
দুঃখের আলোকে।
চেনা যায় চলার নির্ভুল পথ,
পৌঁছি শান্তি-সূর্যালোকে ॥

৩৬

আকাশ ধূলোয়
ঢাকে ক্ষণিকের তরে,
নিন্দার ধূলো
লেগে রয় অন্তরে।
সে আঁধারে পাপ
শয়তান একা ঘোরে॥

৩৭

মাটি দিয়ে গড়া দেহ
মায়া ঘেরা মন,
মহতেরও হতে পারে
স্খলন পতন।
সে-ই পাপী,
যে নানা ছলনায়
আপনার কৃতকর্ম
ঢাকা দিতে চায়॥

৩৮

মৃত্যু—
জীবন থেকে
নবজীবনে
উত্তরণের সেতু ॥

৩৯

শ্রদ্ধার আলো নিভে গেলে
সে দেখতে পায় না ঈশ্বরের মুখ,
অশ্রদ্ধার অন্ধকারে বাড়ে মনের অসুখ
যা মহৎ—তার অনেক কিছুই
তার কাছে মনে হয় মূল্যহীন।
যা মূল্যহীন—তাই নিয়ে কাটে তার দিন ॥

৪০

অবিশ্বাসী অবিরাম
অনিশ্চিত অন্ধকারে ঘোরে,
আস্তিক জীবনামৃত
খুঁজে পায় আপন অন্তরে ॥

৪১

আপনি রেখেছ করে
আপন পূজার আয়োজন,
অনন্ত ঐশ্বর্যে পূর্ণ সৃষ্টির অঙ্গন—
আমরা যা দেই তাহা অকিঞ্চিৎকর
সেও তব ধন।
এ দিয়ে তোমারে ঋণী করিবারে চাই,
অশেষ পাওয়ার দাবী অন্তরে জানাই ॥

৪২

অনিত্য সুখের পুঞ্জ
অক্লান্ত যে করে আহরণ,
মৃত্যুর মন্ত্রণা তার
ব্যর্থ করে বার বার
যত আয়োজন ॥

৪৩

নিরন্তর অন্তরে যে শোনে
মৃত্যুর পায়ের ধ্বনি,
দেখে দিবালোকে ছায়া মুখ,
মায়া তার ঘর ছাড়ে,
বাহির দুয়ারে
সুখ থাকে স্তব্ধ নতমুখ ॥

৪৪

পাপিষ্ঠের পা
দাঁড় ভাঙা না।
কেবল ঘোরে
পাপের ভরে।
কাদা ছড়ায়
দশের ঘরে ॥

৪৫

অভক্তের দুঃখ বাড়ে
দুঃখের প্রহারে ;
মায়া আবরণ টুটে
মোহমুক্ত ভক্ত দেখে
অন্তরে তোমারে ॥

৪৬

অভিমানশূন্য মন
অনন্তের বিহার-অঙ্গন,
পদপাতে তাঁর
সেইখানে নিত্য ফোটে
আনন্দ-মন্দার ॥

৪৭

অকিঞ্চন ভক্তের হৃদয়
আনন্দের উদার উদ্যান,
শান্তি ঝরা আশ্রয় আর্তের
দেবতার নিত্য-লীলাস্থান

৪৮

অচিন্ত্য প্রকৃতি জ্বালে
ভৌতিক বর্তিকা,
অনিত্য সংসারে রচে
নিত্য প্রহেলিকা।

৪৯

যা সুন্দর ও শুদ্ধ করে মন
ধর্ম বলি তারে
বাস করে সত্যের গভীরে
আত্মার গুহায়।
জ্যোতির্ময় রূপে তার
অন্তরের রজনী পোহায়॥

৫০

সুখে বাড়ে ভোগ,
দুঃখে বাড়ে যোগ॥

৫১

যে জন জপে শ্বাসের মালা
তার কি থাকে জীবন-জ্বালা ?
ছয় কুটিরের খোলে দুয়ার,
গোপনপুরের ঘোচে আঁধার ॥

৫২

এক পথ রুদ্ধ হলে দুঃখ আসে দ্রুত
অন্য পথ ধরে,
অমিত নামের শক্তি, নামের প্রসাদে
সর্ব দুঃখ হরে ॥

৫৩

যে মরে, সে স্মৃতি হয়ে বাঁচে।
যে মন থেকে যায় মরে,
সে বেঁচে থেকেও থাকে
অনেক—অনেক দূরে ॥

৫৪

ভোগে হয় যোগ-এর বিয়োগ,
বাড়ে মনের বিকার, বিষয়-রোগঃ॥

৫৫

বহির্মুখী যাদের মন
বিলাস-ব্যসনের বশ—
ওরা মানুষ হয় না,
হয় রঙ-করা মুখোশ ॥

৫৬

দেহের মিলনে দেহের সৃষ্টি
সে হয় অতি ক্ষুদ্র মানুষ
কখনো পশু কখনো ফানুষ।
প্রেমের মিলনে প্রেমের দান
সে হয় অমৃতের সন্তান ॥

৫৭

অগ্নি নিভে গেলে পরে
স্তব্ধ হয় সৃষ্টির স্পন্দন,
দুঃখের উত্তাপ গেলে
ব্যর্থ হয় সমস্ত জীবন ॥

৫৮

নিত্যস্নাত হ'লে প্রাণ
নামের অমৃতে,
ঈশ্বর ফোটান ফুল
মনের নিভৃতে ॥

৫৯

ইন্দ্রিয় তর্পণে,
আত্মার অসুখে
ঈশ্বর বিমুখতা
বাসা বাঁধে বুকে ॥

৬০

বহুমুখী দুঃখের পথ
রোধ হয় না ধনে,
দুঃখ দুয়ার খুঁজে পায় না
নামাঙ্কিত মনে ॥

৬১

যে অন্তরে নিখাঁদ সোনা
স্বভাবে যে মাটির মতন,
সে পায় সবার মান
দেবতার অমর আসন ॥

৬২

যেখানে দীপের আলো জ্বলে
সেখানে থাকে না অন্ধকার,
যে মনে নামের আলো জ্বলে
সে হয় না মায়ার শিকার ॥

৬৩

দৈন্যের ভূষণে যবে আপনারে ঢাকি,
ঈশ্বর ললাটে দেন জয়টিকা আঁকি ॥

৬৪

যার কোন চাওয়া নেই রহে তার তরে
শ্রদ্ধার আসন পাতা সবার অন্তরে ॥

৬৫

মহিষ আরাম খোঁজে
ঘোলা জলে
পঙ্কিল ডোবায়,
বিষয়ীর মন মজে
অনিত্য বস্তুর পুঞ্জে,
ক্ষুদ্র পিপাসায় ॥

৬৬

কোন্‌খানে চির রাত্রির অন্ধকার ?
স্বার্থের প্রাচীরে ঘেরা মন যার ॥

৬৭

মোহমুগ্ধ কাণাকড়ি
খোঁজে নিরন্তর,
দেখে না সম্মুখে তার
অনির্ণীত অন্ধকার
মৃত্যুর গহ্বর ॥

৬৮

দুঃখদীপ্ত মুহূর্তের
মণিময় আলো
নিঃশেষে মুছিয়া নেয়
অন্তরের কালো ॥

৬৯

ঈর্ষার সুতীব্র জ্বালা
দগ্ধ করে প্রাণ,
প্রেম দেয় জয় তার
গৌরব মহান্ ॥

৭০

আজ যা আছে
কাল থাকে না,
এ সত্য জানলে যায়
দশ ভাবনা।
বিচলিত হয় না সে
সুখের অভাবে,
দুঃখের আবির্ভাবে ॥

৭১

মনের পাপ মুখে ফোটে
মনে রয় না ঢাকা,
পাপকে গিলে খায় পাপ
পাপের ঝম্প ফাঁকা—
কাতর করে পাথর বোঝাই
মিথ্যা কথার ঝাঁকা ॥

৭২

আনন্দের পদ্ম ফোটে
প্রেমের মৃণালে,
দুর্বিষহ নরকাগ্নি
হিংসা প্রাণে জ্বালে।

৭৩

মহত্ত্ব বিহীন মন মহতকে করে অস্বীকার।
সাজায় হাজার শব্দে ছিদ্রময় দুষ্টের সংসার

৭৪

সংসারের হাটে
যে বিনা মূল্যে
কিছু পেতে চায়,
প্রতারিত ভিক্ষুকের মত
শূন্য হাতে নেয় সে বিদায় ॥

৭৫

আনন্দ বাঁচার অগ্নি উৎসব ইন্ধন,
আনন্দের উৎস গেলে মজে
বিষাদের মূর্তি মনে ঘোরে অগণন—
ব্যস্ত হাতে মোছে প্রাণ-সূর্যের কিরণ

৭৬

মিলনে কাছের মানুষ
কাছে থেকে রয় বহুদূরে।
বিরহে দূরের মানুষ
অন্তরের চির অন্তঃপুরে ॥

৭৭

মন তুরন্ত অশ্ব
যদি হয় সে বশ্য
করে সে দিগ্বিজয়
শোক ও শঙ্কা ভয়
মন মন্থিত অমৃত
আর আনন্দ অক্ষয় ॥

৭৮

অলখ দেহ নাম ছড়ায়
আলোর পূর্ণিমা,
অকিঞ্চনে বিলায় অমৃত
অনন্য মহিমা ॥

৭৯

ইন্দ্রিয়ের মায়াপথে
যে চতুর খোঁজে
আনন্দ প্রচুর,
সে অভাগা হয় ঘৃণ্য
শিকার মৃত্যুর ॥

৮০

মেঘ সরে বাতাসে।
দুশ্চিন্তার ছায়া সরে
ঈশ্বর-বিশ্বাসে ॥

৮১

মনের মধ্যে মাছির মত বহু চাওয়ার খাই।
চাটুকথায় চর্চিত কান, বুকে নেই ভাবনার চাই
ভোগের চায় বিপুল বহর, আহ্লাদ আটখানা,
লোভের ঘরে খিল পড়ে না, আশার ঘরে মানা
এরা ঈশ্বরের ডাক শোনে না, চেনে না ঈশ্বর,
সুখের সঙ্গে খেলে পাশা, রতির সঙ্গে ঘর ॥

৮২

ঈশ্বরের আলো নিভে গেলে অন্তরের গুহায়
দুরন্ত রিপু জন্তুর মত গা ঢাকা দিয়ে বেড়ায়
একটু সুযোগ পেলেই দয়াহীন ধারালো দাঁতে
সুতীক্ষ্ম নখে হৃদয়কে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়,—
বিপন্ন করে অস্তিত্ব, বহু ভয় মনকে তাড়ায় ॥

৮৩

বিপদে যা দেয় না অভয়,
সংযত রাখে না সম্পদের সময়,
মনের নিরালায়, বাহিরে পথ চলায়
সত্যের আলো জ্বালে না,
সে বিদ্যা অকাজের আবর্জনা ॥

৮৪

আলোর পথে গা ঢাকা দিয়ে চলা যায় না,
সে পথে পৌঁছা যায় আনন্দের গোপন পুরে।
অন্ধকারের পথে গা ঢাকা দিয়ে চলা যায়,
—সে পথ কুটিল, যাওয়া যায় না বেশি দূরে ॥

৮৫

যার নেই ধর্মভয়, বহু ভয় তাকে করে গ্রাস ;
দিনরাত সে মহাভয়ের রাজ্যে করে বাস ॥

৮৬

আহারের দোষে যত
বিকার ঘটায়,
রিপুর দাসত্ব করি
বৃথা দিন যায়॥

৮৭

ইচ্ছা যার অধীন
তিনিই স্বাধীন।
ইচ্ছার অধীন
রিপুর দাস—
হীন পরাধীন॥

৮৮

মানুষ গা-মানুষ হয়
বিষয়ের ধূলো কাদায়।
ঈশ্বর-অনুরাগের আলো
অন্তরে সোনা ফলায়॥

৮৯

রৌদ্র-দগ্ধ দিনে তরু ছায়া দেয়
পথিকের 'পরে,
দুর্দিনে সান্ত্বনা দেন মহৎ মানুষ
আর্তের অন্তরে ॥

৯০

ঈশ্বর ধরায় বাস করেও অধরা,
কাছে থেকেও থাকেন অনেক দূরে
অগোচরে সবার অন্তঃপুরে।
যিনি অনেকের মধ্যে বাস করেন
অথচ আকাশের মত নিরাসক্ত,
সবার বন্ধু হয়েও বন্ধনমুক্ত,
চলেন ত্যাগ ও প্রেমের পথ ধরে,
তিনি বাস করেন সবার অন্তরে ॥

৯১

আনুগত্য বিনা রিপু বশ নাহি হয়,
স্বেচ্ছাচারী নাহি লভে ব্রহ্মপদাশ্রয় ॥

৯২

মানুষের দান
দু'দিনের অভাব মিটায়,
ঈশ্বরের দান
চিরকাল অভাব ঘুচায় ॥

৯৩

দুষ্টলোক মাছির মত
অন্যের দোষ-ত্রুটির
ক্ষত করে অন্বেষণ।
আর সাধু করেন
অন্যের গুণ দর্শন ॥

৯৪

সূর্য শুধু মুছে নেয়
রাত্রির তিমির,
নাম করে আলোকিত
অন্তর বাহির ॥

৯৫

প্রেম হৃদয়-গহনের
গোপন গূঢ় ধন।
অপার তার রস,
অশেষ তার দহন॥

৯৬

ঈশ্বরের আলো নিভিয়ে যারা
অন্ধকারে খোঁজে সুখের আলয়,
এরা পথহীন প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে
অন্তিম অন্ধকারে নেয় আশ্রয়॥

৯৭

অধিক আহারে হয়
দেহ জীর্ণ নিত্য আয়ুক্ষয়,
খাদ্যবস্তু পরিপাকে
শক্তির অনর্থ অপচয়॥

৯৮

প্রেম নয়, গান নয়
ধূলোমাখা প্রাণ,
মহতের সঙ্গে হয়
সেও মূল্যবান ॥

৯৯

দিনের আলোর পদক্ষেপে
অন্ধকার দূরে যায় সরে,
প্রেমের পবিত্র আবির্ভাবে
খোলসের মত কাম ঝরে ॥

১০০

ভূমায় সুখ।
অল্পে বাড়ে শুধু
অভাব অতৃপ্তি,
আত্মার অসুখ ॥

নিরুক্ত

১০১

ধর্ম কথার বর্ম গায়
মর্ম ধূ ধূ ফাঁকা,
ধর্মপথে পদ্ধ গ্রাসে
ফাঁকা কথার চাকা ॥

১০২

অসৎ সঙ্গে বাড়ে
মনের অন্ধকার।
সৎসঙ্গে খোলে
আনন্দের দুয়ার ॥

১০৩

মুহূর্তের মণি দিয়ে
মালা হলে গাঁথা,
আপনার কণ্ঠে তাহা
রাখেন বিধাতা ॥

১০৪

ছায়া হয়ে করে বাস অসংখ্য বাসনা,
মূর্তি দেয় তারে যুক্ত অক্লান্ত সাধনা ॥

১০৫

চিত্ত যার ধৌত ধ্রুব সত্যের আলোয়,
সে-ই বীরের মতন বাঁচে।
পাপবিদ্ধ মন থাকে ম্লান, ম্রিয়মাণ,
নিচু হয়ে সকলের কাছে॥

১০৬

ধৈর্যহীন মনে মুহূর্তে নিভে
বিচারের আলো,
বুদ্ধি পথ হারায়, মন্দ-ভালো
চেনার থাকে না শক্তি,
সুখের ছলনায় হয় প্রতারিত,
একটু দুঃখের তাপে অভিভূত।

১০৭

যারা থাকে দলের ভিতর,
ওরা মিথ্যা বলে নিরন্তর।
যাদের নেই ভেদ বিরোধ,
চালায় তাদের সত্যবোধ॥

১০৮

অতৃপ্তি আত্মার বন্ধু
চলে পুণ্য পথে,
খোলে দিব্য
আনন্দের দ্বার।
ব্যাভিচারী অসন্তোষ
চলে বহু পথে,
কুড়ায় সে
ক্ষোভের অঙ্গার ॥

১০৯

ইন্দ্রিয়ের দাস যারা আপনারে
শ্রেষ্ঠ মনে করে,
কালের বিদ্রূপ রহে বিস্মৃতির ছাই
তাহাদের তরে ॥

১১০

ঈশ্বরের বিধানের অধীন হয়ে চলে যারা,
সহজভাবে স্বভাবের মধ্যে করে বাস।
সেজন্য অনায়াসে কুঁড়ি হয় কুসুম—
রঙ রূপ গন্ধ বিলায়।
ছোটো পাখির ছানা একদিন হয় পাখি,
আকাশের নীলে,
আলোয় করে স্নান, গান গায়।
কঠিন আবরণ ভেদ করে
বেরিয়ে আসে গুটিপোকা,
হয় এক আশ্চর্য সুন্দর প্রজাপতি,
অফুরন্ত প্রাণচাঞ্চল্যে
লীলা-লাবণ্যে ঘোরে ফুলের পাড়ায়॥
শিশুতরু হয় বিশাল বৃক্ষ—আনন্দ-ছন্দে
মেলে দেয় ডালপালা আকাশের দিকে,
অফুরন্ত সবুজে ফুল ফলে হয় শোভিত।

কিন্তু মানুষ বার বার লঙ্ঘন করে
বিধাতার মঙ্গল বিধান,
সেজন্য সব মানুষ হয় না মানুষ,
মানুষকে অসুন্দর করে মাটির কলুষ

১১১

দুঃখের শীতে পাতা ঝরে,
আবার আসে বসন্ত,
দুঃখের প্রসাদে হয়
সকল দুঃখের অন্ত ॥

১১২

সত্যকে হনন করে যে,
গোপন পাপের দহন
সঞ্চারে যন্ত্রণা-বিষ
ব্যর্থ করে সমস্ত জীবন।

১১৩

পাপ অন্ধকার পথে ঘোরে,
সত্য চলে রাজপথ ধরে ॥

১১৪

বিষয় নিয়ে যে বেশি ঘাঁটায়,
তার বুক বিঁধে বিষের কাঁটায় ॥

১১৫

বৃক্ষের সৌন্দর্য তার
পত্র-পুষ্প মধুগন্ধ ফলে,
মানুষ সুন্দর হয়
সত্য প্রেম ত্যাগের অনলে

১১৬

যে মন জলের মত
সুলভ সুখের ঢলে
গড়িয়ে চলে—
তার অন্তিম আশ্রয় হয়
দুঃখের অতলে ॥

১১৭

রিক্তপত্র ফুলফলহীন
শুষ্ক শাখার মতন
বহে ব্যর্থ জীবনের ভার
ইতর উদ্ধত জন ॥

১১৮

আনুগত্য সুমঙ্গল
সিদ্ধির সোপান,
দেবত্বের ধ্রুব ধন
চিত্তে করে দান ॥

১১৯

সংসার ছায়া-মায়ায় গড়া,
সত্য থাকে মায়ার গভীরে।
যে পেয়েছে সত্যের সংকেত
সে বেগার খাটে না পঞ্চভূতের ঘরে
উদয়াস্ত দয়াহীন সুখের তিমিরে ॥

১২০

নাম অমৃতের মূল,
অমূল তরুর শাখায়
ফোটায় তা রসময় ফুল।
শ্রদ্ধা জ্ঞান প্রেম ভক্তি
শত শাখা মেলে
রূপ নেয় বিরাট বিপুল ॥

১২১

নামে অভাব যায়, স্বভাব বদলায়,
মাটির মানুষ হয় দেবতা।
শক্তির মুক্তি, প্রেমের পূর্ণতা,
আর জ্ঞানের উদয়—
জীবনকে দেয় পরম জীবনের সন্ধান,
অফুরন্ত অমৃত প্রসাদ করে দান ॥

১২২

দুঃখের মহৎ শিক্ষা
যে করে না গ্রহণ,
সে চির দুর্ভাগা।
বহুরূপে ছায়ার মতন
দুঃখ তার ফেরে পিছু পিছু—
সে হয় বার বার,
দুঃখের করুণ শিকার ॥

১২৩

নিবাত দীপের আলোয়
দেখা যায় অকম্পিত ছায়া,
অচঞ্চল মনের আলোয়
শাশ্বত সত্যের রূপ
নেয় দিব্য ভাবময় কায়া ॥

১২৪

আলো থেকে আলো জ্বলে
প্রাণ থেকে প্রাণ,
অন্তর শোধন করে মহতের
দিব্য অনুধ্যান ॥

১২৫

আগুনে না পোড়ালে প্রয়োজনের
সামগ্রী হয় না মাটির বাসন,
দুঃখের তাপ না পেলে সোনা হয় না
মাটির খাদ মেশানো মন ।
দুঃখকে এড়াতে গেলে জীবন হয়
মূল্যহীন ধূলো-কাদার মতন ॥

১২৬

আশা গেলে, মিটে
সকল আশা ।
মন খুঁজে পায়
শান্তির বাসা ॥

১২৭

যে জেনেছে সর্বশক্তিমান
তিনি বিশ্বনাথ,
ভিক্ষুকের মত .
প্রসারিত করে না সে
অন্যের দুয়ারে
অবাঞ্ছিত প্রার্থনার হাত ॥

১২৮

যারা শরীরসর্বস্ব, যাদের বুদ্ধির এলাকায়,
বিচারের ভুবনে আলো থাকে অনুপস্থিত—
শান্তি, প্রেম, আনন্দ, এসব তাদের কাছে
শুধু মূল্যহীন কিছু মাটির ঢেলা।
অর্থের শক্তিকেই তারা বড় করে দেখে,
রঙকরা মিথ্যার পুতুল নিয়ে করে খেলা।

১২৯

যিনি ধর্মের কথা বলেন
অথচ নিজে তা পালন করেন না
তিনি অধার্মিক অপেক্ষাও ভয়ংকর,
তিনি বর্ণচোরা—
শুধু নিজেরই অহিত করেন না,
অন্যের অহিত করার পান প্রচুর সুযোগ।
যিনি অন্যকে এ পথে চলতে করেন না উৎসাহিত,
ঘরের মানুষকে করেন না এ পথে পরিচালিত,
তিনি নামের শক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ,
তিনি ধার্মিক নন, ধর্মযন্ত্র ;
অন্তর থাকে অনুপস্থিত, শুধু করে যান
আচার অনুষ্ঠানগুলি,
খাঁচার পাখির মত বলে যান তিনি শেখানো বুলি ॥

১৩০

ঈশ্বর বন্ধন দিয়ে খোলেন বন্ধন—
বন্ধুর মিলনে হয় মায়ামুক্ত মন।
অন্তরের সকল বন্ধন যায় টুটে,
বন্ধুরূপে আপনার রূপ ওঠে ফুটে॥

১৩১

আগুন জ্বলছে কিন্তু উত্তাপ নেই,
তা আলো নয়—আলেয়া আলোর শিখা।
প্রেম আছে কিন্তু বৈরাগ্য নেই,
তা প্রেম নয়—ছলনাময় মরীচিকা॥

১৩২

সৎ-এর এক পথ,
সে পৌঁছে তার আকাঙ্ক্ষার
আলোর মন্দিরে।
শয়তানের অনেক পথ,
চিরদিন সে
শেষহীন পথে পথে ঘোরে॥

১৩৩

প্রতীক্ষার দীপ জ্বেলে প্রাণ
পার হয় বহু ব্যবধান।
যুক্তি করে তর্ক ছত্রখান।
বুদ্ধি দেয় শত সমাধান।
আদর্শের আলোনেভা প্রাণ
পায় না সুস্থির কোনো ঘর
কোনো ঘরে সুখের সন্ধান॥

১৩৪

আদর্শের মৃত্যু যেন
আত্মহত্যা সম
গাঢ় অন্ধ তম।
আদর্শবিহীন জীবন
আলো-নেভা
দীপের মতন॥

১৩৫

যেখানে লজ্জার বাঁধ, সেখানে অপূর্ণ থাকে সাধ,
অন্তর পায় না বহুমুখী আনন্দের পথে অবাধ
বিহারের সুযোগ, পায় না মিলনের পূর্ণতা-প্রসাদ।
যে ভোগের ঘরে বাস করে—সে চায় লজ্জার আড়াল
সেখানে কাম রচে তার সংসার, ফেলে মায়াবী জাল।
দিব্যঘরে মনসাকাঁটা লজ্জা—কামের ছদ্মাবরণ।
দিনের আকাশের মত নির্মল, নিরাবরণ হ'লে মন—
সেখানে ঝরে ঈশ্বরের আলো, লজ্জার হলে অবসান
আত্মা আনন্দের জগতে করে অবাধ বিচরণ,
অজস্র আনন্দধারায় করে মুক্তিস্নান ॥*

* লজ্জা অতিক্রম করিতেই হইবে। লজ্জা থাকিলে কাহারো কিছু হইবে না। যেখানে বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ কুণ্ঠা নাই—সেখানে ভগবান বাস করেন।—শ্রীশ্রীবিজয়মঙ্গল।

ভেদবুদ্ধি যাদের প্রবল, তাদের লজ্জা, ঘৃণা, ভয় অধিক।

১৩৬

ভোগী তার প্রয়োজনের অশান্ত তাগিদে
অক্লান্ত করে যায় বহু আয়োজন,
আর মহৎ বহুর আনন্দের আয়োজনে
আপন প্রয়োজন করেন বিসর্জন ॥

১৩৭

বাইরের জগতকে দেখা যায়
সূর্যের আলোয়,
অন্তরের আলোয় পাওয়া যায়
ঈশ্বরের পরিচয় ॥

১৩৮

উজ্জ্বল খর জ্ঞানের খড়্গে
যার হয় তমোনাশ,
বাহির ভিতর সকলই সে দেখে
ঘোচে তার মায়াপাশ ॥

১৩৯

মন যত রয় বশে,
পূর্ণ হয় ভাবে-রসে

১৪০

আমরা মৃত্যুর কাছে পাই
অমৃতের দীক্ষা,
দুঃখের কাছে মহৎশিক্ষা।
গোষ্পদে সূর্যের প্রসাদ,
অনুর ঘরে অনন্তের সংবাদ।
বিন্দু দেয় সিন্ধু উপহার,
কণাধূলি রচে সোনার সংসার
কিন্তু মানুষ বড় দরিদ্র হয়ে বাঁচে
কেউ ধনে, কেউ মনে,
যে দিতে চায়, দিতে পারে না অভাবে,
যে দিতে পারে, সে দেয় না স্বভাবে॥

১৪১

যে দাও দাও করে শুধু, তার ঝুলি ভরে
মুষ্টি ভিক্ষার কণায়।
যে চায় না কিছু পূর্ণ হয় তার পাত্র
ঈশ্বরের দানের সোনায়॥

১৪২

সুখ চেয়ে চেয়ে বাড়ে
অন্তরে অসুখ,
সুখে-দুঃখে উদাসীন যে—
সুখ পোষাপাখি হয়ে তার
ভরে রাখে বুক ॥

১৪৩

মৃত্যুরে যে সত্য বলে
করে অনুভব,
মৃত্যু করে যায় তার
বহুরূপে স্তব ॥

১৪৪

দেহের চার-দেয়ালের মধ্যে যারা বাস করে
এরা ক্ষুদ্র মানুষ,
আত্মার অমর-তীর্থলোকের যাঁরা অধিবাসী
এঁরা মহাপুরুষ ॥

১৪৫

যে পৃথিবীকে ভাবে পান্থশালা,
ঘরের মানুষকে ভাবে পথের বন্ধু ;
তার বন্ধুর হয় না অভাব।
অন্তরে যে নিঃসঙ্গ
ঈশ্বর হন তার অন্তরঙ্গ—
আপন হাতে তুলে নেন তার
সকল বোঝার ভার ॥

১৪৬

উচ্চস্বরে হাঁকছে যারা স্বাধীনতার বাণী
হাজার পাশে বদ্ধ তাদের মন,
যে জয় করেছে মন, সকল ভয় করেছে জয়
অগ্নিপ্রাণ স্বাধীন সেইজন ॥

১৪৭

মনে মানুষ মানুষকে দেয় মান।
শরীরে মানুষ করে অসম্মান ॥

১৪৮

কাজ করে পয়সা নেয় কর্মী,
সে সুজন।
কাজ না করে পয়সা নেয় ভিক্ষুক,
সে অভাজন।
কাজে ফাঁকি দিয়ে যে পয়সা নেয়
সে দুর্জন—
সমাজের পঙ্ক,
গৃহের কলঙ্ক॥

১৪৯

যত তুমি দেবে তত ভার মুক্ত হবে,
লোকচিত্তে বেঁচে রবে অমর গৌরবে

১৫০

যেখানে মীন খেলে বেড়ায়
রাতে গঙ্গা, দিনে যমুনায়।
সে বাস করে না ভয়ের সংসারে,
পঞ্চভূত দাস হয় তার দ্বারে॥

ইড়া, পিঙ্গলা—গঙ্গা-যমুনা। পঞ্চভূত দেহের পঞ্চ উপাদান।

১৫১

মানুষ স্বার্থের যূপে
হত্যা করে প্রেম আলো গান,
বাসনার অন্ধকার কূপে হয়
স্বার্থপর মানুষের স্থান ॥

১৫২

উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন যে নদী
হারা হয় পথহীন ঊষর প্রান্তরে
ঈশ্বর থেকে বিযুক্ত জীবন
ক্ষমাহীন যন্ত্রণার অন্ধকারে ঝরে।

১৫৩

কোথায় নেই আলো-সূর্যের
উদয়-অনুদয় ?
যেখানে ভগবান বাস করেন
—ভক্তের হৃদয় ॥

১৫৪

ঈশ্বরে নির্ভর যার,
সে চলে বীরের মত
রাজপথ ধরে।
ঈশ্বরবিমুখ জন
অনাত্মীয় অন্ধকারে
একা একা ঘোরে

১৫৫

ধূ-ধূ করে মরুভূমি
শুধু দিনে জ্বলে,
বিশাল প্রশান্তি তার
আসে রাত হলে
কামনার অগ্নি তাপ
জ্বলে অহরহ,
মরুভূমি হ'তে তার
দাহ তুর্বিসহ॥

১৫৬

বৃক্ষ থেকে যে শাখা খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন
শুকিয়ে যায় তার পাতা-পল্লব,
আর তাতে ফুল ফোটে না, ফল ধরে না।
তেমনি ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন যে প্রাণ
সেও বাড়ে না, কোনোদিন বড় হয় না
আত্মিক ঐশ্বর্যে হয় না ফলবান।
দুঃখের কালো হাওয়ায়, দুঃসহ যন্ত্রণার তাপে
দিনগুলি ঝরে, দুঃখ ফেরে তৃষ্ণার বিলাপে।
হঠাৎ নিভে যায় অখ্যাত অন্ধকারে
আয়ুর আলো-শিখা মৃত্যুর ফুৎকারে ॥

১৫৭

প্রেমের আলোয় মন
অজানাকে জানে,
আনন্দের সেতু রচে
অগমের পানে ॥

১৫৮

গুরু ভোজন
আর অনিয়ম
দেহ নাশে,
কর্ম নাশে—
যেন দুই যম ॥

১৫৯

আত্মচিন্তা-আলোহীন
মানবজীবন,
উলুকের অন্ধকার
গর্তের মতন ॥

১৬০

অতি ক্ষুদ্র কাঁটা সেও
দুঃখ দিতে জানে,
কেবল মহৎ পারেন
শান্তি দিতে প্রাণে ॥

১৬১

কাম লোভ দুটি রিপু
যেন রাহু-কেতু,
জীবনের সাথে রচে
মরণের সেতু ॥

১৬২

একাগ্র মনের আলো খুঁজে পায় পার
জানা অজানার,
বহুমুখী মন শুধু ঘোরে পথে পথে,
ছানে অন্ধকার ॥

১৬৩

বিষে দহে দেহ,
পাপে দহে মন।
অহংকার করে গ্রাস
সমস্ত জীবন ॥

১৬৪

প্রতীক্ষার পীতপত্রে ঢাকা হোক পথ
সংকল্পে যে রহে অবিচল,
সিদ্ধির দেবতা দেন স্বর্ণরথে দেখা
আনন্দের নিয়ে পূর্ণ ফল ॥

১৬৫

অন্তরগুহায় ত্যাগ জ্বালে দীপ
শাশ্বত শান্তির,
প্রেম দেয় অশেষ আনন্দপূর্ণ
আস্বাদ মুক্তির ॥

১৬৬

নাম নিত্য নিরাপদ নিধি
—অবিনাশী তার অধিকার,
আত্মার সাম্রাজ্য করে
অবিরাম অনন্তে বিস্তার ॥

১৬৭

শুধু চাই ভালো পরা
আর ভালো খাই,
সুখে পোষাপাখি সম
ভালো থাকা চাই,
শত শিখা মেলে তারে
দহে নাই-নাই.
সে অভাগা পায় না কো
কারো মনে ঠাঁই ॥

১৬৮

তোমারি কানন হতে তুলে দেই
ছুটি পুষ্পদল,
ঋণী হও তুমি, তুমি দাও হেসে
পরিপূর্ণ ফল ॥

১৬৯

কাম ক্ষণ-মনোহরা
মূর্তিমতী মায়া,
প্রেম শুদ্ধ হৃদয়ের
রসময় কায়া ॥*

১৭০

প্রেম করে শত দুঃখ
আনন্দে বরণ,
প্রেমহীন সোহাগ চুম্বন
শত বৃশ্চিক দংশন ॥

* কাম শারীরিক গুণের সামিল। বর্হিমুখ থাকিলেই কাম, শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অর্ন্তমুখ হইয়া পড়িলেই প্রেম। তখন আত্মার অঙ্গ অথবা আত্মা। শারীরিক গুণ সহজে ছাড়ে না। আহার সংযম একমাত্র উপায়।

শ্রীশ্রীসদগুরুসঙ্গ। ৫ম খণ্ড।

নিরুক্ত

১৭১

আপন জ্ঞানে আলোকিত না হলে অন্তর
শাস্ত্রজ্ঞান শুধু বৃথা নয়—
অজ্ঞতা অপেক্ষাও অনিষ্টকর।
অজ্ঞান অন্যকে আলো দিতে পারে না,
কিন্তু আলো পেতে চায়,
আর ইনি দিতে পারেন না
পেতেও চান না আলো আপন আত্মায়

১৭২

সামান্য ধূলির ধন যত চাই
যাও তত সরে,
সব চাওয়া শেষ হলে, সখা হয়ে
চল হাত ধরে ॥

১৭৩

আলস্য দুঃখের জননী,
সন্তান দুর্ভাগ্য ॥

১৭৪

অসত্যের ঘরে,
পাপ ও পতন তারা
দুই ভাই ঘোরে॥

১৭৫

আমরা যত শক্ত করেই ধরি
সব কেড়ে নেয় মৃত্যু এসে,
ছাড়তে না চাইলেও তার
বজ্রমুষ্টির চাপে সকল বন্ধন খসে।
মৃত্যু যখন কেড়ে নেয় আমাদের অধিকার
সে রেখে যায় না কোনো সান্ত্বনা।
চতুর্দিকে থাকে শুধু আদিগন্ত অন্ধকার।
যে পরের সুখে বিলায় ঘরের ধন,
সে মহাধন করে অর্জন।
বহু মনের পায় প্রসাদ,
ঈশ্বরের দুর্লভ আশীর্বাদ॥

১৭৬

নির্জনে না থাকলে নিজকে জানা যায় না,
অন্তরের অরূপের ধ্বনি যায় না শোনা।
চেতনার গভীরে আছে যে জ্ঞানময়, আনন্দময়
বিশাল জগত—নির্জন মনের চিন্ময় আলোয়
সেই অদেখা জগতকে, অজানাকে যায় জানা।
বিচ্ছিন্ন মুহূর্তের বর্ণধূলি, দুর্লভ ভাব-কান্তি-কণা
নির্জনে হয় ঘনীভূত—মূর্তি নেয় চুপে চুপে
গভীরে মনের অনিন্দ্য আনন্দের রূপে।
যা নাগালের বাইরে, বুদ্ধির অতীত—সেখানে
অনায়াসে আমরা পৌঁছি নির্জন মনের ধ্যানে,
ধ্যানের আলোয় স্নান করে হই সুস্থ, সুন্দর—
আনন্দের স্বাদ, অমৃতের স্পর্শ পাই প্রাণে॥

১৭৭

আত্মহত্যা মহাপাপ, আদর্শ হত্যা
আরো অনেক, অনেক বড় পাপ।
এ মৃত্যু সহস্র মৃত্যুর অধিক,
সে শুধু নিজেই
অতল অন্ধকারে হারিয়ে যায় না,
ঈশ্বরের পৃথিবীর অনেক আলো
নিভিয়ে দেয়,
অবিরল মনের কালি মেখে
ঈশ্বরের আকাশ করে কালো—
অনেক মনে সে ছড়ায় পুঞ্জ পুঞ্জ পাপ,
অন্ধকারের যূপে
অনেক জীবনের আলো করে হত্যা ॥

১৭৮

দুঃখেরও আছে এক মহৎ ভূমিকা
পউষের শীতে পাতা ঝরে,
আবার হয় নতুন পাতা—
গাছ তাই বড় হয়, বাড়ে।

নিরুক্ত

রোদে ঝরে পাপড়ি
ফুল হয় রসের ফল, মাটির অন্ধকারে
বীজ পচে বাঁচে অমর অঙ্কুরে।
একটি প্রাণ যদি অকালে ঝরে
প্রাণের কান্নায় তখন প্রাণ গলে—
মনের মাটি ভিজে হয় সরস,
সোনা ফলে সেখানে।
সব ধুলো মুছে কান্নার ধারায়,
অনিন্দ্য রূপ ফোটে প্রাণে।
দুঃখের আলোয় মানুষ সত্যকে চেনে।
দুঃখ প্রহারে ভাঙে দুঃখের ঘর
দুঃখের হাতে থাকে ঈশ্বরের বর ॥

১৭৯

ইঁদুরের মত ধূর্ত, কীটের মত কুটিল,
মাছির মত রক্ত ক্লেদে মত্ত মানুষ
আর যারা শূন্যগর্ভ রঙকরা সময়ের ফানুস,
সৃষ্টির অপচয় কালের খড়কুটোয় গড়া,

অন্ধকারে ঢাকা যাদের বুক—যাদের দু'চোখ,
.দেখতে পায় না তারা ঈশ্বরের করুণাকে ;
বাঁকা বিদ্রূপে আপন মনের
অন্ধকার কবন্ধ ছবি আঁকে ॥

১৮০

যিনি নিজের জন্য বাঁধেন না ঘর
অথচ সব ঘরে আছে যাঁর ঠাঁই,
কারো দিকে বাড়ান না হাত
অথচ ভাণ্ডার পূর্ণ থাকে সর্বদাই ।
ঘর নেই তাঁর, কিন্তু কতজনকে দেন
ঘরের ঠিকানা, পৌঁছে দেন আলোর মন্দিরে ।
মুক্ত পক্ষীর মত করেন বিচরণ,
অথচ শান্তির ছায়া
তার ওপর থেকে কখনো যায় না সরে ।
নিঃস্ব কাঙাল হয়ে
সবচেয়ে মহৎ সম্পদ করেন দান—
সকল উপাধি, পদের গৌরব ছেড়ে
সবার কাছে পান মান ।

নিরুক্ত

দুঃখের তপস্যা করেন,
দুঃখ তাঁর কাছ থেকে থাকে দূরে,
সর্বহারা অথচ অনুক্ষণ
সব পাওয়ার আনন্দ
বিরাজ করে তাঁর হৃদয়পুরে।
প্রতিষ্ঠা চান না, কিন্তু বহুর অন্তরে
তাঁর জন্য থাকে প্রতিষ্ঠার আসন,
ঐশ্বর্যের পশ্চাতে ঘোরে মানুষ,
ঐশ্বর্য ঘোরে তাঁর পশ্চাতে।
যিনি সকল ঐশ্বর্যকে করেন পরিহার,
কে তাঁর মত ঐশ্বর্যবান ?
যিনি ঐশ্বর্য দেখান, তিনি তা হারান,
অবশেষে ভগবানকেও ভুলে যান।
যিনি গোপন রাখেন,
তিনি বহুজনকে দেন অনন্ত ঐশ্বর্যের সন্ধান ॥

১৮১

ঈশ্বর আকাশকে রেখেছেন অনেক দূরে,
আবার তা মিশে আছে মাটির 'পরে।
মাটিকে করেছেন কঠিন, তরল আকারহীন জলে
কঠিন মাটির তৃষ্ণা মেটে, নরম হয় তা গলে।
রৌদ্র তাপে মাটি শুকায়, পাতা শুকায়
আবার ফুল ফোটে গাছের শাখায়,
কেউ মরে বিষের ভরে,
সাপ বিষের গর্ব নিয়ে ফেরে।
মাটির অন্ধকারে বীজ ফোটে
অমর প্রাণের অঙ্কুরে,
বাড়ে মাটির স্নেহে, দিনে দিনে বড় হয়—
আবার মাটির স্পর্শে কারো হয় ক্ষয়

নিরুক্ত

যারা বাস করে মাটির উদরে,
উদার আকাশে, আলোয় তারা যায় ঝরে।
কেউ বাঁচে ফুলের মধু খেয়ে,
কেউ মধু খেয়ে মরে।
ঈশ্বরের সৃষ্টি অতি বিচিত্র—
অব্যর্থ তাঁর নিয়ম ;
সোনার মলিনতা যায় আগুনে,
বস্ত্রের মলিনতা ক্ষারে—যায় না অন্য কিছুতে ·
তেমনি মনের ময়লা কাটে
শুধু নাম—নাম—নামের অমৃতে ॥

সমাপ্ত

সূচীপত্র

সূচীপত্র

নিরুক্ত

নিরুক্ত

নিরুক্ত

নিরুক্ত

নিরুক্ত

নিরুক্ত

নিরুক্ত

পৃষ্ঠা

নিরুক্ত

নিরুক্ত

নিরুক্ত

নিরুক্ত

নিরুক্ত

——— ———